সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
|| Weekly Bangladesh || New York, Vol. 28 • Issue 46 • Thursday, 23 April 2026 • ১০ বৈশাখ ১৪৩৩, ০৬ জিলক্বদ ১৪৪৭

বিদ্যুৎ-গ্যাসের তীব্র সংকটে বাংলাদেশ

ঢাকা : একদিকে দেশজুড়ে গরমের তীব্রতা বৃদ্ধি, আরেক দিকে চলছে গ্যাস, কয়লা ও (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

আদালতে সাড়ে ৪০ লাখ মামলা বিচারাধীন

ঢাকা : ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধস্তন আদালতে ৪০ লাখ ৪১ হাজার (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

লুইজিয়ানায় পিতার গুলিতে ৭ সন্তানসহ নিহত ৮

আমেরিকান সমাজে ভয়াবহ বন্দুক সহিংসতা

ডা. ওয়াজেদ খান : আমেরিকার লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে সম্প্রতি পিতার গুলিতে ৭ সন্তানসহ নিহত হয়েছে ৮ শিশু। মর্মান্তিক এই ঘটনায় আবারও দেশজুড়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন অভিভাবকরা। নতুন করে দাবি উঠেছে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

লুইজিয়ানায় গুলিতে নিহত ৮ শিশুর ৭ জনই বন্দুকধারীর নিজের সন্তান

বাংলাদেশ ডেস্ক : লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের একটি বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া আট শিশুর সাতজনই হামলাকারী ব্যক্তির নিজের সন্তান। স্থানীয় (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

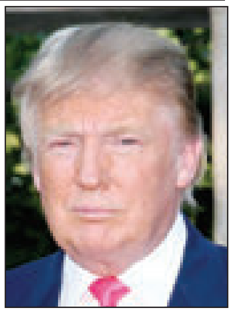

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরান সরকারের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা এবং পাকিস্তানের উচ্চপর্যায়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইরানের ওপর সম্ভাব্য হামলা স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

দেশে টাকার মান কমছে বাড়ছে ডলারের দাম

ঢাকা : বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে। ব্যবসায়ীদের আমদানি ঋণপত্র (এলসি) নিষ্পত্তিতে ডলারের দর উঠে গেছে ১২৩ টাকা (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন পেলেন যারা

ঢাকা : জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ৩৬ জনের মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। সোমবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ তথ্য জানিয়েছেন। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

গণভোট- জুলাই সনদ নিয়ে টানাপোড়েন

ঢাকা : সাংবিধানিক পদে নিয়োগপদ্ধতি, প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমানোর প্রস্তাবের পাশাপাশি সংসদে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়া ও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি প্রশ্নেও ছিল (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

অভিবাসনযাত্রায় ২০২৫ সালে প্রায় ৮ হাজার মানুষের মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় আট হাজার অভিবাসীর মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে ২০১৪ সাল থেকে মৃতের সংখ্যা ৮২ হাজার ছাড়িয়েছে। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

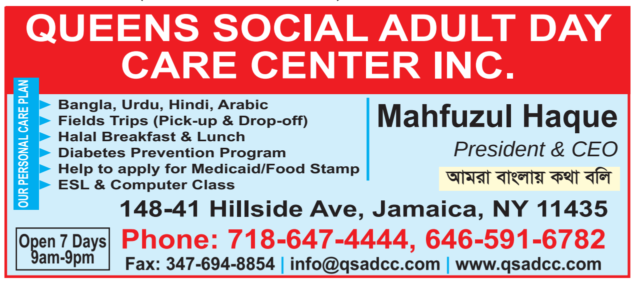

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: Ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Looking to Purchase or Refinance?

UIF can help with your Islamic financing needs.

Quick & Easy Pre-Qualification | Home, Masjid & Commercial Financing | 5 Star Customer Service

UIF For Islamic Shariah Based Home Financing or Refinance Call Now!
ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক হোম লোন বা রিফাইন্যান্স এর জন্য এখনই কল করুন

Mohammed Alam
Area Manager
NMLS ID# 183916

Direct: (609) 757-8186
Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam

Celebrating 20 Years of Serving the Community

UIF Corporation (UIF is a trademark of UIF Corporation) – Equal Housing Opportunity – NMLS 80480 (www.nmlsconsumeraccess.org) is a Faith Based subsidiary of University Bank (NMLS 715685), Member FDIC, that operates in various states. For a complete list of the states UIF Corporation is able to provide financing in, please visit www.myuif.com/license-registration. UIF Corporation is not affiliated with any government agency. This is not a commitment to lend or an offer for a rate lock agreement; a pre-qualification is based on a preliminary review of information provided and limited credit information. All home financing transactions are subject to verification of application information, satisfying all underwriting conditions and requirements, and property eligibility, including appraisal and title report. You must carry insurance on the property that secures the transaction, and flood insurance may be required. Any taxes or additional conditions imposed by the city, county or state that the subject property is located in will be the obligor's responsibility.

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্রাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

জাতীয় সংসদ নয় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতা জনগণের এবং এ ক্ষমতা প্রয়োগ সংবিধানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যে কারণে সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো আইন প্রয়োগের অযোগ্য। সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত থাকায় তার সংবিধানের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সংসদ সদস্যরা সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ করার পর সীমিত সময়ের জন্য আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব পালন করে। এর বেশি কিছু নয়। জনগণ সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস হওয়া সত্তেও সীমিত সময়ের জন্য যারা ক্ষমতায় আসীন হয়, তারা জনগণকে পরোয়া করে না। গত ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল সকল দলের সম্মতির প্রেক্ষিতে। গণভোটের একটি প্রেক্ষিত ছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করার পর গণভোটের রায় মেনে নিতে টালবাহানা শুরু করে, যা কার্যত গণভোটের রায়কে অস্বীকার করার নামান্তর। এর মাধ্যমে সরকার জনগণের সার্বভৌমত্ব কার্যত অস্বীকার করেছে। অথচ গণভোট হলো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একটি বৈধ রূপ, যেখানে ভোটাররা প্রতিনিধি নির্বাচনের পরিবর্তে

কোনো নির্দিষ্ট আইনগত, সাংবিধানিক বা নীতিগত বিষয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট প্রদান করে। সরকার পক্ষ নতুন করে বলতে শুরু করে যে সংবিধানে 'গণভোটের' কোনো বিধান নেই। জনগণের সঙ্গে এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর কিছু হতে পারে না। এটা সংসদীয় আচরণ নয়। সংসদ যেকোনো আইন পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে। কিন্তু গণরায়কে বাতিল করতে পারে না। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন সংসদ প্রণয়ণ করতে পারে না। বিচার বিভাগের প্রায়শই সংসদীয় আইন পরীক্ষা করার এবং সেগুলি সংবিধানের পরিপন্থী হলে বেআইনি ঘোষণা করার ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সরকারের দুঃশাসন থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন, যা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তা বাতিল বলে গণ্য হয়। সংবিধান হলো জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। সংবিধান হলো সেই মাধ্যম, যার দ্বারা জনগণ তাদের সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে। সংবিধান সংসদ ও সর্বোচ্চ আদালতকে তাদের কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং তারা নিজেরা সার্বভৌম নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, সংবিধান একটি জীবন্ত, স্পন্দনশীল সত্তা, যা যে কোনো সময়ে তার শাসিত জনগণের রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই হিসেবে, সংবিধানের আইনকে অবশ্যই সেই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে যেখানে এটি কার্যকর। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলেই সাধারণত সংবিধান তৈরি হয়, মানুষ বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তনের আকাংখা ব্যক্ত করে। বাংলাদেশের জনগণও তা করেছিল। সরকার জনগণের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। মেয়াদ শেষে তাদের আবারও জনগণের কাছে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বিএনপি সরকার এ সত্য ভুলে গেছে এবং ক্ষমতার দম্ভে কথা বলছে ও আচরণ করছে। এর খেসারত সরকারকে দিতে হবে।

২৩-২৯ এপ্রিল ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ২৮ শাওয়াল-০৫ জিলক্বদ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৩ এপ্রিল	৪.৪৩	৬.০৫	১২.৫৪	৫.৪২	৭.৪৪	৯.০৬
২৪ এপ্রিল	৪.৪১	৬.০৪	১২.৫৪	৫.৪২	৭.৪৫	৯.০৮
২৫ এপ্রিল	৪.৩৯	৬.০২	১২.৫৪	৫.৪৩	৭.৪৬	৯.০৯
২৬ এপ্রিল	৪.৩৮	৬.০১	১২.৫৪	৫.৪৩	৭.৪৭	৯.১১
২৭ এপ্রিল	৪.৩৬	৬.০০	১২.৫৪	৫.৪৩	৭.৪৮	৯.১২
২৮ এপ্রিল	৪.৩৪	৫.৫৮	১২.৫৩	৫.৪৪	৭.৪৯	৯.১৩
২৯ এপ্রিল	৪.৩৩	৫.৫৭	১২.৫৩	৫.৪৪	৭.৫০	৯.১৫

উপসম্পাদকীয়

আস্থা থাকা না-থাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মানুষ বিশ্বাস ছাড়া বাঁচে না। এমনকি অবিশ্বাসও তো বিশ্বাসই এক প্রকারের। তবে এটাও সাধারণত দেখা যায় যে ইহজাগতিক ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা যতই কমে, পারলৌকিকতা ও প্রতারণায় বিশ্বাস ততই বাড়ে। আস্থা হারিয়ে কেউ চলে যায় ধর্মের দিকে, কেউ বা প্রতারণা-অভিমুখে। প্রতারকদের একাংশ যে ধার্মিক সাজে না, এমনও নয়। বৃদ্ধি পায় আলস্য এবং নেশাগ্রস্ততা। নেশা অবশ্য নানা প্রকারের হয়, হয়ে থাকে।

ছেলেবেলার একটি দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। ঢাকা শহরে ব্যবসাবাণিজ্যের তখনকার প্রধান কেন্দ্র চকবাজারের পাশেই আমাদের বাসা ছিল, বেগমবাজারে। যেতে-আসতে প্রায় রোজই আমার অনিষ্পলক চোখ দুটি পড়ত গিয়ে শর্ষের তেলের একজন আড়তদারের ওপর। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য, বসবার ভঙ্গি, চোখমুখের নিস্পৃহতা সবকিছুর ভিতর থেকেই একটা অলৌকিক আভা ছিল। যেন তিনি এ-জগতের নন, ভিন্নালোকের। অথচ খুবই ইহজাগতিক ছিলেন তিনি। নেতা ছিলেন ঢাকা শহর মুসলিম লীগের। বড় রকমেরই। তার চেয়েও বড় সত্য এই যে সেকালেই শর্ষের তেলের সঙ্গে তিনি মবিল মেশাতেন। জানত সবাই। কিন্তু বড়ই নির্বিকার ছিলেন, দেখেছি আমি। আমার বাবার প্রধান বিনোদন ছিল বাজার করা। বাজার থেকে শর্ষের তেল আনতেন যখন, আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগত বিষ কিনে আনেননি তো, যে বিষ ওই আপাত ধার্মিক ভদ্রলোক বেশ করে মিশিয়ে দিয়েছেন তেলের সঙ্গে। এখন বুঝতে পারি ভদ্রলোক নির্ভেজালরূপে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্বাস ছিল পুলিশ তাঁকে ধরবে না, তাঁর টাকা আছে। তদুপরি তিনি মুসলিম লীগের লোক। বিশ্বাস ছিল পুলিশে ধরলেও আদালত তাঁকে ছেড়ে দেবে, ওই একই কারণে। সেই বয়সে আমি আমার নিত্য দেখা ওই লোকটিকে খুবই ঘৃণা করতাম-ভয় করতাম বোধ করি আরও অধিক। ওই বিশ্বাসীকে আমি এখনো দেখতে পাই। মানসচক্ষে। কিন্তু পরে বুঝেছি-তিনি একা ছিলেন না, অনন্য নন, অনেকের একজন। এরা আস্থাহীন ইহ-জাগতিক ব্যবস্থায়। এরা বিশ্বাসী প্রতারণায় এবং আবরণ নেয় ধর্মের। সেকাল গেছে চলে, একালে অনেক কিছু বদলেছে, উন্নতি ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে, কিন্তু আস্থা জিনিসটা মোটেই বাড়েনি, বরঞ্চ কমেছে। আস্থার বড়ই দুর্দশা এই স্বাধীন বাংলাদেশে। ওই যে বিশেষ দুটি ক্ষেত্রে যাদের ওপর নাগরিকদের জীবনমরণ, উন্নতি অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে; সেই পুলিশ এবং আদালতের ওপর নির্ভরশীলতা ভিতর থেকেই ক্ষয় হয়ে এসেছে।

> নির্বাচিত সরকার এসেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র আসেনি। গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন দরকার কিন্তু নির্বাচন থাকা মানেই গণতন্ত্র থাকা নয়। নির্বাচিত সরকারও স্বৈরাচারী হতে পারে বৈকি, যদি তার স্বচ্ছতা না থাকে, না থাকে জবাবদিহি এবং সর্বোপরি অভাব ঘটে দেশবাসীর স্বার্থ দেখার মনোভাব।

পুলিশ এ দেশে কখনোই সাধারণ মানুষের বন্ধু ছিল না। এই বাহিনী সৃষ্টিই করা হয়েছিল মানুষকে রাজনৈতিকভাবে নিপীড়ন করার জন্য। সেই নিপীড়ন ব্রিটিশ আমলে ঘটেছে, পাকিস্তান আমলে অব্যাহত থেকেছে, বাংলাদেশ আমলেও বিশেষ কমেনি। ঘুষ নেওয়া তো আছেই, পুলিশ সন্ত্রাসীরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরাধের শিকার হলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে থানায় যায় না এই ভয়ে যে সেখানে গেলে দ্বিতীয়বার বিপদে পড়বে। মূলত দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হচ্ছে তারা চোর-ডাকাতকে যতটা না ভয় করে, পুলিশকে ভয় করে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। কারণ আছে।

আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না। এই ধারণাও পুরোনো। সেখানে টাউটদের রাজত্ব ছিল, টাউটদের দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন ও বিচারে এভাবে আস্থা হারালে মানুষ যাবেটা কোথায়? কোথায় খুঁজবে আশ্রয়? খোঁজে ধর্মের কাছে। নিরাপত্তা হারানোর প্রাথমিক কারণটা অবশ্য রয়েছে অন্যত্র। রয়েছে অর্থনীতিতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অল্প কিছু মানুষ উপরে উঠছে অধিকাংশ মানুষকে দলিতমথিত বিধ্বস্ত করে। এই পীড়িত মানুষের জন্য কোনো ইহজাগতিক আশ্রয় নেই, তাই তারা আঁকড়ে ধরে অলৌকিক শক্তিকে, সাহায্য চায়, ক্ষতিপূরণ আশা করে। পরীক্ষায় নকল এ দেশে চিরকালই হতো, কিন্তু সাম্প্রতিককালে পরীক্ষায় যে হারে নকল হয়েছে, তেমনটি আগে এভাবে ঘটেনি। কারণ কী? মূল কারণ হচ্ছে আস্থার অভাব। নকলে কেবল যে পরীক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে তা নয়, অভিভাবকরাও নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন জানাচ্ছে। না, এ-ব্যাপারে সবারই এক রা-আমাদের ছেলেমেয়েদের অধিকার দিতে হবে। তাদের এই দাবির পেছনে যে মনোভাবটি কাজ করছে সেটা হলো দেশের সর্বত্র নকল হচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হবে কেন? আর অভিভাবকরা যখন পরীক্ষার্থীদের সহযোগী হয়, নকল সরবরাহ করে, পাহারা দেয়, নকল ধরলে ধাওয়া করে, তখন নকল থামাবে কে? থামানো যাচ্ছে না। আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থায় সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করার ব্যাপারটা কখনোই ছিল না। এখনো নেই। পরীক্ষায় মেধার পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হয় মুখস্থ করার শক্তির। সৃষ্টি করবে না, ভাববে না, না-বুঝে মুখস্থ করবে, তারপর পরীক্ষার খাতায় যা তুমি সংগ্রহ করেছ কিন্তু ভুলেও হজম করনি তা উদ্গিরণ করে দেবে এবং এই কর্মকাণ্ডে কার কতটা দক্ষতা সেটার প্রমাণ দিয়ে নম্বর ও সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে চলে যাবে। এই ছিল ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য ওই ব্যবস্থা বদলায়নি। বিদেশি পর্যবেক্ষকরা আমাদের এই স্মরণশক্তিকে বিস্ময়কর বলেছেন। এই দক্ষতাটাও তো আসলে নকলেরই। মনে রাখার নকলটা প্রচ্ছন্ন, কাগজ দেখে নকল করাটা প্রত্যক্ষ; এটাই পার্থক্য। প্রত্যক্ষটা নিন্দনীয় বলে গোপনটা যে প্রশংসনীয় তা নিশ্চয়ই নয়।

এ ক্ষেত্রে অনাস্থা যার ওপর প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে শ্রমশীলতা। আমাদের দেশে শ্রম অত্যন্ত অবহেলিত এবং অবমূল্যায়িত। শ্রমজীবী মানুষ বংশানুক্রমে, জন্মজন্মান্তরে পরিশ্রম করে। করতেই থাকে এবং দরিদ্র থাকে। তারা চাষা ও কুলি, তাদের মর্যাদা দেবে কে? শ্রমের সাহায্যে কেউ ওপরে ওঠে না। ওঠে প্রতারণা ও চাটুকারিতায়। যেজন্য শ্রমের ওপর কেউ আস্থা রাখে না। স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনেনি, অবনতি ছাড়া। এবং এটাও স্বাভাবিক যে প্রতারক ও চাটুকাররা পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখে না, বিশ্বাসও রাখে না। মানুষের অনেক গুণ, এমনকি অন্য প্রাণীর গুণাবলিও তার মধ্যে রয়েছে; যেমন কুকুরের গুণ। কুকুর বড়ই প্রভুভক্ত এবং পরস্পরের প্রতি হিংস্র। অন্য প্রাণীকে সহ্য করবে, কিন্তু নিজের প্রজাতির অন্য কাউকে দেখামাত্র শোরগোল শুরু করে দেবে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভুভক্তি যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় মারাত্মক রকমের কলহপ্রবণতা। প্রভুর প্রতি আস্থা রাখলেও প্রতিবেশীকে ঘৃণা করে। ভেজাল বাড়ছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বহু গুণ বেড়ে গেছে। কেউ ধরা পড়ছে না, ধরা পড়লেও শাস্তি হচ্ছে না, আস্থা বাড়ছে টাকার শক্তিতে। টাকায় সবকিছুই কেনা যায়। বড় বড়, এমনকি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও টাকার ক্রয়সীমার বাইরে নন। ন্যায়বিচার না পেলেও নিজের পক্ষে বিচার কেনা যায়, চিকিৎসা তো প্রকাশ্যে ও পরিপূর্ণরূপেই পণ্যে পরিণত। সবকিছু মিলিয়ে সত্য ওই একটাই, মানুষের বিশ্বাস নেই নিরাপত্তায় ও সুবিচারে। আস্থা নেই শ্রমে, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসায়। কেউ তার নিজের দায়িত্ব পালন করেন না। বিপন্ন জীবনানন্দ দাশ আবহমান ভাঁড়কে দেখেছিলেন গাধার পিঠে-বসা; ভাঁড় এখন সর্বত্র, তবে প্রায় কেউই গাধার পিঠে নেই। তারা রয়েছে বিভিন্ন পদে, গুরুত্বপূর্ণ সব আসনে। আর এটা বললে মোটেই মিথ্যা বলা হবে না যে বেমানান ভাঁড় হোন কিংবা অতিসুচতুর দুর্বৃত্ত হোন, গুরুত্বপূর্ণ লোকদের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই রয়েছেন যারা বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন।

দুই. আস্থাহীনতার এই যে নটে গাছ, এ কেন মুড়ালো-তার তথ্যানুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে মূল কারণ নেতৃত্বের ব্যর্থতা। জাতীয় জীবনে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে নেতৃত্ব সফল হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের। রাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে, আদর্শ সেই স্থাপন করে।

নির্বাচিত সরকার এসেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র আসেনি। গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন দরকার কিন্তু নির্বাচন থাকা মানেই গণতন্ত্র থাকা নয়। নির্বাচিত সরকারও স্বৈরাচারী হতে পারে বৈকি, যদি তার স্বচ্ছতা না থাকে, না থাকে জবাবদিহি এবং সর্বোপরি অভাব ঘটে দেশবাসীর স্বার্থ দেখার মনোভাব। অতীতে আমরা মাঝেমধ্যে নির্বাচিত সরকার পেয়েছি সত্যি, কিন্তু সত্যিকার গণতান্ত্রিক সরকার পাইনি। এবং যাকে গণতন্ত্র বলা হয়েছে তা আসলে দেখা গেছে টাকার থলির গণতন্ত্র। লোকেরা টাকার জোরে নির্বাচিত হয়েছে এবং নির্বাচিত হয়ে নিজেদের টাকার থলিকে আরও ভরপুর ও মোটা করেছে। টাকার জোর না থাকলে দলীয় মনোনয়ন পাওয়াই অসম্ভব, নির্বাচিত হওয়া তো অনেক দূরের কথা। যারা নির্বাচিত হন নির্বাচন কমিশনকে তাঁরা জানান যে খরচ করেছেন ৩ লাখ, আসলে খরচ করেন ৩ কোটি। ওই টাকা কোথা থেকে এলো তা *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সরকারের মধুচন্দ্রিমায় গ্রহণ লাগার শঙ্কা

মাহমুদুর রহমান

মাত্র কদিন আগে নির্বাচিত সরকারের প্রথম দুই মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে সরকারের তরফ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একাধিক মুখপাত্র বিএনপি সরকারের প্রথম ৬০ দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার সময়কালে যে ৬০টি সফলতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম না বাড়ানোর বিষয়টিও স্থান পেয়েছিল।

মুখপাত্ররা এটিকে সরকারের বিশেষ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। অবশ্য হরিষে বিষাদের মতো করে, মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের কয়েক ঘণ্টা না পেরোতেই একই দিবাগত সন্ধ্যায় জ্বালানি মন্ত্রণালয় তেলের দাম প্রকারভেদে এক লাফে লিটারপ্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে সরকারের মধ্যে কিছুটা সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যারা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানতেন না। একেবারে সংবাদ সম্মেলনের দিনেই মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা না এলেই হয়তো সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ভালো ছিল। উল্লেখ্য, সপ্তাহ খানেক আগে খোদ জ্বালানিমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অন্তত এপ্রিল মাসে তেলের দাম বাড়বে না। তিনি বলেছিলেন, মে মাসে সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারপর দাম বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মন্ত্রী মহোদয় তার কথা রাখেননি কিংবা সম্ভবত আইএমএফের চাপে রাখতে পারেননি।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জ্বালানি তেলের দাম না বাড়ানো এবং ফ্যামিলি কার্ডসহ সরকারের জনতুষ্টিমূলক একাধিক প্রকল্প নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণেই আইএমএফ ঋণের কিস্তির অর্থছাড়ে অসম্মতি জানিয়েছে। তারা বাজেটে ভর্তুকির আশঙ্কাজনক বৃদ্ধিতে আপত্তির বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপন করেছিলেন বলে শুনেছি। অর্থমন্ত্রী যদিও দাবি করেছেন, তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আইএমএফের কোনো সম্পর্ক নেই; কিন্তু জনগণ এসব ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর রাখে না মন্ত্রী মহোদয়ের এমন ধারণা না করাটাই উত্তম। ওয়াশিংটনের ব্যর্থ বৈঠক শেষে দেশে ফিরে তিনি স্বীকার করেছেন যে, সরকারের সঙ্গে কিছু বিষয়ে আইএমএফের মতবিরোধ রয়েছে। যাহোক, সীমিত আয়ের আমজনতা জ্বালানি তেলের পর এবার বিদ্যুতের দাম বাড়ার জন্য ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছে।

সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কার্ডপ্রাপ্তির মাধ্যমে কতজন নাগরিক এখন পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন আমার ঠিক জানা নেই। কিন্তু জ্বালানি তেল এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দেশের প্রতিটি নাগরিককে বহন করতে হবে। তদুপরি মন্ত্রীরা লিটারে ২০ টাকা দাম বাড়ানোটাকে 'সামান্য মূল্যবৃদ্ধি' হিসেবে অভিহিত করায় জনগণ অধিকতর আতঙ্কিত হয়েছে। লিটারে কত টাকা দাম বাড়লে মন্ত্রীদের বিবেচনায় সেটা আর সামান্য থাকবে না, তা আমাদের জানা নেই। তেলের দাম বাড়ার প্রতিক্রিয়ায় ইতোমধ্যে বাস এবং অন্যান্য গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধিরও দাবি উঠেছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের সংসার চালানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। আরো পরিতাপের বিষয় হলো, ক্রেতারা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা সত্ত্বেও পেট্রোল পাম্পে চাহিদামতো জ্বালানি সরবরাহে সমস্যার কারণে হয়রানির অবসান আজ পর্যন্ত হয়নি। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, নতুন সরকারের সঙ্গে জনগণের মধুচন্দ্রিমায় হঠাৎ খানিকটা যেন ছন্দপতন ঘটে গেছে।

২০০১ সালের পর বাংলাদেশের জনগণকে গণতান্ত্রিকভাবে পছন্দের সরকার নির্বাচনের সুযোগ পেতে ২৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ বছর ১২ ফেব্রুয়ারি আমাদের সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নতুন সরকারের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা উপভোগে জনগণের তরফ থেকে উৎসাহের কোনো কমতি ছিল না। তারা সরকারের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করে সাফল্যের প্রশংসা করেছে। দুর্বল স্মরণ শক্তির, অকৃতজ্ঞ বাঙালি মুসলমান জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম দুই মাসের পরিস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গেছে বলেই আমার ধারণা। শেখ হাসিনার দিল্লিতে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুলিশের একটা বড় অংশ ফ্যাসিস্ট আমলের ১৫ বছরের অপকর্মের মানসিক চাপ সইতে না পেরে এবং অপরাধের সম্ভাব্য বিচারের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

সে সময় ঢাকায় মাত্র কয়েকটি থানায় ভাঙাচোরা চেয়ারটেবিলে বসে প্রয়োজনের অর্ধেক জনবল নিয়ে পুলিশের লোকজন কোনোক্রমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। রাজধানী এবং অন্যত্র অধিকাংশ থানা তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশও না থাকায় কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল। অপরদিকে সুযোগ বুঝে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ড. ইউনূসের সরকারকে অকার্যকর করে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো উদ্ভট দাবি নিয়ে রাস্তা বন্ধ করে বসে থাকত। অরাজকতার ক্যানসার এতটাই বিস্তার লাভ করেছিল যে, আনসারের মধ্যকার আওয়ামী দালাল গোষ্ঠী সচিবালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে, সেখানে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে জুলাই বিপ্লবের নেতাদের অন্যতম, বর্তমানে এনসিপিদলীয় সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুলাইযোদ্ধা ছাত্রদের নিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জুলাই বিপ্লবের সরকারকে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে ফেলে দেওয়ার দিল্লির অব্যাহত প্রচেষ্টা। মোদির আশ্রয়ে থেকে শেখ হাসিনা অব্যাহতভাবে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে তখন বিষোদ্গার করে গেছেন। ভারতীয় মিডিয়াও হাসিনার সঙ্গে মিলে ইউনূসবিরোধী প্রচার চালিয়েছে। আমার ধারণা, ড. ইউনূস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের এত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেড় বছর সরকার পরিচালনা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হতো না।

সেই সরকারও অনেক বিষয়ে ভুল করেছে। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী সেই চরম অনিশ্চিত পরিস্থিতির সঙ্গে এই বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি বর্তমান সরকারের শপথ নেওয়ার দিনের মধ্যে কোনো তুলনা হতে পারে না। ৮ আগস্ট ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অর্থনীতিসহ রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ড. ইউনূসের সরকার অনেকাংশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। আমি মনে করি, সংস্কার সম্পূর্ণ করে না *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm
আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

জুলাই সনদ, বাস্তবায়ন আদেশ, গণভোট ও বিএনপি সরকার

মোবায়েদুর রহমান

বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে আজ থেকে ঠিক ২ মাস আগে, ১৭ ফেব্রুয়ারি। এটি অবশ্যই একটি নির্বাচিত সরকার এবং এককভাবে ২১১টি আসন নিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। বিরোধী দলও অনুল্লেখযোগ্য নয়। তাদের সংখ্যা ৭৭। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ৬৮, এনসিপির ৬। স্বয়ং স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ বলেছেন, এ সংসদে বিরোধী দল খুব শক্তিশালী। কারণ ৭৭ জন সদস্যের বিরোধী দল বাংলাদেশের পার্লামেন্টে খুব কমই এসেছে। বিরোধী দলের সবচেয়ে বড় চমক হলো, জামায়াতে ইসলামীর ৬৮ আসন লাভ, যদিও তারা দাবি করে, আরও কয়েকটি আসন তারা পেতেন। তবে ব্যালট পেপার টেম্পারিং করে তাদের আসন ছিনিয়ে নিয়েছে বিএনপি। তাদের দাবি হলো, ব্যালট টেম্পারিং না হলে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেত না।জামায়াতের দাবি যাই হোক না কেন, বিএনপি যে কমফোর্টেবল মেজরিটি পেয়ে সরকার গঠন করবে, সেটি নির্বাচনের আগেই বোঝা গিয়েছিল। যতদূর জানি, তারেক রহমানও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন এবং নিশ্চিত হয়েই কাদের নিয়ে তিনি কেবিনেট গঠন করবেন, তারও একটা ধারণা তার ব্রেনে ছিল। যে কারণে সরকার গঠনের পর ২৪ ঘণ্টাও সময় লাগেনি, তিনি ২৫ জন মন্ত্রী এবং ২৩ জন প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করেছিলেন। অবশ্য পরে আহমেদ আযম খান পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হওয়ার পর কেবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬। এ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও বেতনসহ পাঁচ উপদেষ্টা এবং প্রতিমন্ত্রীর বেতন ও পদমর্যাদাসহ আরও পাঁচ উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তার কেবিনেটে প্রধানমন্ত্রীসহ রয়েছেন ৬০ জন মন্ত্রী ও উপদেষ্টা। বলা বাহুল্য, অনেকের কাছে এটি একটি মাথাভারী মন্ত্রিসভা মনে হয়েছে।

যাই হোক, প্রথমেই বলেছি, আজ বর্তমান সরকারের আয়ু হলো ২ মাস। একটি সরকারের হানিমুন পিরিয়ডই হয় সাধারণত ৩ মাস। কিন্তু এ সরকার ১ মাসের মাথাতেই কিছুটা ঝামেলায় পড়েছে বলে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে। যুগান্তরও এ সম্পর্কে একাধিক দিন প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ ছেপেছে।

একথা ঠিক, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা ব্রুট মেজরিটির জোরে সরকার অতি সহজেই এ ঝামেলা হয়তো কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু ঝামেলার রেশ সংসদের বাইরে রয়েই যাবে। বলা বাহুল্য, এ ঝামেলাটি হলো, জুলাই সনদ ও গণভোট বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে। আমার দুঃখ হয়, পাকিস্তান সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে যে ঝামেলায় পড়েছিল, সেই ঝামেলা তার ভেঙে যাওয়ার দিন পর্যন্তও মেটেনি। তারা ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করে। কিন্তু দু'বছরের মাথাতেই সেই দেশে সামরিক আইন জারি হয় এবং সেই শাসনতন্ত্র বাতিল হয়। আইয়ুব খান সেই শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং নিজে একটি শাসনতন্ত্র জারি করেন, যেটি ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির। ১৯৬৯ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থানের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসেন এবং আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। অতঃপর ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে জীবনের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনটি হয় আইনগত কাঠামো বা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের

(এলএফও) অধীনে। এ ইলেকশনের মাধ্যমে যে পার্লামেন্ট গঠিত হবে, তার কাজ হবে দুটি। প্রথমটি হলো, তারা পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। আবার একইসঙ্গে তারা সরকারও গঠন করবে। নির্বাচন ঠিকই হয়। কিন্তু জাতীয় পরিষদের (আমরা বলি জাতীয় সংসদ) বা পার্লামেন্ট অধিবেশনে বসার কোনো সুযোগই পায়নি। দেশে ঘটে যায় ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউন এবং ৯ মাস পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশেও সংবিধান রচনার জন্য কোনো গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনটি হয়েছিল পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। ওই নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের নিয়ে নির্বাহী আদেশ বলে গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের নভেম্বরে তারা সংবিধান প্রণয়ন করে এবং ডিসেম্বরে সেই সংবিধান চালু হয়।

২. কিন্তু '৭২-এর সংবিধান সাড়ে ৩ বছরও টেকেনি। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমান এ সংবিধানের খোলনলচে পালটে শুধু প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিই করেননি, বরং একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি করেন, যার নাম দেওয়া হয় বাকশাল। মুজিব সরকারের অপসারণের পর প্রথমে খন্দকার মোশতাকের সাড়ে ৩ মাসের সরকার থাকলেও মোশতাক সংবিধানকে অক্ষত রাখেন এবং নিজে প্রেসিডেন্ট হন। তার পর খালেদ মোশাররফের ৪ দিনের শাসন এবং অতঃপর জেনারেল জিয়ার প্রেসিডেন-শিয়াল শাসন। জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি বহাল রাখলেও একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েম করেন।

তারপর জেনারেল এরশাদ। ৯ বছর তিনি দেশ শাসন করেন এবং প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম অব্যাহত রেখে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু রাখেন। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও জামায়াতের ১৮ জন সদস্যের সমর্থনে সরকার গঠন করেন। তবে জামায়াত তখন মন্ত্রিসভায় যোগদান করেনি। বেগম জিয়ার সরকার সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে বহুদলীয় পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু করেন। তার আমলেই মেয়াদ শেষের দিকে ১৯৯৬ সালে সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা চালু করেন।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল করেন। এরপর থেকেই দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম দল জামায়াতে ইসলামী বহুবার বলে, এ সংবিধান তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বেগম জিয়া ওই সংবিধান ছুড়ে ফেলে দেবেন, এমন অনেক ভিডিও বক্তৃতা এখনো ইউটিউবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৩. ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের নাৎসিবাদী সরকার ছাল-বাকলসহ বিতাড়িত হলে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জুলাইয়ের গণজাগরণকে বিপ্লব বলুন বা অভ্যুত্থান, যাই বলুন না কেন, সেটি বর্তমান সংবিধান মেনে হয়নি। আর সে কারণেই বিপ্লবের অব্যবহিত পর সরকার গঠন নিয়ে জটিল সংকটের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি আজ আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ৮ আগস্ট রাত ৮টা পর্যন্ত দেশে কোনো সরকার ছিল না। তবে ৬ আগস্ট শেখ হাসিনার 'আমি এবং ডামির' মাধ্যমে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়; কিন্তু শেখ হাসিনার মনোনীত ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রয়ে যান। জাতীয় সংসদ ভেঙে দিলেও শেখ হাসিনার সংবিধান বাতিলও করা হয়নি বা স্থগিতও করা হয়নি।

৮ আগস্ট রাত ৮টায় ড. ইউনূসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী বা ইন্টারিম সরকার গঠিত হয়, সংবিধানে তারও কোনো প্রভিশন নেই। ৬ আগস্ট নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয়। কে তাকে নিয়োগ দিলেন? সংবিধান মোতাবেক তো প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে তার নিয়োগ পাওয়ার কথা। সংবিধান এবং ইন্টারিম সরকার ও পরবর্তী ১৮ মাস এবং নির্বাচন নিয়েও অনেক প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৪. এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আছে। সংবিধানের ১০৬ ধারার অধীনে সুপ্রিমকোর্টের যে পরামর্শ (Doctrine of Necessity) আনা হয়েছিল বলে বলা হচ্ছে, সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। রেকর্ড থেকে বলা হচ্ছে যে, তখন নাকি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি ইনায়েতুর রহমানসহ কয়েকশ ভিআইপি নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যাই হোক, ইন্টারিম সরকার নিয়োজিত ঐকমত্য কমিশনও সংবিধানে নেই। ওই কমিশন ৯ মাস ধরে ম্যারাথন সেশনের পর যে জুলাই সনদ প্রণয়ন করে, সেই সনদের বাস্তবায়নের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি বিশেষ অর্ডারের অধীনে নির্বাচন *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

প্রবাসে বাংলাদেশিদের সংগ্রাম

আশরাফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক অভিবাসন বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতি বছর লাখ লাখ বাংলাদেশি উন্নত কর্মসংস্থান, উচ্চ আয় এবং উন্নত জীবনযাত্রার আশায় বিদেশে পাড়ি জমান। তবে প্রবাস জীবনের শুরুটা সাধারণত সহজ নয়; ভাষাগত সমস্যা, আর্থিক ঋণ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং কর্মক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। International Organiæation for Migration-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি অভিবাসী বসবাস বা কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশি অভিবাসনের প্রধান গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা। বিশেষভাবে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইতালি এবং টহরঃবফ করহমফড়স বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে পরিচিত। অভিবাসন অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটালেও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা সামাজিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জ। এই গবেষণায় প্রবাসে বাংলাদেশি অভিবাসীদের সেই অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশি অভিবাসনের কারণ : বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসনের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেকেই বিদেশে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। World Bank-এর মতে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অভিবাসনের প্রধান কারণগুলো হলো- উচ্চ আয়ের সুযোগ, দেশের ভেতরে বেকারত্ব বা আংশিক কর্মসংস্থান, উন্নত জীবনযাত্রার আকাক্সক্ষা, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে শ্রমিকের চাহিদা, সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আত্মীয়স্বজনের প্রভাব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবারের একজন সদস্য বিদেশে যাওয়ার পর অন্য সদস্যরাও একই গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রবাস জীবনের প্রাথমিক সংগ্রাম : বিদেশে যাওয়ার পর প্রথম যে সমস্যাটি অনেক বাংলাদেশি অভিবাসীকে মোকাবিলা করতে হয় তা হলো ভাষাগত বাধা। স্থানীয় ভাষা না জানার কারণে তারা অনেক সময় কাজের পরিবেশ বুঝতে বা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমস্যায় পড়েন।

বিদেশে যাওয়ার জন্য অনেক সময় বড় অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। অনেক *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

জাপান জেগে উঠেছে

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার আনবিক বোমায় হতবাক এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জাপান সম্প্রতি জেগে উঠেছে। বিভিন্ন কারণে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বদ্ধপরিকর হয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সামরিক প্রযুক্তি নির্মাণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাইছে। চীন ভীতি, যুক্তরাষ্ট্রের দোদুল্যমান অবস্থান-এ দুটি বাস্তবতা মেনে নিয়ে জাপান নিজেকে প্রস্তুত করছে যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে। এ উদ্দেশ্যের সাথে চিরাচরিত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি যোগ হয়ে জাপান সামরিক প্রযুক্তি শিল্প পুনরুদ্ধার এবং আধুনিকায়ন করার কাজে নেমে গেছে ।প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েই সানাই চাকাসি ঘোষণা করেছিলেন যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন জাপানকে তিনি সামরিক স্বয়ংম্ভরতার পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবেন। লক্ষণ এমনই দেখা যাচ্ছে। মূলত, বিপদে আমেরিকা কি প্রতিশ্রুতি মত কাছে দাঁড়াবে- এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই এমন প্রস্তুতি। কুশলী প্রধানমন্ত্রী দক্ষতার সাথে জাপানের ক্ষমতাসীন দলকে পাশে টেনে এনেছেন। ট্রাম্পকে ও বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে নেহাতই ব ্যবসায়িক, অর্থনৈতিক কারণেই এ প্রস্তুতি। তবে, বাস্তবতা ভিন্ন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইদানীংকালে মিত্রদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সিকিউরিটি প্রদানের অঙ্গীকারে বিপত্তি, অনীহা অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করেছে ।ইরানের সাথে যুদ্ধ, ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার অঙ্গীকার থেকে সরে আসা, পুতিন প্রীতি ইতে ্যাকার উদাহরণ মিত্রদের বিচলিত করছে সন্দেহাতীতভাবে। ন্যাটো ছেড়ে আসার হুমকিও বড়ো ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূলত রাশিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়ার সামরিক প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রশ্নে আগ্রাসী মনোভাব জাপানকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। তাইওয়ানের বিরুদ্ধে চীনের অসহিষ্ণুতায় জাপান দারুণ নাখোশ। হুমকি দিয়েছে, তাইওয়ান আক্রান্ত হলে জাপান বসে থাকবে না। সব মিলিয়ে জাপান নিজেকে যেকোন যুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত রাখতে চায়। তাই, জাপানের ক্ষমতাসীন দল দেশটির সামরিক শিল্প কারখানাগুলো ত্বরিত গতিতে শক্তিশালী করে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনশীল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত নির্লিপ্ত, নিশ্চুপ জাপান চলতি বছরে সামরিক খাতে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। অত ্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি, বিশেষত সাবমেরিন এবং ফাইটার জেট নির্মাণে হাত দিয়েছে। দেশটির প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে খ ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান তোশিবা এবং মিৎসুবিসি ইলেক্ট্রনিক্স পুরোদমে কর্মচারী নিয়োগ করছে। একই সাথে বিদেশের, বিশেষত ফিলিপাইন, পোল্যান্ড এবং এশিয়ান বেশ কিছু দেশের সাথে বিক্রয় চুক্তিও করছে । দেশের প্রতিরক্ষা প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করে লাভবান হওয়ার এ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে এ উদ্যোগ পরিশ্রমী জাপানী শ্রমশক্তি সফলতার মুখ দেখবে নিঃসন্দেহে। বিভিন্ন জোটের দেশগুলোতে জাপানের সমরাস্ত্রের চাহিদা থাকবে বলেও মনে হয়।

উল্লেখ্ করা যেতে পারে যে বিশ্বের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য চ ্যালে্ন্জের মুখে পড়তে পারে। এতদিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের যুদ্ধাস্ত্রের ৯০ শতাংশ, অষ্ট্রেলিয়ার ৮৫ শতাংশ এবং সৌদি আরবের ৭১ শতাংশের যোগান দিয়ে আসছিলো। জাপান যুদ্ধ সরঞ্জামাদি অধুনিকীকরণ, যুগোপযোগীকরণ এবং উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন ্য চ ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে ।

(দেখুন, John Geddie, Tim Kelly, Rettled by Trump, US allies eye JapanÕs biggest arms opening since WE2. Reuters, Asia Pacific April 15, 2026.)

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহঃ
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেষ্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সংরক্ষিত আসনের নারীরা যে কারণে ‘অবলা’ থেকে যাবেন

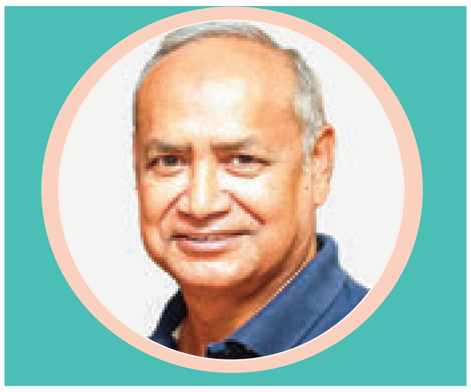

মহিউদ্দিন আহমদ

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আমাদের আছে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও আহাজারি। একই সঙ্গে আছে বিবমিষা। একেক গোষ্ঠীর নিয়ত একেক রকম। এর প্রকাশ দেখি তাদের ভাষণ, বিবৃতি, ঘোষণাপত্র আর কথাবার্তায়। ‘নারী’ নিয়ে নারীরা যত ভাবেন, পুরুষ মনে হয় তার চেয়ে বেশিই ভাবেন। নারী কীভাবে সাজবেন, চলবেন, বলবেন, ভাববেনড়এ চিন্তায় অনেক পুরুষের রাতে ঘুম হয় না। একটা বিষয় অনেক দিন ধরেই আলোচনায় আছেড়সমাজের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে কীভাবে? একদল মনে করে, নারী নেতৃত্ব কাম্য নয়। যাঁরা এই বিশ্বাস নিয়ে আছেন, আমি তাঁদের কথা বলছি না। কারণ, বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক চলে না। যদিও যাঁরা কথায় ও লেখায় নারীর অংশগ্রহণের কথা জোরেশোরে বলেন, তাঁরা এটা আদৌ বিশ্বাস করেন কি না, এ নিয়ে সন্দেহ আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারি।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম। এর কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। রাজনীতির মাঠে যে পরিবেশ, তা নারীবান্ধব নয়। অবশ্য রাজনীতির মাঠ তো সমাজের বাইরে নয়। আমাদের সমাজ নারীকে যে চোখে দেখতে অভ্যস্ত, রাজনীতির অঙ্গনও তার ব্যতিক্রম হবে না। কেউ কেউ তর্ক জুড়ে দিতে পারেন, দুই নারী তো ৪৫ বছর ধরে দেশের দুটি বৃহত্তম দলের নেতৃত্ব দিলেন, সরকারপ্রধান হিসেবে ৩৫ বছর দেশ পরিচালনা করলেন, তাহলে কী করে বলি যে দেশে নারী নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য হয়নি! এটা একটা যুক্তি বটে।

প্রশ্ন হলো, তাঁরা তো দুজন ব্যক্তি। একটা শূন্যতার মধ্যে পারিবারিক উত্তরাধিকারের সূত্রে তাঁরা রাজনীতিতে এসেছিলেন। তারপর তাঁরা নিজ গুণেই নেতা হয়েছিলেন। কিন্তু এটা তো একটা সাধারণ নিয়ম হতে পারে না!

তো রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষ পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব এত বছর টিকে থাকার পরও নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ইতিবাচক হয়েছে? হয়তো কিছুটা হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে উল্টোযাত্রাও দেখছি।

এ সত্ত্বেও আমাদের যে একটি সংবিধান আছে, সেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা বলা আছে। একই সঙ্গে ধর্মীয় আইনের অনেক বিধানও চালু আছে। ফলে একটা ভজকট অবস্থা তৈরি হয়েছে। আমাদের সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণসংক্রান্ত ‘সিডও’ সনদ গ্রহণ করেছে শর্ত সাপেক্ষে। সনদের কয়েকটি ধারা এখনো গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে মূলধারার বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা আছে। তারা সরকারে গিয়ে বিষয়টি উপেক্ষা করেছে।

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ‘রাষ্ট্র সংস্কারের’ লক্ষ্যে রীতিমতো কামান দেগেছিল। কয়েকটি কমিশন গঠন করেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল নারীবিষয়ক কমিশন। এই কমিশন অনেক খেটেখুটে একটি প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিল। এ নিয়ে বিষম হইচই হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল এই প্রতিবেদনের পক্ষে দাঁড়ানোর সৎসাহস দেখাতে পারেনি। ফলে আঁতুড়েই মারা যায় কমিশনের প্রতিবেদন। ইউনূস সরকার ছয়টি কমিশনের সমন্বয়ে যে একটি কমিটি করেছিল, তাতে নারীবিষয়ক কমিশনের জায়গা হয়নি। পুরোটাই ছিল এক নিদারুণ অপচয় ও হতাশা।

এ দেশে তো লোকেরা কথায় কথায় শাহবাগের মোড় অবরোধ করে দাবিদাওয়া জানায়। নারীর বিষয়টি নিয়ে কারও মাথাব্যথা দেখলাম না। কোনো নাগরিক সংগঠন এ নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করেনি।

এবার আসা যাক আমাদের রাজনীতি ও সরকারব্যবস্থার দিকে। আমাদের দেশের আইনসভায় নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন আছে। শুরু থেকেই এটা ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীরা নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতেন। আসনসংখ্যা ছিল ৭। ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়েছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের জারি করা আইনি কাঠামোর (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) ভিত্তিতে। সেখানে জাতীয় পরিষদে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এই ১৫ জনকে ভাগ করে নেবে সাধারণ নির্বাচনে জিতে আসা দলগুলো।

অনেকেই মনে করেন, আমাদের বাহাত্তরের সংবিধান বিশ্বসেরা। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ওই সংবিধানে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। নতুন দেশ। মানুষ গণতন্ত্রের জন্য এবং বৈষম্য দূর করতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক আন্দোলন করেছে। বাহাত্তরের সংবিধানে দেখলাম, সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ভোটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ইয়াহিয়ার আইনি কাঠামোকেই অনুসরণ করা হয়েছে। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা সব কটি নিয়ে নেবে। এ রকম একটি অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাৎপদ ব্যবস্থা রেখে দেওয়া হলো সংবিধানে। এরপর বিভিন্ন সরকার এসে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়িয়েছে। কিন্তু পুরোনো ‘নির্বাচন’ প্রক্রিয়াটিই অক্ষুণ্ন রেখেছে। তবে একটু পরিবর্তন হয়েছে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো তাদের আসনসংখ্যা অনুযায়ী নারীদের কোটা করে নেয়।

আচ্ছা, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দিলে সমস্যা কোথায়? ১৯৫৪ সালে এ ব্যবস্থা থাকতে পারলে ২০২৬ সালে এসে এটা কেন থাকবে না? আমরা ধরে নিই, সংরক্ষিত আসনে নারীরা এ দেশের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাস্তবে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ নির্বাচনে জিতে আসা সদস্যদের, হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া সবাই পুরুষ। ফলে যেটি হয়েছে, সংরক্ষিত নারী আসনের নামে সংসদে চেয়ারের সংখ্যা বেড়েছে। এটা হচ্ছে সংসদের নিতান্তই একটা ‘এক্সটেনশন’। সংরক্ষিত আসনের নারীরা জনপ্রতিনিধি নন।

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টো। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে সংরক্ষিত নারী আসনে ভোট হয়। সেখানে নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবাই তাঁদের ভোট দেন। তাঁদের জন্য থাকে আলাদা ব্যালট পেপার। তাহলে জাতীয় সংসদের বেলায় অন্য রকম ব্যবস্থা কেন? নাকি স্থানীয় পর্যায়ে নারীরা অনেক বেশি স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও পরিপক্ব! আর জাতীয় পর্যায়ে নারীরা নবিশ ও অবলা! আমাদের দেশে তথাকথিত অনেক নারী নেতা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখা অনেক নারীকে দেখেছি, সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য হতে মুখিয়ে থাকেন।

এযাবৎ যত নারী সংরক্ষিত আসনে পুরুষনির্ভর রাজনৈতিক দলের বদান্যতায় সংসদে গেছেন, তাঁদের কয়জন কী অবদান রেখেছেন, সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। অনেক সদস্যকে দেখেছি, তাঁরা ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না। এমনকি স্ক্রিপ্ট দেখেও কথা বলতে পারেন না। অথচ তাঁদের আমরা বেতন-ভাতা দিয়ে পুষি! প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ নির্বাচনে জিতে আসা সদস্যদের গুণমান কি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের চেয়েও বেশি?

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে নারীর জন্য বরাদ্দকৃত ৫০টি আসন শিগগিরই ভাগাভাগি হবে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তফসিল ঘোষণা করেছে। গণমাধ্যমে দেখেছি, একটি বড় দল মনোনয়নপত্র বিক্রি করছে। মনোনয়ন পেতে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। প্রথম দিনেই মনোনয়নপ্রত্যাশীর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাঁদের অনেকেই সাংবাদিকদের বলছেন, তাঁরা নাকি অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, অতএব একটি আসন তাঁদের প্রাপ্য। তাঁদের অভিযোগ, অনেকেই উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছেন। তাঁদের আহাজারি দেখে মনে হয়, একটি এমপির টিকিটেই মিলবে চিরস্থায়ী সুখ! অথচ এই ডামাডোলে যে ভাবনাটি কেউ সামনে আনছেন না, তা হলো নাগরিকদের মুখোমুখি না হয়ে সরাসরি নির্বাচন এড়িয়ে দলীয় নেতার বদান্যতায় সংরক্ষিত নারী আসনে যাঁরা মনোনীত হবেন, তাঁরা রাজনীতির মাঠে থেকে যাবেন ‘অবলা’ হিসেবেই।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

হরমুজ কেন বিশ্বব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে?

অরুণ প্রকাশ

হরমুজ প্রণালি বিশ্ব অর্থনীতি ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর এই জলপথ কার্যত এক ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ হয়ে উঠেছে। ফলে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল এবং এক-চতুর্থাংশ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। তাই এই সংকটকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সত্তরের দশকের পর জ্বালানি বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কা। যদিও ইরানের নৌবাহিনীর বড় অংশ ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি করা হয়, তবু উপকূলীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং সমুদ্রের মাইন এই প্রণালিকে বিপজ্জনক করে রেখেছে। ফলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল অনেকটাই কমে গেছে। বিমা খরচও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে, প্রতি ব্যারেল তেলের জন্য অতিরিক্ত টোল দাবি করছে ইরান।

বিশ্ব বাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে হয়। কিন্তু নিরাপদ চলাচলের কারণে এই বাণিজ্য নির্দিষ্ট কিছু সরু পথের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এই সরু পথগুলোকে বলা হয় ‘চোক পয়েন্ট’ বা সংকীর্ণ প্রবেশপথ। ইতিহাসে দেখা গেছে, এই পথগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারা মানে সমুদ্রশক্তিতে আধিপত্য বিস্তার করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় জিব্রাল্টার, মাল্টা, এডেন, সিঙ্গাপুরড়এইসব জায়গা নিয়ন্ত্রণ করে তারা বৈশ্বিক সমুদ্র বাণিজ্যে আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

বর্তমান সময়েও একই বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কৌশলগত আগ্রহ (যেমন গ্রিনল্যান্ড বা পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা) আসলে এই চোক পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণের চিন্তারই অংশ। কারণ রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই পথগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রপথকে আন্তর্জাতিক সম্পদ হিসেবে দেখার ধারণা বহু পুরোনো। সপ্তদশ শতকে ডাচ আইনবিদ হুগো গ্রোটিয়াস ‘মুক্ত সমুদ্র’ ধারণা দেন, যেখানে সব দেশ সমানভাবে সমুদ্র ব্যবহার করতে পারে।

পরে ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সমুদ্র আইন এই ব্যবস্থাকে আরও নির্দিষ্ট করে, যেখানে উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত জলসীমা নির্ধারণ করা হয়।

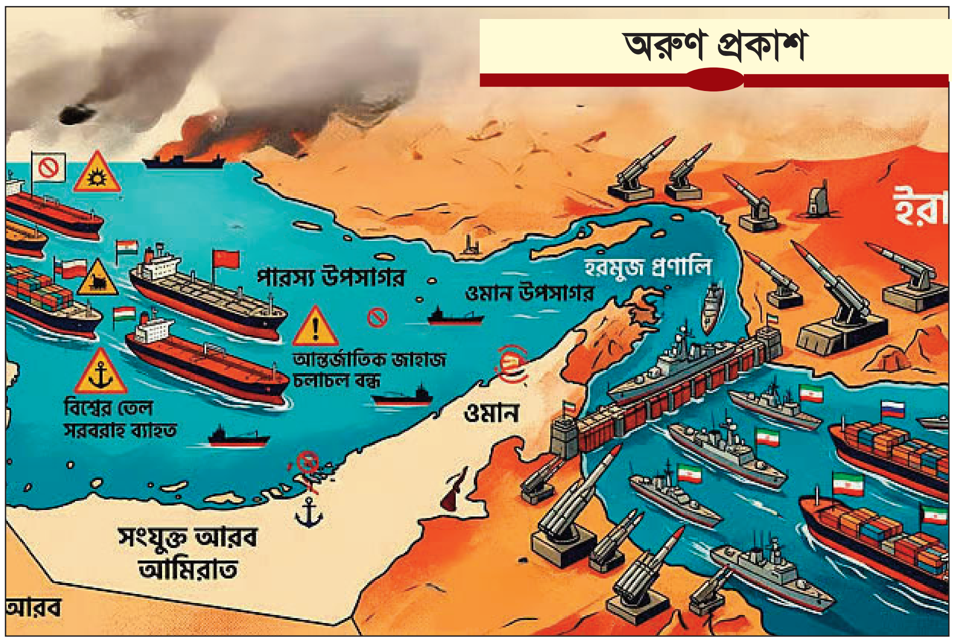

ইতিহাসে দেখা গেছে, এই পথগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারা মানে সমুদ্রশক্তিতে আধিপত্য বিস্তার করা। ছবি: এআই জেনারেটেড

তবে সমস্যা তৈরি হয় এই চোক পয়েন্টগুলো নিয়ে। কারণ এগুলো অনেক সময় এক বা একাধিক দেশের আঞ্চলিক জলের মধ্যেই পড়ে যায়। তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়।

এই সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক আইনে ‘ইনোসেন্ট প্যাসেজ’ এবং ‘ট্রানজিট প্যাসেজ’ নামের দুটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমটি কিছু শর্তসাপেক্ষে জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয়।

দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক প্রণালির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করে। তবে এই নিয়ম প্রয়োগ নিয়েই বহু সময় বিরোধ দেখা দেয়।

হরমুজ প্রণালি সেই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক জলপথ, যা ইরান ও ওমানের আঞ্চলিক জলসীমার মধ্য দিয়ে গেছে। ইরান এই আন্তর্জাতিক চুক্তির কিছু অংশ মানলেও পূর্ণভাবে অনুমোদন দেয়নি।

ফলে সংকটের সময় এই প্রণালিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে চলে যায়। বিশ্ব অর্থনীতির নির্ভরতা এই জলপথের ওপর এতটাই বেশি যে এর যেকোনো বাধা সরাসরি জ্বালানি বাজারকে প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে এটি রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ইরানের বর্তমান দুর্বল অর্থনীতি, সামরিক চাপ এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এই প্রণালি তাদের জন্য শেষ বড় কৌশলগত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

ফলে তারা এই পথকে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে রাজনৈতিক ছাড় আদায়ের চেষ্টা করছে।

ভারতের জন্য এই প্রণালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জ্বালানি আমদানি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে এটি সরাসরি যুক্ত। তাই এই অঞ্চলের যেকোনো অস্থিরতা ভারতের ওপর বড় প্রভাব ফেলে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান নিয়েও আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানড়এই তিন পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ভারতকে সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকাশ্য ভূমিকার চেয়ে নীরব কূটনীতি এখানে বেশি কার্যকর হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেওয়াই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি শুধু একটি জলপথ নয়, এটি বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শক্তির ভারসাম্যের এক জটিল প্রতীক। এখানে সামান্য অস্থিরতাও বিশ্বব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

অরুণ প্রকাশ, ভারতের নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান।

আল্লাহর ওয়াদা সত্য : প্রতারিত হবেন না

জাফর আহমাদ

আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কাজেই রঙিন পৃথিবীর গোলক ধাঁধাঁ যেনো আমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। বিশেষ করে, সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজ ও প্রতারক শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী,অতীব নগন্য ও স্বল্প সময়ের পৃথিবীকে সে মানুষের সামনে রঙীন ঝলোমলো ও আকর্ষনীয় করে ধরে তুলে। ফলে সে মানুষের আখিরাতের সীমাহীন ও বিশাল পৃথিবীকে বরবাদ করে দেয়। সে মানুষকে আল্লাহর ওয়াদাসমূহ ভুলিয়ে দেয়। এই প্রতারক সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,“আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রুই মনে করো। সেতো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়।”(সুরা ফাতির:৬)সুতরাং আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়আল্লাহর ওয়াদার কথা স্বরণ রাখুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনি তাঁর ওয়াদার কখনো ব্যতিক্রম করেন না। আল কুরআনে বার বার তাঁর ওয়াদাকে মানব জাতিকে স্মরণ করিয়েছেন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,“হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য, কাজেই দুনিয়ার জীবন যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।”(সুরা ফাতির:৫)

প্রতিশ্রুতি বলতে আখিরাতের প্রতিশ্রুতির বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কেনা-বেচার চুক্তি। চুক্তিনাম হলো, মহান আল্লাহ আমাদের জান ও মাল আখিরাতে বেহেশত প্রদানের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। এই জানমাল ক্রয় করে তা আমাদের কাছেই আমানত হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এই আমানতকে মালিকের ইচ্ছা-আকাংখা মতো ব্যয় করতে হবে। যদি কখনো এই চুক্তির ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমত খরচ করি, তাহলে তাঁর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং আমানতের খেয়ানত করার অপরাধে জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামই হবে খেয়ানতকারীর উপযুক্ত আবাসস্থল। আল্লাহ তা’আলা বলেন,“প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মওর। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।”(সুর তাওবা:১১১)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মু’মিন। ঈমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভার্ষিক নাম কুফুরী। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির পর মহান আল্লাহ তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করা এবং নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তার পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ আহলাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা থাকাই হচ্ছে চুক্তির মুল উদ্দেশ্য।

ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটাতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভুমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহ ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধিবিধনমুক্ত হয়ে কোন নীতি পদ্ধতি যা ইসলাম সমর্থিত নয় রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে বা সম্বিত ফিরে পারে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপরে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা মুসলিম নামে আখ্যায়িত হোক বা অমুসলিম নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

এ কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছা নয় বরং নিজের ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি কেনা-বেচার চুক্তির সম্পুর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা-বেচার অন্তর্নিহিতবিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য (অর্থাৎ জান্নাত) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনা আপনিই বুঝে আসে। বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে কেবলমাত্র এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং বিক্রেতা পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে। এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একামাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

‘ফুড ডেজার্ট’ ও ‘ফুড সোয়াম্প’র ধারণা না থাকার বিপদ

মাহমুদা মুক্তা

‘ফুড ডেজার্ট’ এবং ‘ফুড সোয়াম্প’ – এই দুটি ধারণার সঙ্গে আমরা হয়তো খুব বেশি পরিচিত নই, কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে এগুলো গভীরভাবে জড়িত। এই দুটি ধারণাই মূলত: অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে, তবে একটির মূল সমস্যা অভাব, অন্যটির সমস্যা প্রাচুর্য।

‘ফুড ডেজার্ট’: ফুড ডেজার্ট বলতে সেইসব এলাকাকে বোঝায়, যেখানে স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার যেমন তাজা ফলমূল, সবজি, মাছ, দুধ, ডিম সহজলভ্য নয় বা দুর্লভ। এর প্রধান কারণগুলো হলো: মানুষের সীমিত ক্রয়ক্ষমতা, অবকাঠামোর অনুন্নয়ন, সুপারশপ বা গ্রোসারি স্টোরের অভাব। ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে প্রক্রিয়াজাত বা কম পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

‘ফুড সোয়াম্প’: ফুড সোয়াম্প এমন একটি এলাকা, যেখানে স্বাস্থ্যকর খাবারের অভাব না থাকলেও অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রাপ্যতা অনেক বেশি। এখানে ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট, স্ট্রিট ফুড এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের আধিক্য দেখা যায়। মানুষ সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য, তুলনামূলক কম দাম (সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), সহজলভ্যতা এবং বেশি স্বাদের কারণে এসব খাবারের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে।

রাজন বণিক ও তার সহকর্মীদের ২০১৯ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার ৬৪% কলেজ পড়ুয়া কিশোর-কিশোরী প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ফাস্ট ফুড খায়।

কেন তৈরি হয় ‘ফুড সোয়াম্প’। কোনো শহর বা এলাকায় ‘ফুড সোয়াম্প’ তৈরি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বাণিজ্যিক স্বার্থ, সহজলভ্যতা, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা,

সচেতনতার অভাব।

এছাড়াও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরকারি নীতিমালার দুর্বল প্রয়োগ বা অপব্যবহারও এর পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্বাস্থ্যগত প্রভাব : বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু স্বাস্থ্যকর খাবারের অভাব নয়, অস্বাস্থ্যকর খাবারের আধিক্যও একটি বড় সমস্যা। এসব খাবারে অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং রিফাইন্ড সুগারের পরিমাণ বেশি থাকে, যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: স্থূলতা (Obesity), টাইপ ২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ।

যুক্তরাজ্যে ৫,০০,০০০ মানুষের ওপর করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় রেডিমেড খাবারের আউটলেটের ঘনত্ব বেশি (প্রতি কিলোমিটারে ১১১ বা তার বেশি), সেখানে বসবাসকারী মানুষের Heart Failure ঝুঁকি ১৬% বেশি (Xue et al., 2024)।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ফুড সোয়াম্প এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে স্থূলতাজনিত ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি ৭৭% বেশি (Bevel et al., 2023, JAMA Oncology)।

Obesity-জনিত ক্যান্সারসমূহ, কোলন ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার, ওভারিয়ান ক্যান্সার।

‘ফুড সোয়াম্প’র কারণে যে স্থূলতা তৈরি হয়, তা থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ (Chronic Inflammation) হয়, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এই প্রদাহ উঘঅ ক্ষতিও বাড়াতে পারে এবং বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করে।

এছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় অস্বাস্থ্যকর খাবারের দোকান বেশি, সেখানে ডায়াবেটিস রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হারও অনেক বেশি।

কেন এটি একটি পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা : ‘ফুড সোয়াম্প’ কোনো ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়; এটি একটি পরিবেশগত সমস্যা। এটি একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। যখন কোনো এলাকায় অস্বাস্থ্যকর খাবারের আধিক্য থাকে, তখন মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি রোগের হার বেড়ে যায়।

প্রতিকার : এই সমস্যার সমাধানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

১. ব্যক্তি পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে; ২. পারিবারিকভাবে স্বাস্থ্যকর খাবারের চর্চা গড়ে তুলতে হবে; ৩. সামাজিকভাবে অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; ৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বাস্থ্যকর (রেডিমেড) খাবারের আউটলেট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সঠিক নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

সবশেষে বলতে চাই সুস্থতাই সুখের মূল। একটি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জাতিই পারে একটি সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে। তাই আমাদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে স্বাস্থ্যকর খাবারই হবে সবচেয়ে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং পুষ্টির প্রধান উৎস।

লেখক : সাবেক পুষ্টিবিদ, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির জনস্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা।

কার্তিকের নবান্নের দেশে

মাসুদ রানা

কার্তিক মাস এলেই বাংলার গ্রামবাংলার চেহারা যেন এক অন্যরকম রূপে সেজে ওঠে। চারপাশে তখন সোনালি ধানের ঢেউ, বাতাসে নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধ, আর কৃষকের মুখে ফুটে ওঠে প্রশান্তির হাসি। এই সময়টাকেই বলা হয় নবান্নের সময় নতুন অন্নের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে কার্তিক। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেও কোথাও কোথাও যুদ্ধের ধোঁয়া, গোলা-বারুদের গন্ধ আর মানুষের কান্না মিশে থাকে, যেন আনন্দ আর বেদনার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। গ্রামবাংলার মাঠে যখন চোখ রাখা যায়, তখন দেখা যায় অসীম বিস্তৃত সবুজ-হলুদের মেলা। চৈত্রের খরায় পুড়ে যাওয়া জমিগুলো যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। ধানের শীষগুলো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন কৃষকের পরিশ্রমকে সম্মান জানাচ্ছে। সেই ধানের রং ধীরে ধীরে সোনালি হয়ে ওঠে, আর তখনই কৃষকের হৃদয়ে জন্ম নেয় এক নতুন আশা। সারা বছরের কষ্ট, ঘাম, আর সংগ্রামের ফল যেন এই কয়েকটা দিনের মধ্যেই ধরা দেয়। একজন কৃষকের জীবন সহজ নয়। বছরের পর বছর তারা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে। কখনো বন্যা, কখনো খরা, কখনো ঝড়ড়সবকিছু সহ্য করেই তারা মাঠে কাজ করে যায়। চৈত্র মাসে যখন খরায় জমি ফেটে যায়, তখন কৃষকের চোখে পানি আসে। কিন্তু তবুও সে আশা ছাড়ে না। সে জানে, একদিন তার জমি আবার সবুজে ভরে উঠবে, ধান দুলবে, আর সে তার ঘরে নতুন ফসল তুলবে। কার্তিক মাসের শুরুতেই সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। ধান কাটা শুরু হয়। ভোরের কুয়াশা ভেদ করে কৃষকরা কাস্তে হাতে মাঠে নামে। একসাথে অনেক কৃষক কাজ করে, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে তারা ধান কাটে। তাদের সেই হাসির শব্দ যেন চারপাশের প্রকৃতিকেও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। ধান কাটা শেষে যখন সেই ধান গোলায় তোলা হয়, তখন কৃষকের মুখে যে তৃপ্তির হাসি দেখা যায়, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। নবান্ন শুধু একটি ফসল তোলার উৎসব নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক উৎসবও। নতুন ধান ঘরে তোলার পর শুরু হয় নানা আয়োজন। বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয় পিঠা-পায়েস। নতুন চালের গন্ধে পুরো বাড়ি ভরে যায়। মায়ের হাতের পিঠা, দাদীর বানানো পায়েসড়এসব যেন এক বিশেষ আনন্দ নিয়ে আসে। পরিবারের সবাই একসাথে বসে খায়, হাসে, গল্প করে, এই মুহূর্তগুলোই জীবনের আসল আনন্দ।

এই সময় গ্রামে গ্রামে দেখা যায় নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। মুসলমানদের ঘরে হয় মিলাদ মাহফিল, যেখানে

নতুন ধানের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে হিন্দুদের ঘরে হয় লক্ষ্মী পূজা, যেখানে ধন-সম্পদের দেবীর কাছে আশীর্বাদ চাওয়া হয়। ধর্ম ভিন্ন হলেও আনন্দের রং কিন্তু একইড়সবাই চায় সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি। কার্তিকের নবান্নের সাথে জড়িয়ে আছে আরেকটি সুন্দর প্রথা, মেয়েদের বাপের বাড়ি ফিরে আসা, যাকে অনেক জায়গায় ‘নাইয়র’ বলা হয়। এই সময় মেয়েরা তাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসে। পরিবারের সবাই মিলে আনন্দ করে, নতুন ধানের খাবার খায়। মায়ের সাথে মেয়ের সেই মিলন, ভাই-বোনের হাসি - সব মিলিয়ে এই সময়টা হয়ে ওঠে খুবই আবেগঘন।

কিন্তু এই সব আনন্দের মাঝেও কখনো কখনো বাস্তবতার কঠিন চিত্র সামনে আসে। যখন কোথাও যুদ্ধ হয়, যখন আকাশে কালো ধোঁয়া উড়ে, যখন মানুষের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরে ওঠেড়তখন এই নবান্নের আনন্দ যেন কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। তবুও কৃষক থেমে থাকে না। সে জানে, তার কাজই তার জীবন। সে ফসল ফলায়, কারণ সে জানেড় মানুষকে বাঁচতে হলে খাবার দরকার, আর সেই খাবার আসে তার হাত থেকেই।

এই কারণেই কৃষককে বলা হয় দেশের মেরুদণ্ড। তার কষ্টের ফসলেই আমাদের জীবন চলে। নবান্নের সময় আমরা শুধু আনন্দ করি না, আমরা কৃষকের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি। কারণ তার ঘামের বিনিময়ে আমরা পাই ভাতের থালা। গ্রামবাংলার নবান্ন উৎসবের আরেকটি বড় দিক হলো সামাজিক বন্ধন। এই সময় সবাই একে অপরের বাড়িতে যায়, খাবার ভাগাভাগি করে, আনন্দ ভাগ করে নেয়। কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকলে সেটাও ভাগ করে নেয়। এই একতাই গ্রামের আসল শক্তি। শহরের ব্যস্ত জীবনে এই ধরনের সম্পর্ক খুব একটা দেখা যায় না, কিন্তু গ্রামে এটি এখনো জীবন্ত।

প্রকৃতিও যেন এই সময় নতুন করে সাজে। আকাশ থাকে নীল, বাতাসে থাকে শীতের আগমনী বার্তা। পাখিরা উড়ে বেড়ায়, নদীর জল শান্ত থাকে। সব মিলিয়ে এক স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি হয়। এই পরিবেশেই মানুষ খুঁজে পায় জীবনের আসল সৌন্দর্য। নবান্ন আমাদের শেখায় কৃতজ্ঞতা, পরিশ্রম আর ভাগাভাগির শিক্ষা। এটি শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি আমাদের শিকড়ের সাথে আমাদের যুক্ত করে রাখে। শহরের আধুনিক জীবনে আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই, কিন্তু নবান্ন আমাদের মনে করিয়ে দেয়ড়আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমাদের মূল কোথায়।

কার্তিকের এই নবান্নের দেশে, যেখানে একদিকে যুদ্ধের ধোঁয়া, অন্যদিকে সোনালি ধানের হাসিড়সেখানে জীবন তার নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলে। মানুষ কাঁদে, আবার হাসেও। দুঃখ আসে, কিন্তু আনন্দও ফিরে আসে। আর এই সবকিছুর মাঝেই কৃষক তার কাস্তে হাতে মাঠে নামে, নতুন ফসল ঘরে তোলে, আর জীবনকে নতুন করে সাজায়। কার্তিকের নবান্ন শুধু কৃষকের নয়, এটি পুরো জাতির উৎসব। এটি আমাদের জীবনের, আমাদের সংস্কৃতির, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। এই নবান্নের দেশে, যেখানে ধানের শীষ দুলে ওঠে, সেখানে মানুষের হৃদয়ও দুলে ওঠে আনন্দেড়একটি নতুন দিনের, নতুন আশার প্রত্যাশায়।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থেকে দূরে থাকলেই ফিরবে মানসিক প্রশান্তি, বাড়বে মনোযোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : অতিরিক্ত স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে মানুষের মনোযোগ কমে যাওয়া, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটা এখন বৈশ্বিক উদ্বেগের কারণ। তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় আশার আলো দেখা গেছে।

গবেষকরা দাবি করছেন, ডিজিটাল আসক্তির এই ক্ষতিগুলো স্থায়ী নয়; বরং স্মার্টফোনের মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলে মাত্র দুই সপ্তাহেই হারানো মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোযোগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

পিএনএএস নেক্সাস (PNAS Nexus) জার্নালে প্রকাশিত একটি বড় গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ৪০০ জনের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর দুই সপ্তাহব্যাপী একটি পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। অংশগ্রহণকারীরা ‘ফ্রিডম’ নামক একটি অ্যাপ ব্যবহার করে তাদের ফোনে ব্রাউজিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ রেখেছিলেন, যদিও কল বা মেসেজ করার সুবিধা চালু ছিল। এতে দেখা গেছে, তাদের প্রতিদিনের গড় স্ক্রিন টাইম পাঁচ ঘণ্টা থেকে কমে তিন ঘণ্টার নিচে নেমে আসে। গবেষণার শেষে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা এবং সামগ্রিক সুস্থতায় অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। গবেষকদের মতে, এই উন্নতির মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যা প্রায় এক দশকের বয়সজনিত মানসিক অবনতিকে পেছনে ফেরানোর সমান।

গবেষণায় আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। ডিজিটাল জগৎ থেকে এই সাময়িক দূরত্ব হতাশা কমানোর ক্ষেত্রে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধের চেয়েও বেশি কার্যকর এবং কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপির সমতুল্য ফল দিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সম্পূর্ণ প্রযুক্তি ত্যাগ করতে হয়নি, তারা শুধু মোবাইল ইন্টারনেট থেকে দূরে থেকে এই সুফল পেয়েছেন।

গবেষকরা বলছেন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের চেয়ে স্মার্টফোনই মানুষের মনোযোগের মূল শত্রু। কারণ এটি সবসময় হাতের কাছে থাকে এবং খাওয়া, আড্ডা বা সিনেমা দেখার মতো ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোতেও বারংবার মনোযোগ বিঘ্নিত করে।

এই গবেষণার ফলাফল এমন এক সময়ে সামনে এল যখন প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি জুরি বোর্ড মেটা ও ইউটিউবকে আসক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম ডিজাইনের জন্য দায়ী করে এক তরুণকে ৬ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’ এবং ‘জামা নেটওয়ার্ক ওপেন’ (JAMA Network Open) এর মতো প্রকাশনাগুলোও সমর্থন করেছে যে, মাত্র এক সপ্তাহ স্মার্টফোন ব্যবহার কমালেই উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং অনিদ্রার মতো জটিলতাগুলো উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কমানোর মতো ছোট পরিবর্তনও দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মূলত ডিজিটাল ডিটক্সের মাধ্যমে এই আসক্তির চক্র ভেঙে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মান বাড়ানো সম্ভব।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এক বৈশাখের গল্প

শাহানাজ শিউলী

বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ এক পড়ন্ত বিকেল। শুষ্ক আকাশ, নেই মেঘের কোনো ভেলা। চারদিকে ধূসর বালুকণা আর তপ্ত হাওয়া। ছোট্ট একটি সবুজ ও মায়ায় ঘেরা গ্রাম। তার দুকূল বেয়ে একসময় কুলকুল করে বয়ে চলত বুড়িগঙ্গা নদী; এখন সেখানে তাকালে চারদিকে কেবল খাঁ খাঁ রোদ্দুর। যে গ্রামটি ছিল মমতার আঁচল বিছানো ছবির মতো, যেখানে দুচোখে জড়ানো থাকত কিশোর-কিশোরীদের শুভ্র স্বপ্নের জালড় সেখানেই তানিয়ার বেড়ে ওঠা।

তানিয়ার দিন কাটত এক আনন্দমুখর পরিবেশে। মায়ের আদর আর বাবার স্নেহের মায়ার বাঁধনে তার মন সদা প্রফুল্ল থাকত। তানিয়া কখনো বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া দেখেনি। তার কিশোরী মনের ক্যানভাসে বাবা-মায়ের এই মধুর সম্পর্ককে সে রঙের তুলিতে ফুটিয়ে তুলত। একটি সুখী পরিবারের দৃশ্য এঁকে সে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখত আর নিচে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখতড় "ডব ধৎব ধ যধঢ়ঢ়ু ভধসরষু. ও ধস ংড় ঢ়ৎড়ঁফ ড়ভ সু গড়স ধহফ উধফফু."

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তানিয়া খুব মেধাবী এবং চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী। বড় হয়ে সে একজন চিত্রশিল্পী হতে চায়। মনের মাধুরী মিশিয়ে সে প্রায়ই ছবি আঁকতড়একপাশে বাবা, অন্যপাশে মা এবং মাঝখানে দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট তানিয়া। বাবা-মা খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, "তুই একদিন অনেক বড় শিল্পী হবি মা।" তানিয়ার বয়স তখন বারো। তাদের সুখের সংসারে হঠাৎ এক কালবৈশাখীর ঝাপটা এসে সবকিছু তছনছ করে দিল।

তানিয়ার চারপাশটা যেন দিনে দিনে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। জানালার পাশে বসে সে এখন শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ভোরের শিশিরের মতো তার চোখের পাতা বেদনায় ভিজে ওঠে। মনে কোনো হাসি নেই, চোখে কেবলই হাহাকার। কিছুদিন আগেও তো সবকিছু ঠিকঠাক ছিল! এই তো সেদিনের কথাড়বাবা অফিস থেকে না আসা পর্যন্ত মা দানা-পানি মুখে কাটতেন না। বাবা ফিরলে মা হাসিমুখে সব গুছিয়ে দিতেন; তারপর দুজন একসাথে খেতে বসতেন। কত হাসাহাসি, কত গল্প! প্রতিদিন তানিয়ার জন্য কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসতেন বাবা। তানিয়া আহ্লাদে বাবার কপালে চুমু দিয়ে দৌড় দিত। এ ছিল এক স্বর্গীয় সুখের অনুভূতি।

অথচ আজ আর কেউ তানিয়াকে ওভাবে খেয়াল করে না। মায়ের চোখেমুখে এখন বিষণ্ণতার কালো মেঘ। কী সেই অসুখ যা তানিয়ার সাজানো সংসারকে কুরে কুরে খাচ্ছে? কেন বাবা-মায়ের দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে? তানিয়া ভাবতে থাকে, তাকে জানতেই হবে কী ঘটেছে।

এক রাতে বাবা-মায়ের উচ্চকণ্ঠের তর্কে তানিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল, কিন্তু মায়ের গোঙানি শুনে স্থির থাকতে পারল না। দরজার আড়াল থেকে দেখলড়তার বাবা মায়ের গলা চেপে ধরেছেন। তানিয়া নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এই কি তার সেই প্রিয় বাবা? বাবার চিৎকার করে বলা একটি কথা তানিয়ার কানে তীরের মতো বিঁধলড় "হ্যাঁ, আমি ওকে (সোহানাকে) আনবই। বিয়ে যখন করেছি, সংসার করার জন্যই করেছি। তোমার ইচ্ছা না হলে তুমি চলে যেতে পারো।" মা শুধু বললেন, "যেতাম, শুধু মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যেতে পারিনি।" বাবা তাচ্ছিল্য করে উত্তর দিলেন, "তবে নিজেই মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ে দেখাও না, আমাকে কেন দরকার?"

তানিয়ার পায়ের নিচের মাটি যেন সরে গেল। সে জানতে পারল তার বাবা সহকর্মী সোহানাকে বিয়ে করেছেন। সারা পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে এল। সেই রাত থেকে তানিয়ার বুকের ভেতর কষ্টের পাহাড় জমতে শুরু করল। সে বাবাকে আর ক্ষমা করতে পারল না। তার মনে হলো, মা এতদিন শুধু তার জন্যই সুখের অভিনয় করে গেছেন। মা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কেন এই অসম্মান সহ্য করবেন? তানিয়া সিদ্ধান্ত নিল সে মাকে বোঝাবে।

পরের দিন ভোরেই তানিয়াকে নিয়ে মা নানাবাড়ি চলে গেলেন। এখন মা-ই তানিয়ার একমাত্র আশ্রয়। বাবা আলাদা থাকতে লাগলেন নতুন স্ত্রীর সাথে। মাঝে মাঝে বাবা ফোন দিতেন, কিন্তু তানিয়া ধরত না। ঘৃণায় সে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। পড়াশোনা, স্কুলড়সবকিছু থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

সামনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। তানিয়া কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সেখানে অংশ নিল। সবাই যখন নদী, পাহাড় বা সুখী পরিবারের ছবি আঁকছিল, তানিয়া তখন আঁকল অন্য কিছু। আর্ট পেপারের একপাশে বাবা, মাঝখানে একটি প্রমত্তা নদী যার ঢেউয়ে কূল ভেঙে যাচ্ছে, আর অন্য প্রান্তে মা। অনেক দূরে একটি বিধ্বস্ত মেয়ের ছবিড়যার চোখে পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি হাজারো প্রশ্ন। বিচারকমণ্ডলী সেই বিষণ্ণ ছবি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তানিয়া প্রথম স্থান অধিকার করল, কিন্তু তার মনে কোনো আনন্দ ছিল না।

দিন কাটতে থাকে। তিন বছর পার হয়ে যায়। এদিকে তানিয়ার বাবা ধীরে ধীরে নিজের ভুল বুঝতে শুরু করেন। সোহানার সাথে তার প্রায়ই ঝগড়া হতো, সম্পর্কের সেই গভীরতা তিনি আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অনুশোচনায় তার মন দগ্ধ হতে লাগল। তানিয়ার সেই নিষ্পাপ মুখটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। অবশেষে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি তানিয়ার নানাবাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তানিয়া তখন স্কুল থেকে ফিরছিল। বাড়িতে বাবাকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। তানিয়ার বাবা হাতজোড় করে তার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন, "তুমি আমাকে ক্ষমা করো। চলো, আমরা আগের মতো আবার সংসার করি।" তানিয়ার মা কোনো কথা না বলে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

তানিয়ার বাবা ঘরের টেবিলে একটি ডায়েরি দেখতে পেলেন। পাতা উল্টাতেই এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। সেখানে একটি জলরঙের ছবিড়বৈশাখের ঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মলিন ধ্বংসস্তূপ। আর নদীর বুকে একটি ডিঙি নৌকায় একাকী বসে আছে এক কিশোরী। ছবির নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল:

"মা-বাবার সম্পর্ক ভাঙলে সবচেয়ে বেশি ভাঙে সন্তানের মন। কারণ বাবা-মা-ই সন্তানের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জায়গা। তারা যখন বিচ্ছিন্ন হয়, সন্তান তখন জলে ভাসা পদ্মের মতো নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। পৃথিবীটা তখন এক অমাবস্যার আঁধার।"

পড়তে পড়তে তানিয়ার বাবার চোখ ভিজে এল। তিনি বুঝতে পারলেন তার একটি ভুল তানিয়ার শৈশবকে কতটা ক্ষতবিক্ষত করেছে। তিনি তানিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করিস মা। আমার মতো কোনো বাবা যেন এমন ভুল আর না করে।" বৈশাখী ঝড় সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেলেও, আজ যেন এক নতুন জীবনের বার্তা দিয়ে গেল।

নববর্ষ এলো দ্বারে

নার্গিস আক্তার

ঘুরেফিরে আসে নববর্ষ নতুন আশা নতুন দিনের,
সবাই ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে ফুল ছিঁড়ে গাঁথবে মালা।
পুরনো দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা বিদায় দিয়ে
নতুনের জয়গান নতুনের আশায়।
ফুলে ফুলে ভরে উঠুক নববর্ষের নব স্বপ্ন।
পুরানো স্মৃতি ব্যথা ফেলে নতুনের জয়গানে ভরে উঠুক
প্রতি মানুষের হৃদয় মন্দির।
নববর্ষের আগমনে চেয়ে থাকে ভালোবাসার আপনজন।
নতুনের বাজনা বাজুক সুরে সুরে সুর মিলিয়ে।
ধুয়ে- মুছে যাক পুরাতন বছর।
নতুন স্বপ্নে জেগে উঠুক ভালোবাসার ফুলকলি।
নতুন বছরের আগমনে নতুন স্বপ্নে জাল বুনি
পুরাতনকে বিদায় করি।

নিষিদ্ধ প্রেম

মোঃ রহমত আলী

তাহলে ধরে নেব প্রেমটাই নিষিদ্ধ,
শুদ্ধভাবে উচ্চারণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ;
বড়ো নিঠুর, হায় সুদূর, তাও প্রেম-মধুর,
লক্ষ্যহীন অলক্ষ্যে বসতি প্রাণের বক্ষে!
প্রেমে আছে দ্রোহ, আছে বিদ্রোহ,
আছে উন্মাদনা, পাগলপারা পাগলামী,
প্রেম নিষিদ্ধ, পরিশুদ্ধ, আনমনা চিরযৌবনা,
প্রেম মানে না শাসনড়মানে না বারণ।
মায়াজালে আটকে ভালোবাসা মরে,
সুন্দর অসুন্দর অবহেলে প্রেমে মজে;
প্রেমও পিপাসায় আহা পরাণ কাতর,
আজও খুঁজে মরে মন পরশ পাথর!
তাও কী ধরে নেব মায়াময় প্রেমটাও নিষিদ্ধ;
শত জনমের ব্যর্থ সাধনা, অপূর্ণ হায় বাসনা!
কভু পরাজয়, কভু হয় নিষিদ্ধ প্রেম মহাজয়,
প্রেম মায়াবী কালো-রাত, না-হয় শুভ-সকাল।।

সুফি গান

নজরুল ইসলাম

মানব জীবন কেমন জীবন, চলে গেলে বুঝবে তখন,
কি করলে বাঁচবে তুমি ভাব একবার মন।
এমন জীবন গড় তুমি, এমন জীবন গড় তুমি,
ভোলা মন - মন ওরে আমার,
তুমি গেলে হাসবে তুমি, কাঁদবে এ জগৎ।।
ভবিষ্যতের ভাবনায় তুমি ব্যস্ত সারাদিনময়,
আসল কথা না ভেবেই ভাবছ মিছে এই জগৎ,
ভোলা মন, মন ওরে আমার,
যেতে হবে নিশ্চয়ই জেনে, করলে না তার বন্দোবস্ত।।
এই দেহ এক মাটির ঘর, ক্ষণিকেরই এই আসর,
আজ আছো, কাল নেই তুমিড়এই তো জীবনের খবর।
ভোলা মন, মন ওরে আমার,
রবের প্রেমে ডুবে গেলে তবেই পাবে মুক্তির দ্বার।।
মায়ার জালে বেঁধে গিয়ে ভুলে গেছো সত্য পথ,
নাম না নিলে প্রিয়তমের বৃথাই যাবে এই জীবন রথ।
ভোলা মন মন ওরে আমার,
নিজেকে চিন, প্রভুকে খুঁজড়এই তো জীবনের আসল স্বর।।

অদৃশ্য বেদনার মানচিত্র

জাকির সেতু

কলম বেয়ে দুঃখগুলো নেমে আসতে লাগল
টাটকা বিবর্ণ ক্ষত ভরা দুঃখ
মানুষের মতো ঘাসের মতো সমুদ্রের ফেনার মতো
তরল গরল সরল কঠিন সব
কলমের ডগায় যেখানে প্রজাপতি বসেছিল
বিবর্ণ দুপুরে নেচেছিল ফুলেরা
কলমের ডগায় বিষন্নতা বাসা বাধলো
তারপর কলম হারিয়ে ফেললো
আটলান্টিক এর মত বিশালতা
আন্টার্টিকার মত নিস্তব্ধতা
আর কাকের মত প্রিয়জনের শোক।
এখন কলমের ডগায় ভ্রমর আসে না।

নতুন দিনের আলো

শাকেরা বেগম শিমু

নতুন আলোয় যাকনা কেটে
সকল আঁধার ঘোর,
অন্ধকারকে হটিয়ে খোলো
আলোর নতুন দ্বোর।
সবার ঘরে বৃষ্টি নামুক
স্বপ্ন-আশা-শান্তি,
নতুন আলোয় দূর হয়ে যাক
মতোর যতো ক্লান্তি।
নতুর দিনের নতুন আলো
খোলো নতুন দ্বোর,
আঁধার নিশি কেটে গিয়ে
আসুক নতুন ভোর।

অনুভবের পদাবলি

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

জীবন যেন এক অদৃশ্য নদী
নিজেই ভাঙে, নিজেই গড়ে তীর,
সময়ের বুকে ভেসে থাকা কণা
অস্তিত্বের নীরব অধীর।
প্রতিটি স্বপ্ন যেন বেনামি নক্ষত্র
দূরত্বেই যার দীপ্তি টিকে থাকে,
স্পর্শের আগে হারিয়ে যায় আলো
তবু অন্ধকারে পথ দেখাতে থাকে।
ভালোবাসা এক অদৃশ্য আগুন
জ্বলে উঠে আড়ালে নিঃশেষে,
উষ্ণতা দেয়, আবার পোড়ায়
অস্তিত্বকে মেলে ধরে নতুন বেশে।
জীবন এক অসমাপ্ত কবিতা
প্রতিটি লাইন অনুবাদহীন অনুভব,
শেষের আগে শেষ নেই কোনো
বিরামচিহ্নে লুকিয়ে রয় নব নব রব।

জোনাকির আলো আর ইলেকট্রিক আলো

সাঈদুর রহমান লিটন

জোনাকিরা আলো দেয় আঁধারে
দূর থেকে দেখি আলোর ঝলকানি
সে আলোয় কে দেখেছে পথ?
সে আলোর কদর বেশি
আলোর গল্প হয়, সাহিত্য হয়
পদ্য হয়, মুখে আওড়ায় অনেক।
ইলেকট্রিক আলো নিরন্তর জ্বলতে থাকে
সকলের চোখের আলো,
প্রয়োজনের চাবিকাঠি
নিভে গেলে পুরো পৃথিবী আঁধার
যে আলোয় গল্প লেখে, কবিতা লেখে
সে আলো পড়ে থাকে অন্তরালে
দু'লাইন কবিতা দেখিনা কারো।
চাঁদের আলোয় ম্লান হয়ে যায়
ইলেকট্রিক আলোয় হারিয়ে যায়
জোনাকিরা পলায়ন করে আড়ালে।
তার আলোর প্রশংসা শুনি কানে
নিরন্তর থেকে যায় মুখে মুখে।

রোহিঙ্গাদের সমুদ্রযাত্রায় ২০২৫ ছিল সবচেয়ে প্রাণঘাতী : ইউএনএইচসিআর

বাংলাদেশ ডেস্ক : আন্দামান সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ২০২৫ সালে প্রায় ৯০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী নিখোঁজ বা নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্যমতে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রযাত্রার ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে প্রাণঘাতী বছর। গত বছর সাড়ে ৬ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে প্রতি সাতজনে একজন মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। সারা বিশ্বে শরণার্থীদের সমুদ্রযাত্রার যতগুলো পথ আছে, তার মধ্যে এই পথেই মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া রোহিঙ্গাদের অর্ধেকের বেশিই নারী ও শিশু। ২০২৬ সালেও এই প্রবণতা কমেনি। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ২ হাজার ৮০০-এর বেশি রোহিঙ্গা এই বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রা বেছে নিয়েছেন। সম্প্রতি আন্দামান সাগরে এক ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় এসব তথ্যের ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হয়েছে। গত ২৬ মার্চ বাংলাদেশ থেকে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা সমুদ্রপথে রওনা দেয়। উত্তাল সাগরে নৌকাটি ডুবে গেলে নিখোঁজ হন প্রায় ২৫০ জন। পরে ৯ এপ্রিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছ থেকে মাত্র ৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে ইউএনএইচসিআর। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের সহায়তা দিতেও প্রস্তুত সংস্থাটি। মানব পাচার, নিপীড়ন এবং সমুদ্রে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার রোহিঙ্গা এই পথ বেছে নিচ্ছেন। অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই ও সাগরে চলার অনুপযোগী এসব নৌকা সাধারণত বাংলাদেশের কক্সবাজার কিংবা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

BIPA Presents

Bengali New Year 1433 Celebration

JPAC 153-10 Jamaica Ave

Admission: $10

(Valid for one or both days of the festival)

Tickets available for purchase at the gate

Saturday April 25 @ 6:00

6:00 **Opening**

6:10 **ধূসর বৈশাখ** Children's vocal presentation

7:00 **ঢাক ঢোল ঝাঁঝর বাজে** Recitation

7:40 **Intermission**

8:15 **ফাগুন লেগেছে শাখে শাখে** vocal presentation

10:30 **Closing**

Sunday April 26 @ 6:30

6:30 **Opening**

6:35 **Opening Dance** এসো হে বৈশাখ

6:45 **Love Letter to My People** by Ruponti Wazid

7: 10 **Rumjhum** A Classic Dance Program of BTV

7:20 **Honoring Dance Legend** Laila Hasan

7:40 Intermission

8:15 **Rupali Smriti** - Celluloid Classics in Motion

9:15 Closing

More information

917.674.4746

917.673.1105

347.237.1628

Website

BIPA YouTube

Bangladesh Institute of Performing Arts is made possible by the New York State Council on the Arts with the support of the Office of the Governor and the New York State Legislature.
This event is supported in part by public funds from the New York City department of Cultural Affairs in partnership with the City Council Members

অঙ্গন পার্টি হল
জ্যামাইকায় ৬ হাজার স্কয়ার ফিটের
সুবিশাল পার্টি সেন্টার
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street (CF2)
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি সাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
যোগাযোগ
347-440-2317

শেরপুরে সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধাবৃত্তি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক : গত ১৬ এপ্রিল সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি প্রদান ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা শেরপুর সদরের চরজংগলদী রাহেতুন নেছা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ কামাল হোসেন, সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সহকারী শিক্ষক আজহারুল ইসলাম বকুল, সহকারী শিক্ষক এম, এ জলিল প্রমুখ। স্কুলের সহকারী শিক্ষক আব্দুল কাদিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আব্দুল কাউয়ুম, রেজাউল ইসলাম, মোহাম্মদ রিফাত প্রমুখ । প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামাল হোসেন বলেন,সাংবাদিক আবুল কাশেম লেবু তাঁর মরহুম পিতা সাদেক আলী'র নামে আমাদের স্কুলে যে শিক্ষা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা শুধু আমাদের স্কুলের জন্যই নয় এতদ অঞ্চলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের সমাজে অনেক ধনী মানুষ থাকলেও তাদের সমাজের জন্য ভালো কিছু করার মানসিকতা নেই। কিন্তু সাংবাদিক আবুল কাশেমের দান করার কিংবা সমাজের জন্য ভালো কাজ করার উন্নত মানসিকতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমার স্কুলে সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি পাওয়ার জন্য বছরের শুরুতেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করি। এবার আশ্চর্যজনক ভাবে সব ক্লাসেই মেয়েরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে।এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। তিনি সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাংবাদিক আবুল কাশেম লেবু'র ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল করিম তাঁর বক্তব্যে বলেন, তাঁর বাবা সাদেক আলী উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। এবং তিনি একজন বিদুৎসাহী,সমাজ হিতৈষী, পরোপকারী সংস্কৃতিমনা ও অসম্প্রদায়িক সাদা মনের মানুষ ছিলেন। তিনি এতদঅঞ্চলের প্রথিতযশা একজন পুঁথিপাঠক, অমর কথা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠক ছিলেন। তিনি সব সময় সমাজের হত দরিদ্র মানুষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ভাবতেন। তাঁর দূরদর্শী ভাবনা চিন্তা কে আমাদের সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিফলন করার জন্যই আমরা বড় ভাই প্রবাসী সাংবাদিক আবুল কাশেম এই ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন। এই ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও সেবামুলক প্রতিষ্ঠান। আমরা আগামী দিনগুলোতে এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রতি বৎসর মেধা প্রতিযোগিতায় প্রতি ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ কারী ছাত্র-ছাত্রীদের সাদেক আলী ফাউন্ডেশন বৃত্তি প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে হৃদিকা জান্নাত, ৭ম শ্রেনীতে সাদিকা ইয়াসমিন, ৮ম শ্রেণিতে তাওহিদা জান্নাত, ৯ম শ্রেণিতে মরিয়ম আক্তার,ও দশম শ্রেণিতে রমিলা খাতুন প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করে মেধা বৃত্তি লাভ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম সাদেক আলী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রনী বাংকে এক লক্ষ টাকার এফডিআর থেকে প্রতি বছর লভ্যাংশ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকারীকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করে আসছেন। এবারও ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আট হাজার টাকা মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকা বিভিন্ন শেনি পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে মরহুম সাদেক আলী ও তাঁর মরহুমা স্ত্রী বেগম চাঁনবানু'র রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং এস এস সি'র বিদায়ী পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন স্কুলের মৌলভী শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জলিল।

বাংলাদেশে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৭৮ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা : চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক ঋণ ৭৮.০৬৭ (আটাত্তর দশমিক শূন্য ছয় সাত) বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বিকেলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ১৮তম দিনের প্রশ্নোত্তরে তিনি এসব তথ্য জানান। সংসদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা প্রশ্ন রেখে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশি ঋণের পরিমাণ কত; উক্ত ঋণ পরিশোধে এই পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এই পর্যন্ত কোনো ঋণ পরিশোধ করেছে কি না; করলে, তা কী?

আমির খসরু জানান, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৭৮.০৬৭ (আটাত্তর দশমিক শূন্য ছয় সাত) বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের পক্ষে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে থাকে। প্রতি অর্থবছর বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণের আসল ও সুদ বাবদ সম্ভাব্য মোট ব্যয় কত হতে পারে তার একটি প্রক্ষেপণ তৈরি করা হয় এবং সে পরিমাণ অর্থ ঋণ পরিশোধ বাবদ বাজেটে সংস্থান রাখা হয়। বাজেট বরাদ্দ ব্যবহার করেই সারাবছর পরিশোধ সূচি অনুসরণ করে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯০.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

দেড় কোটির বেশি বাংলাদেশি ভিডিও সরিয়েছে টিকটক

ঢাকা : গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের ১ কোটি ৫৩ লাখ ৯২ হাজার ১২৯টি ভিডিও সরিয়েছে জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম টিকটক। কমিউনিটি গাইডলাইন লঙ্ঘনের কারণে এসব ভিডিও অপসারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্ল্যাটফর্মটি। টিকটকের ২০২৫ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদনে এ তথ্য বলা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ৯৯.৯ শতাংশ কনটেন্ট আগেই শনাক্ত করে সরানো হয়েছে। আর ৯৮.৪ শতাংশ ভিডিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্ল্যাটফর্ম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তাদের এআই-চালিত মডারেশন ব্যবস্থা আগের তুলনায় আরও উন্নত হয়েছে। ফলে দ্রুত কনটেন্ট শনাক্ত ও অপসারণ সম্ভব হচ্ছে। এমনকি পুরোনো ভিডিও খুঁজে বের করেও সরানো হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গত বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে বিশ্বব্যাপী মোট ১৭ কোটি ৫৩ লাখ ২ হাজার ৮৫টি ভিডিও অপসারণ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক প্রিন্সিপাল রশীদ আহমদকে সিলেটে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও এলাকায় অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সালাম দারুল হাদীস (মাদরাসা ও এতিমখানা)-এ আগমন উপলক্ষে উক্ত মাদরাসার শুরা কমিটির সহ-সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত সোমবার ১৩ এপ্রিল আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মাদরাসার পক্ষ থেকে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। তিনি মরহুম মাওলানা আব্দুল মতিন নন্দিরগ্রাম্মীর সন্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও দইয়র্ক বাংলার সম্পাদক হিসেবেও পরিচিত। পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্কের দুটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ এর গুরু দায়িত্ব পালন করছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদরাসার মুহতামিম শায়খ রফীক্ব আহমদ মহল্লী ও সঞ্চালনা করেন মাদরাসার সহকারী শিক্ষা সচিব ও মুহাদ্দিস মাওলানা শামীম আহমদ মেঘারগ্রামী। সংবর্ধিত অতিথি প্রিন্সিপাল রশীদ আহমদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যে বলেন, জ্ঞান অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীরা সকল প্রকার গুনাহ মুক্ত জীবন এবং শিক্ষকদের অনুসরণ অনুকরণ করে সর্বত্র মনযোগ দিতে হবে। তাহলে আগামীতে এই মাদরাসা থেকে বড় বড় ফকীহ, আলেম ও মুহাদ্দিস বের হবে, যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে খেদমত আনজাম দিতে সক্ষম হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নায়িবে মুহতামিম মাওলানা ফয়েজ আহমদ, নায়িবে শায়খুল হাদীস মুফতী নাসির উদ্দিন তোয়াকুলী মুহাদ্দিস মাওলানা বদরুল ইসলাম তুকুইরী, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

এছাড়াও সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুসা আল মারুফ, মাওলানা জাকির হোসেন , মাওলানা সাফওয়ান আহমদ সুলতানপুরী, মাওলানা কামরান আহমদ সুন্দাউরী , মাওলানা আনওয়ার হুসাইন এবং মরহুম মাওলানা আব্দুল মতীন (রহ.)-এর কনিষ্ঠ সন্তান সালিক আহমদ সাদীসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সংবর্ধিত অতিথি মাওলানা রশীদ আহমদ এর মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কমিটি জিকু সভাপতি, আসাদ সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাঙালীদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজারের হাসান চাইনিজে গত ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় নূরে আলম জিকুকে সভাপতি এবং

আসাদুজ্জামান আসাদকে সাধারণ সম্পাদক করে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী খসরুর পরিচালনায় এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জালাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, বিশেষ অতিথি ছিলেন বোর্ড মেম্বার মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল ও এ ইসলাম মামুন। অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জাকির চৌধুরী সিপিএ, এডভোকেট সৈয়দ জুনেল, মুকিত চৌধুরী, হাসান আলী, বেলাল আহমেদ, ইমরান আলী, খন্দকার বাকী, জুয়েল খান, কামরুন্নাহার রিতা, বুরহান উদ্দিন, রেহানুজ্জামান রেহান, মঞ্জুর চকদার, মিয়া মো. আলতাফ, মো. ইলয়াস হোসেন, ফজল খান, তাহের আহমেদ চৌধুরী, মহিদুর ইসলাম, এনাম আহমেদ, সালেহ আহমেদ, লাল মিয়া, বিদ্যুত দেব, ইমরুল জাবুল, রহমান খান, মিয়া মো. জহুর, আলী খান, আব্দুর রহমান প্রমুখ। সভায় নির্বাচিত ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির আংশিক কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন : সহ সভাপতি খন্দকার বাকী, সহ সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান এবং কোষাধ্যক্ষ কামরুন্নাহার রিতা। এ কমিটিই পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি নূরে আলম জিকু সভায় যোগদানকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মিরসরাই এসোসিয়েশনের বর্ষবরণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত ১৮ এপ্রিল মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র বাংলা নববর্ষ উদযাপন, ঈদ পুনর্মিলনী এবং সংগঠনের নতুন কমিটির অভিষেক জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রবাসী মিরসরাইবাসীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়। নতুন কমিটির অভিষেকের মাধ্যমে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এ আয়োজনে বিভিন্ন দেশীয় ও আঞ্চলিক গান পরিবেশিত হয়। শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আয়োজনটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানে দেশীয় স্বাদের নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও বৈশাখী আড্ডার মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়। পাশাপাশি ঈদ পুনর্মিলনীর মাধ্যমে প্রবাসে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি আবু তাহের মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম উপস্থিত থেকে নববর্ষ ও ঈদ শুভেচ্ছা জানান এবং নতুন কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম চৌধুরী, সদস্য সচিব জিএম মোর্শেদ, যুগ্ম সদস্য সচিব শাওন ও হায়দার টিপু, যুগ্ম আহ্বায়ক মঈনউদ্দিন খোন্দকার ও সাজেদা বেগম সাজুসহ বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
BANGLADESH SOCIETY, INC

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

জ্যাকসন হাইটস — ১৮ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬
নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে — বিকেল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৯টা পর্যন্ত

ওজন পার্ক — ২০ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬
মতিন রেস্টুরেন্টের সামনে — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

ব্রুকলিন — ২৫ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬
রাধুনী রেস্টুরেন্টের সামনে — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

জ্যামাইকা — ২৬ এপ্রিল, রোববার ২০২৬
স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের সামনে — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

ব্রঙ্কস — ২৭ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬
গোল্ডেন প্লেসের সামনে — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্য নবায়ন অথবা নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আমন্ত্রণে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খাঁন লিটন *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, *কার্যকরী সদস্য:* হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

www.bangladeshsocietyinc.com

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় নাম কাটার নিশানায় কেন মুসলিমরা বেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৭৩ বছর বয়সী নবীজান মণ্ডল ৫০ বছর ধরে ভারতের জাতীয়, রাজ্য বা স্থানীয়ড়প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি দেখলেন, ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) প্রকাশিত ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম উধাও। পশ্চিমবঙ্গে ২৩ ও ২৯ এপ্রিলড়দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আগামী ৪ মে ভোট গণনা হবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে চলতি মাসে নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) মাধ্যমে ভোটার তালিকার হালনাগাদ করেছে। এটি একটি বিতর্কিত প্রক্রিয়া, যা নিয়ে বিহার, আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত এক ডজনের বেশি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর পরিচালনা করেছে। নবীজানের স্বামী, তিন ছেলে, এক মেয়ে ও তাঁদের স্ত্রী-স্বামীরা সবাই চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেলেও তিনি পাননি। কারণ, এত দিন নবীজান ও তাঁর পরিবার খেয়াল করেনি, ভোটার কার্ডে তাঁর ডাকনাম 'নবীজান' ছিল। কিন্তু আধার কার্ড ও রেশন কার্ডের মতো অন্যান্য সরকারি নথিতে তাঁর নাম 'নবীরুল'।

এই এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে নবীজানের মতো ৯২ লাখের বেশি মানুষ ভোটাধিকার হারিয়েছেন, যা রাজ্যের মোট ৭ কোটি ৬০ লাখ ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এই ৯২ লাখের মধ্যে প্রায় ৬০ লাখ ভোটারকে 'অনুপস্থিত' বা 'মৃত' ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি ৩০ লাখ ভোটার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁদের মামলার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন না। বিধানসভা ভোটের আগে এত বিপুলসংখ্যক মামলার শুনানি প্রায় অসম্ভব। এ ছাড়া ভোটাধিকার প্রমাণে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগাড় করে ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হওয়া সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছেন, যাঁদের মামলা ট্রাইব্যুনালে ঝুলে আছে, তাঁদের এপ্রিলের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনের আগে সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশের অনুমতি দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা নবীজান আল-জাজিরাকে বলেন, 'এবার আমার পুরো পরিবার ভোট দেবে, কিন্তু আমি পারব না। আমি এসব খুব একটা বুঝি না। জানতাম না যে নামে ভুল থাকলে ভোট দেওয়া যাবে না।'

'আমি গভীর যন্ত্রণায় আছি' : ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মুসলিম বাস করেন, যা রাজ্যের মোট ১০ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ। উত্তর প্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। বিজেপি এই রাজ্যে কখনো ক্ষমতায় আসতে পারেনি। টানা ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) ক্ষমতায় আসে। তখন থেকে তারা রাজ্য শাসন করছে। ৭১ বছর বয়সী মমতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা এই এসআইআর প্রক্রিয়ায় অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে যেসব জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা বেশি এবং যারা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে, সেখানেই নাম কাটার হার বেশি। যেমন মুর্শিদাবাদে ৪ লাখ ৬০ হাজার, উত্তর চব্বিশ পরগনায় ৩ লাখ ৩০ হাজার এবং মালদহে ২ লাখ ৪০ হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আল-জাজিরা উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবিন্দপুর, গোবরা ও বালকি গ্রামের ডজনখানেক মুসলিম পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, সব নথি ঠিক থাকা সত্ত্বেও অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। আবার

অনেকে বাসস্থানের প্রমাণ, বিয়ের পর পদবি পরিবর্তন, নামের বানানে ভুল বা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের প্রমাণ দেখাতে হিমশিম খাচ্ছেন। নবীজানের মতো মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া গ্রামের ৪৯ বছর বয়সী সহিদুল ইসলামও আগে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি আর ভোটার নন। সহিদুল বলেন, 'আমি গভীর যন্ত্রণায় আছি। কার কাছে যাব? কখনো ভাবিনি তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে। এখন আমার প্রধান লক্ষ্য নাম আবার অন্তর্ভুক্ত করা। টাকা আর সময় নষ্ট হলেও আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।'

নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো ভুয়া বা মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং বাদ পড়া প্রকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ব্যাপক বিতর্ক ও আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিরোধী দল ও মুসলিম সংগঠনগুলো অভিযোগ করছে, যারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপিকে ভোট দেবে না, বিশেষ করে মুসলিমদের পরিকল্পিতভাবে তালিকা থেকে বাদ দিতে এই কাজ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা বিমল শঙ্কর নন্দ আল-জাজিরাকে বলেন, কোনো যোগ্য ভারতীয় নাগরিক যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়েন, তবে অযোগ্য ভোটারও তালিকায় থাকা উচিত নয়। তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'মৃত ও এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া ভোটারদের' নাম তালিকায় রাখার অভিযোগ তোলেন। তিনি আরও দাবি করেন, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিকল্পিতভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে।

তড়িঘড়ি তালিকা সংশোধনের পেছনে 'উদ্দেশ্য' : ২০১৪ সাল থেকে ভারতের মুসলিমরা মূলত সেই দল বা জোটকে ভোট দিচ্ছে, যারা বিজেপিকে হারাতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে সেই শক্তি হলো তৃণমূল কংগ্রেস। এ কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন। মমতা এক নির্বাচনী জনসভায় বলেন, 'বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে পশ্চিমবঙ্গে বেছে বেছে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। বিজেপি গণতান্ত্রিকভাবে জেতার সাহস রাখে না। তাই জালিয়াতির মাধ্যমে ভোট দখল করার ষড়যন্ত্র করছে।' অন্যদিকে বিজেপি দাবি করছে, পশ্চিমবঙ্গে লাখ লাখ 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'-কে (যাঁদের তারা প্রায়ই 'বাংলাদেশি' বা 'রোহিঙ্গা' বলে সম্বোধন করে) চিহ্নিত করতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। সাবির বলেন, 'এই তড়িঘড়ির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়। এই অঞ্চল বা এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান নেই, এমন পর্যবেক্ষকদের অন্য রাজ্য থেকে আনা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল এবং মাঝরাতে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।'সবর ইনস্টিটিউট দুটি গুরুত্বপূর্ণ আসন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের ভোটার তালিকা বিশ্লেষণ করেছে। নন্দীগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ হলেও বাদ পড়া নামের ৯৫ শতাংশই মুসলিম। একইভাবে ভবানীপুরে ২০ শতাংশ মুসলিম থাকলেও বাদ পড়াদের ৪০ শতাংশই মুসলিম। সাবির আহমেদ বলেন, 'মুসলিমদের নাম সবচেয়ে বেশি ম্যাপ করা হয়েছে। উর্দু বা আরবি শব্দ বাংলা বা ইংরেজিতে অনুবাদের সময় যে ভুল হয়, সেগুলোকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুলের মাধ্যমে "লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি" বা যুক্তিহীন অসংগতি হিসেবে দেখিয়ে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।'

নারী ভোটারদের ওপর 'অতিরিক্ত বোঝা' : বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক স্বাতী নারায়ণ আল-জাজিরাকে বলেন, নারী ও দরিদ্র মানুষ ভোটাধিকার হারানোর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নথিপত্রের অভাব থাকে। স্বাতী নারায়ণ বলেন, 'বিয়ের পর নারীরা বাড়ি পরিবর্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গে ডাকনামের ব্যবহার খুব সাধারণ, যা অনেক সময় দাপ্তরিক নথিতে ঢুকে পড়ে। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের আগে ও পরে ভিন্ন পদবি থাকে। এসব অসংগতির কারণে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।' ৩১ বছর বয়সী জেসমিনা খাতুন বলেন, তাঁর সব কাগজ ঠিক আছে। বাবা ও দাদার নামও ২০০২ সালের তালিকায় ছিল। কিন্তু একটি ছোট সমস্যা হলোড়স্কুল সনদে তাঁর বাবার নাম 'গফর মণ্ডল'। কিন্তু অন্য নথিতে 'গফফার মণ্ডল'। তাঁর বাবার নাম তালিকায় থাকলেও জেসমিনার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্র যাদব আল-জাজিরাকে বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া নারী ভোটারদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। পুরুষেরা যেখানে বাস করেন, সেখানকার কাগজপত্র দিলেই চলে। কিন্তু নারীদের তাঁদের পৈতৃক ভিটার কাগজ জোগাড় করতে হয়। এ ছাড়া বিয়ের পর প্রথম নাম বদলে ফেলার ভারতীয় রীতিকেও এখন আইনের চোখে 'অপরাধ' বা 'জালিয়াতি' হিসেবে দেখা হচ্ছে। যাদব বলেন, 'সমস্যাটা রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র এমন নথি চাইছে, যা সে কখনো মানুষকে দেয়নি। একজন সাধারণ মানুষ যার হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তাঁর কাছে একই বানানে সব জায়গায় নাম থাকার প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। রাষ্ট্র নিজেই বিভিন্ন জায়গায় মানুষের *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

- আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
- ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
- আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
- আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
- আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
- সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
- পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি

এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights

70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

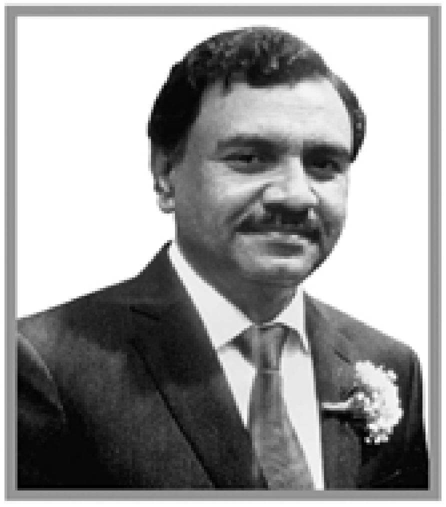

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সন্তান নিজের কি না জানেন না তবু গাজার এক বাবা চালিয়ে যাচ্ছেন অনিশ্চিত সংগ্রাম

আল-জাজিরা : গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরের কথা। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে টেনে বের করা হলো মোহাম্মদ লুব্বাদকে। উপত্যকার উত্তরাঞ্চলের বাইত লাহিয়া এলাকায় নিজের বাড়িতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে হামলার শিকার হন তিনি। দিনটি ছিল ২০২৩ সালের ১৩ অক্টোবর। এই দিনই লুব্বাদের জীবনে গভীর এক মর্মবেদনা এবং অন্তহীন এক অনুসন্ধানের সূচনা করে।
গুরুতর আহত অবস্থায় লুব্বাদকে গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি একে একে পরিবারের সদস্যদের খবর পেতে শুরু করেন। লুব্বাদ জানতে পারেন, তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে একজন বেঁচে আছে। কিন্তু পাঁচ বছরের আদরের সন্তান রানা আর বেঁচে নেই। একই সঙ্গে তাঁর মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েরাও প্রাণ হারিয়েছেন। পরিবারের প্রায় সব সদস্যের খবর পাওয়া গেলেও নিজের আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আমালের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না লুব্বাদ। একসময় ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের কর্মীরা লুব্বাদকে জানান, আমালকে কামাল আদওয়ান হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিনি একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু গাজার সেই ধ্বংসযজ্ঞ আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে কয়েক দিন পর দুঃসংবাদ আসে। জানা যায়, মাথায় ও পেটে গুরুতর আঘাত পাওয়ায় আমালকে আল-শিফা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের ২২ অক্টোবর সেখানে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।মেয়ে রানা আর প্রিয়তমা স্ত্রী আমালসহ স্বজনদের হারানোর শোকে পাথর হয়ে যান লুব্বাদ।

কিন্তু শোকের মধ্যেই তাঁর মনে একটি গভীর প্রশ্ন দানা বাঁধেড়কোথায় তাঁর সেই নবজাতক পুত্র? সে কি আদৌ বেঁচে আছে?
পরিচয়বিভ্রাট ও এক অধরা সত্যের খোঁজ : ৩৫ বছর বয়সী কম্পিউটার প্রোগ্রামার মোহাম্মদ লুব্বাদ আল-জাজিরাকে বলেন, স্বজন হারানো, শোক আর ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনার মধ্যে আমাদের কেবল একটি প্রশ্ন তাড়া করছিলড়কোথায় সেই শিশু? এই পরিস্থিতি একবার কল্পনা করে দেখুন।
২০২৩ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে লুব্বাদ একটি সূত্রের খোঁজ পান। তাঁর শ্যালককে জানানো হয়, আল-শিফা হাসপাতালে থাকা একদল অপরিণত (প্রিম্যাচিউর) শিশুর মধ্যে তাঁর সন্তান থাকতে পারে। লুব্বাদ জানতে পারেন, আট মাসের মাথায় জন্ম নেওয়া এবং ১৩ বা ১৪ অক্টোবরের দিকে কামাল আদওয়ান হাসপাতাল থেকে আসা একটি শিশুর তথ্যের সঙ্গে তাঁর সন্তানের মিল রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলায় হাস-পাতালে কোনো সঠিক নথিপত্র বা নিবন্ধন ছিল না। এরই মধ্যে এক চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। লুব্বাদের সন্তানের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাওয়া একটি শিশুকে অন্য একটি পরিবার নিজেদের বলে দাবি করে এবং তাদের নামে নিবন্ধন করায়। শুরু হয় এক অমীমাংসিত লড়াই। গাজা পুলিশের তদন্ত বিভাগ আল-জাজিরাকে নিশ্চিত করে, একই সময়ে একই রকম পরিস্থিতিতে দুই নারী অপরিণত সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। ইসরায়েলের অবরোধ ও বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে নবজাতকের নিবিড় পর্যবেক্ষণকেন্দ্র বা এনআইসিইউতে থাকা বেশ কয়েকটা শিশু মারা যায়। হাসপাতালের কর্মীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, মারা যাওয়া দুই মায়ের সন্তানদের মধ্যে একটি বেঁচে আছে, অন্যটি মারা গেছে। এখন সেই বেঁচে থাকা একমাত্র শিশুটিকেই দুই পরিবার নিজেদের বলে দাবি করছে। নভেম্বরে আল-শিফা হাসপাতাল যখন ইসরায়েলের সেনারা ঘিরে ফেলে, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। যোগাযোগবিচ্ছিন্নতার কারণে লুব্বাদের জন্য তথ্য পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ডিসেম্বরে লুব্বাদ জানতে পারেন, আল-শিফার শিশুদের চিকিৎসার জন্য মিসরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
সন্তান দেশের বাইরে চলে যাওয়ার ভয়ে লুব্বাদ দ্রুত রাফা সীমান্তের দিকে ছোটেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শিশুদের নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাজা ছেড়ে মিসরের পথে রওনা দিয়েছে। ডিএনএ টেস্টই এখন একমাত্র ভরসা : মোহাম্মদ লুব্বাদ ভেবেছিলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হয়তো রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পিতৃত্ব নিশ্চিত করবে। কিন্তু তার আগেই শিশুটিকে মিসরে সরিয়ে নেওয়ায় সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ দুই বছরের বেশি সময় পর গত ৩১ মার্চ মিসরে থাকা সেই শিশুদের গাজায় ফিরিয়ে আনা হয়। ঘরে ফেরা শিশুদের মায়েদের জড়িয়ে ধরার আনন্দময় দৃশ্য যখন চারিদিকে দেখা যাচ্ছে, তখন লুব্বাদের নতুন লড়াই শুরু হয়। গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে লুব্বাদ মিসর থেকে ফেরা সেই শিশুকে দেখতে ছুটে যান, যাকে তিনি নিজের সন্তান বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেখানে আগে থেকে অন্য পরিবারটি উপস্থিত ছিল, যাদের নামে শিশুটিকে নিবন্ধিত করা হয়েছে। দুই পরিবারের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। লুব্বাদের দাবি জোরালো হলেও পুলিশের তদন্ত বিভাগ জানায়, শিশুটির হাতে থাকা ব্রেসলেটে অন্য পরিবারের নাম ছিল। তবে তারা স্বীকার করেছে, যুদ্ধের ডামাডোলে কামাল আদওয়ান হাসপাতালের নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ায় এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবে আগের সেই নিবন্ধনকে চূড়ান্ত বলা যাচ্ছে না। লুব্বাদ এখন ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান চান। তিনি বলেন, 'ডিএনএ টেস্টই সব সংশয় দূর করতে পারে। ফল যা-ই হোক, আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত। শুধু সত্যটা জানতে চাই।'
কিন্তু প্রযুক্তি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাজার আল-শিফা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যুদ্ধের তাণ্ডবে ডিএনএ পরীক্ষার বিশেষায়িত গবেষণাগারগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজা পুলিশের মতে, এখন একমাত্র উপায় হলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহ-ায়তায় নমুনা সংগ্রহ করে মিসর বা জর্ডানে পাঠানো। এই অনিশ্চয়তা লুব্বাদকে মান-সিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। ঘরে তাঁর চার বছরের একমাত্র জীবিত মেয়ে জানার মুখের দিকে চেয়ে তিনি লড়ছেন। লুব্বাদ বলেন, সত্য না জানা পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারছেন না, এমনকি কাজেও মন বসাতে পারছেন না। আল-শিফা হাস-পাতালের সামনে স্বজনদের নিয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা করছেন এই বাবা। ইসরায়েলের যুদ্ধ লুব্বাদের জীবন থেকে তাঁর স্ত্রী, এক মেয়ে ও স্বজনদের কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর ছেলেটি কোথাও বেঁচে আছে। আর সেই সত্যের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত থামবেন না তিনি। তাঁর ভাষায়, 'যেকোনো বাবা আমার জায়গায় থাকলে বুঝতেন, এই যন্ত্রণা কতটা গভীর। আমার পুরো জীবন থমকে দাঁড়িয়েছে।'

ইন্দোনেশিয়ায় গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন পাস : পেনশন, ছুটিসহ যেসব সুবিধা পাবেন তাঁরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : দীর্ঘ ২২ বছরের সংগ্রাম ও অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে পাস হয়েছে ঐতিহাসিক 'গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন'। এর মাধ্যমে দেশটির প্রায় ৪২ লাখ গৃহকর্মী প্রথমবারের মতো আইনি স্বীকৃতি ও শ্রম অধিকার পেতে যাচ্ছেন। ২০০৪ সালে এই আইনটি প্রথম প্রবর্তিত হলেও নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বাধার মুখে পড়েছিল। দীর্ঘ দুই দশক পর ২০২০ সালে পার্লামেন্টে এটি পুনরায় আলোচনায় আসে। অবশেষে গত ২১ এপ্রিল আইনটি পাসের ঘোষণা আসার পর আনন্দে মেতে ওঠেন কয়েক মিলিয়ন গৃহকর্মী। অনেকের চোখেই ছিল আনন্দাশ্রু। এক প্রতিক্রিয়ায় গৃহকর্মী আজেং আস্তুতি বিবিসি ইন্দোনেশিয়াকে বলেন, 'এটি একটি স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। প্রান্তিক নারী হিসেবে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের এই লড়াই ছিল ২২ বছরের।'

নতুন আইনে যা থাকছে : ইন্দোনেশিয়ার গৃহকর্মীদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। আগে তাঁরা আইনত 'শ্রমিক' হিসেবে গণ্য হতেন না, ফলে কোনো আইনি সুরক্ষা পেতেন না। নতুন এই আইনের ফলে গৃহকর্মীরা এখন থেকে যেসব সুবিধা পাবেন: সামাজিক সুরক্ষা: গৃহকর্মীরা এখন থেকে স্বাস্থ্যবিমা ও পেনশন সুবিধার আওতায় আসবেন। বিশ্রামের অধিকার: সপ্তাহে নির্দিষ্ট ছুটির দিন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেতন বৈষম্য রোধ: নিয়োগকারী সংস্থাগুলো আর গৃহকর্মীদের বেতন থেকে অর্থ কেটে রাখতে পারবে না। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ: ১৮ বছরের কম বয়সী কাউকে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে গৃহকর্মীদের বিশাল অবদান থাকলেও তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোনো আইনি কাঠামোর মধ্যে ছিলেন না। চুক্তিবিহীন কাজ, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে হতো তাঁদের। অনেক ক্ষেত্রে ১২ বছর বয়স থেকেই শিশুদের এই পেশায় নামিয়ে দেওয়া হতো। মানবাধিকার সংস্থা 'জালা পিআরটি'র তথ্যমতে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গৃহকর্মীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ৩ হাজার ৩০০টিরও বেশি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সংস্থাটির প্রতিনিধি লিতা আংগ্রাইনি জানান, আইন পাস হলেও লড়াই এখনো শেষ হয়নি। নিয়োগকর্তাদের তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে বড় ধরনের প্রচারণার প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো আগামী এক বছর সময় পাবে এই আইনের বিস্তারিত বাস্তবায়ন নীতিমালা তৈরি করার জন্য। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও এটি মাঠপর্যায়ে কতটুকু কার্যকর হয়, তা নিয়ে সতর্ক পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দিয়েছে।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262

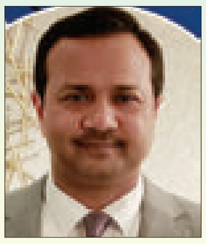

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

Just... Smile...

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

বহু অভিবাসী মধ্যপ্রাচ্য ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন যুদ্ধে

প্রবাসী আয়ে বড় ধাক্কা

ইকোনমিস্ট : ইরান যুদ্ধের কারণে বহু অভিবাসী মধ্যপ্রাচ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে আছেন বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত সহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসী শ্রমিক। তারা দেশে ফিরে আসায় প্রবাসী আয়ের ওপর বড় প্রভাব পড়ছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জ্বালানি সংকট। অনলাইন দ্য ইকোনমিস্টের এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, অনেক তরুণ নেপালির মতোই পুষ্প কুমার চৌধুরী ভেবেছিলেন, উন্নতির পথটি উপসাগরীয় অঞ্চলের দিকেই। তিন মাস আগে ২৭ বছর বয়সী এই তরুণ সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি রেস্টুরেন্টে শেফ হিসেবে চাকরি পান। এতে তিনি ওই অঞ্চলে কর্মরত প্রায় ১৭ লাখ নেপালির একজন হয়ে ওঠেন। কিন্তু এরপরই ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হয়। ইরানের পাল্টা হামলায় উপসাগরীয় দেশগুলোতে নিহতদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন অভিবাসী শ্রমিক। তার মধ্যে বাংলাদেশি, ভারতীয়, নেপালি ও পাকিস্তানিরাও রয়েছেন। পুষ্প কুমার চৌধুরী আহত হননি। তবে তার রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হাজার হাজার অভিবাসীর মতো তাকেও ওই দেশ ছাড়তে হয়েছে। ২০২৪ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২ কোটিরও বেশি মানুষ গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশে কর্মরত ছিলেন। যা ২০১০ সালের তুলনায় ৬৫ ভাগ বেশি। এর মধ্যে প্রোগ্রামার ও ব্যবসায়ী থাকলেও অধিকাংশই রাঁধুনি, নির্মাণ শ্রমিক, গৃহকর্মী বা অন্যান্য পেশায় যুক্ত। সংঘাতের কারণে তাদের অনেকের দেশে ফিরে আসা এই শ্রমিক পাঠানো দেশগুলোর জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ধনী প্রবাসীরা যেখানে স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়েন, সেখানে অধিকাংশ শ্রমিক বাধ্য হচ্ছেন ফিরতে। উপসাগরীয় অঞ্চলের অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের মার্চে যেখানে ৯২,৪৬০ জন বাংলাদেশি উপসাগরীয় দেশগুলোতে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, এ বছরের মার্চে তা নেমে এসেছে মাত্র ৩১,২৭৯ জনে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে নেপালও নতুন শ্রম অনুমতি দেয়া কমিয়ে দিয়েছে। বিদেশে কর্মরত মানুষের সংখ্যা কমে গেলে দেশে আর্থিক চাপ বাড়বে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার

প্রবাসী আয় পেয়েছে, যা জিডিপি'র প্রায় ৬.৫ ভাগ। এটি বিদেশি সাহায্য বা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের চেয়েও বেশি। নেপালে প্রবাসী আয় দেশের জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশ। এমনকি ভারতের মতো বড় দেশেও এটি জিডিপি'র প্রায় ৩.৫ ভাগ। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল ইকোনমিকস-এর মতে, উপসাগরীয় দেশের জিডিপি ১-২ ভাগ কমলে সাধারণত প্রবাসী আয় প্রায় ৫ ভাগ কমে যায়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক সতর্ক করেছে যে এ বছর জিসিসি অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংকোচনের ঝুঁকি রয়েছে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত চাপ তৈরি করবে, যারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধজনিত জ্বালানি সংকটে ভুগছে। সাইমুম ইসলাম একজন বাংলাদেশি। তিনি একটি মাছ ধরা কোম্পানির চাকরি হারিয়ে সৌদি আরব ছেড়ে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করেছি। বাড়িতে ছয়জন আমার আয়ের ওপর নির্ভর করতো। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই আয়ের পতনের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। প্রবাসী আয় অনেক সময় শিক্ষায় ব্যয় হয়, যা পরে শ্রমিকদের কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত থেকে বের করে উচ্চ আয়ের কাজে যেতে সাহায্য করে। এ কথা বলছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান দিয়েগোর এক গবেষণা। এই অবস্থায় সাইমুম ইসলাম বা পুষ্প কুমার চৌধুরীর মতো মানুষের একমাত্র আশা দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া, যাতে তারা আবার বিদেশে কাজ ফিরে পেতে পারেন। কিছু বিশ্লেষক মনে করছেন, যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের চাহিদা উল্টোভাবে অভিবাসী শ্রমিকের চাহিদা বাড়াতে পারে, এমনকি ইরানেও। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে শ্রমিকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে পূর্বদিকে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সম্ভাব্য গন্তব্য হতে পারে। এছাড়া মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডও বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে নতুন শ্রম গন্তব্য তৈরি করা সহজ নয়। গালফ অঞ্চলের মতো প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্ক, দালাল ও রিক্রুটিং চেইন এসব দেশে এখনও তৈরি হয়নি। তাছাড়া জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া জনসংখ্যা কমলেও বিদেশি শ্রমিক নিতে এখনও অনিচ্ছুক। নেপালের একটি রিক্রুটিং এজেন্সির প্রধান মহেশ কুমার বাসনেট বলেন, গালফে কাজের পরিবেশ প্রায়ই কঠিন এবং মানবাধিকারও অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। তবুও এখন বহু নেপালি জাপানি ও কোরিয়ান ভাষা শিখছে ভালো বেতন ও উন্নত কাজের আশায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও সম্ভাব্য গন্তব্য, বিশেষ করে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। সম্প্রতি মালয়েশিয়া বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য বাজার পুনরায় খুলে দিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন হলো- ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ কি এশিয়ার শ্রমিকদের পুরনো পথ বন্ধ করে নতুন পথ তৈরি করতে বাধ্য করবে?

মধ্যপ্রাচ্যে তেল, গ্যাস বেশি কেন?

বাংলাদেশ ডেস্ক : লাখ লাখ বছর ধরে চলা ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এই অঞ্চলটিকে বৈশ্বিক জ্বালানি কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এ কারণেই বর্তমান যুদ্ধের (ইরান, ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র) মতো মধ্যপ্রাচ্যে বড় কোনো সংঘাত শুরু হলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট তৈরি হয়। একজন পেট্রোলিয়াম ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে এই অঞ্চলের বিষয়ে পড়াশোনা করে এখনও এখানকার হাইড্রোকার্বন মজুদের ব্যাপকতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। উদাহরণস্বরূপ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ৩০টিরও বেশি তেলসমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে, যেগুলোকে 'সুপারজায়ান্ট' বলা হয়। এই এলাকার প্রত্যেকটিতে অন্তত পাঁচ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল রয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলের তেলকূপগুলোতে প্রতিদিন যে পরিমাণ তেল উৎপাদন হয়, সেটি উত্তর সাগর বা রাশিয়ার সেরা তেলকূপগুলোর উৎপাদনের তুলনায় দুই-পাঁচ গুণ বেশি। সূত্র : বিবিসি। শেষ বরফ যুগের শেষে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৪ হাজার বছর আগে বন্যার ফলে যখন পারস্য উপসাগর গঠিত হয়, তখনই হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে মানুষ। এই অঞ্চলের অনেক এলাকায়ই নদী ও উপত্যকায় প্রাকৃতিকভাবেই অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের নিঃসরণ স্বাভাবিক ঘটনা। যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগেই মানুষ নৌকাকে পানিনিরোধক করতে এবং গাঁথুনির কাজে বিটুমিন ব্যবহার করত। যেটি এক ধরনের ভারী পেট্রোলিয়াম। ১৯০৮ সালে পশ্চিম ইরানের একটি সুপরিচিত প্রাকৃতিক তেলের উৎস থেকে আধুনিক যুগের প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে, যখন তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই এত বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ নেই। তবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও তেল ও গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে। যেমন রাশিয়ার পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমিয়ান বেসিনে তেল ও গ্যাসের মজুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এগুলোর কোনোটিই পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মজুদ অথবা অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের উচ্চ উৎপাদন হারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যেটি এই অঞ্চলকে ইউনিক বা অনন্য করে তুলেছে।

ভূতাত্ত্বিক অবস্থান : পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এমন একটি স্থানে অবস্থিত, যেখানে দুটি বিশাল টেকটোনিক প্লেট মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুই প্লেট হলো দক্ষিণ-পূর্বে অ্যারাবিয়ান প্লেট এবং পূর্ব ও উত্তরে ইউরেশীয় প্লেট। এই সংঘর্ষ প্রায় ৩৫ মিলিয়ন বা সাড়ে তিন কোটি বছর ধরে চলছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে এক গতিশীল ভূপ্রকৃতি। যেখানে ভূগর্ভের তীব্র তাপ এবং চাপে শিলাস্তরগুলো দুমড়ে-মুচড়ে গেছে এবং রূপান্তরিত হয়েছে। উপসাগরের দুই তীরের ভূতাত্ত্বিক গঠন একেবারেই ভিন্ন। ইরানের দিকে ১৮০০ কিলোমিটার জুড়ে জাগরোস পর্বতমালা যেটি ওমান উপসাগর থেকে তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্পাইন-হিমালয় পর্বত ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গত ৬০ মিলিয়ন বা ছয় কোটি বছরে ইউরেশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকা, আরব ও ভারতের সংঘর্ষের ফলে এই ভাঁজ পড়া ও ফাটলযুক্ত জাগরোস পর্বতমালার সৃষ্টি। উপসাগরের আরব উপকূলের শিলাগুলোতে এ ধরনের পরিবর্তন বা ভাঙন দেখা যায়নি। এর পরিবর্তে প্লেটগুলোর সংঘর্ষে তৈরি হওয়া প্রবল চাপে ভূগর্ভের গভীরে থাকা শক্ত ও কঠিন শিলাস্তর (বেইজমেন্ট রক নামে পরিচিত), বেঁকে গেছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে বিশাল গম্বুজাকৃতির কাঠামো, যা কয়েক ডজন বা শত শত বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। পারস্য উপসাগরের নিচে রয়েছে একটি অববাহিকা, যেটি জাগরোস পর্বতমালার উত্থানের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া পলি দিয়ে ভরাট হয়েছে। এই অববাহিকার গভীর অংশে এমন উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপ ছিল; যা তেল ও গ্যাস তৈরির জন্য প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ বড় পরিসরে হাইড্রোকার্বন উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করে রাখার জন্য খুবই উপযোগী।

অপরিশোধিত তেল উৎপাদনকারী শিলা : সামুদ্রিক জীব যেমন জুওপ্ল্যাঙ্কটন এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জৈব পদার্থ থেকে ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস তৈরি হয়। এই উপাদানগুলো প্রথমে কাদামাটিসমৃদ্ধ চুনাপাথর এবং অন্যান্য শিলার স্তরে ঘনীভূত হয় এবং পরে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের সংস্পর্শে আসে। যখন কোনো শিলায় অন্তত ২ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকে, তখন সেটিকে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য উচ্চমানের সোর্স রক বা শিলার উৎস হিসেবে ধরা হয়। বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এই ধরনের শিলাস্তরে সমৃদ্ধ। এর কিছু স্তর অত্যন্ত পুরু এবং জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ। আরব উপসাগরীয় উপকূলের হানিফা ও তুওয়াইক শিলাস্তর এর উদাহরণ, যা প্রায় ২০০ থেকে ১৪৫ মিলিয়ন বা ২০ কোটি থেকে ১৪ দশমিক ৫ কোটি বছর আগে জুরাসিক যুগে গঠিত। একইভাবে ইরানের খুজেস্তান শিলাস্তরটি প্রায় ১৪৫ থেকে ৬৬ মিলিয়ন বা ১৪ দশমিক ৫ কোটি থেকে ৬ দশমিক ৬ কোটি বছর আগে ক্রিটেসিয়াস যুগে তৈরি। এই শিলাস্তরগুলোতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ১ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত– এমনকি কোথাও কোথাও এর চেয়েও বেশি।

তেল ও গ্যাস মজুদের গঠন : এই অঞ্চলের ভাঁজ পড়া ও ফাটলযুক্ত শিলাস্তর এবং গম্বুজাকৃতির কাঠামো হাইড্রোকার্বন আটকে রাখা ও সংরক্ষণের জন্য খুবই উপযোগী। জাগরোস পর্বতমালার এই বাঁকগুলো চমৎকার গঠনের জন্য ভূতাত্ত্বিকদের কাছে বেশ পরিচিত, যা স্যাটেলাইট ছবিতেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এখানে কয়েকশ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং কয়েক ট্রিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুদ রয়েছে। পারস্য উপসাগরের তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে লম্বাটে বা সসেজের মতো দেখতে অনেকগুলো কাঠামো রয়েছে, যা এখানকার বিশাল ও বাঁকানো ভূপ্রকৃতির প্রতিফলন। দক্ষিণ ইরান থেকে উত্তর-পূর্ব ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাঠামোগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আকারের শত শত খনি বা রিজার্ভার রয়েছে। আরব প্লেটের বিশাল গম্বুজাকৃতির কাঠামোতে তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুদ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরবের ঘাওয়ার তেলক্ষেত্র, এটি বিশ্বের বৃহত্তম তেলক্ষেত্র। এখান থেকে ৭০ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে সাউথ পার্স-নর্থ ডোম গ্যাসক্ষেত্র থেকে অন্তত ৪৬ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা শক্তির দিক থেকে ২০০ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি তেলের সমান। এই অঞ্চলের প্রধান রিজার্ভ শিলা হলো চুনাপাথর। এই পাথরের কিছু অংশ প্রাকৃতিকভাবেই দ্রবীভূত হয়ে গেছে, যেটি তেল ও গ্যাসের প্রবাহকে সহজ করে। জাগরোস খনিগুলোতে ভূতাত্ত্বিক প্লেটগুলোর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ফাটল দিয়ে তেল ও গ্যাস চলাচল করে। সৌদি আরবের ঘাওয়ার তেলক্ষেত্রের আরব-ডি স্তর এবং জাগরোস সমভূমির সামারিটান চুনাপাথরই এ ধরনের উচ্চমানের রিজার্ভ শিলার উদাহরণ, যা শত শত বা এমনকি হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবী বা মহাসাগরের আর কোথাও এই স্কেলে ভূতাত্ত্বিক কাঠামো দেখা যায় না, যা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম ভূতত্ত্বকে অনন্য ও অতুলনীয় করে তুলেছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : এসব কারণের সম্মিলিত প্রভাবে পৃথিবীর মাত্র ৩ শতাংশ ভূভাগের নিচে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক তেল এবং ৪০ শতাংশ গ্যাস মজুদ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার মতে, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে উৎপাদন চলার পরও এই অঞ্চলে আরও বিশাল তেলের ভান্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। সংস্থাটির ২০১২ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা এবং জাগরোস পর্বতমালায় এর আগে আবিষ্কার হওয়া তেল, গ্যাসের বাইরেও আরও প্রায় ৮৬ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং ৯ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস থাকতে পারে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ২০০০ এবং ২০১০-এর দশকে উদ্ভাবিত হরাইজন্টাল ড্রিলিং এবং ফ্র্যাকচারিংয়ের মতো প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের তেলক্ষেত্রগুলোতে এই পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে এই পদ্ধতিগুলো কতটা সফল হবে সেটি বলার সময় এখনও আসেনি। যদিও গবেষণা বলছে, এর মাধ্যমে উৎপাদন আরও বাড়তে পারে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

দেশের ৭০% পুরুষ, ৫৮.৯% নারীর মোবাইল ফোন রয়েছে

ঢাকা : দেশে ৭০ শতাংশ পুরুষের আর ৫৮.৯ শতাংশ নারীর মোবাইল ফোনের মালিকানা রয়েছে। একইভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার পুরুষের ক্ষেত্রে হলো ৫৬.৬ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৫০.২ শতাংশ। এসব তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত 'আইসিটির প্রয়োগ ও ব্যবহার জরিপ ২০২৪-২৫'-এর প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পরিবারভিত্তিক টেলিভিশনের ব্যবহার কমছে, বিপরীতে বাড়ছে রেডিওর ব্যবহার; যা প্রচলিত ধারণার বিপরীত। পাশাপাশি মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের হারও বেড়েছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস অডিটোরিয়ামে ১৬ এপ্রিল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিএসের মহা-পরিচালক মো: ফরহাদ ছিদ্দিক। প্রধান অতিথি ছিলেন

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মিজ আলেয়া আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী ও মো: মীর হোসেন। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দা মারুফা শাকি। রেডিওর ব্যবহার বাড়ছে : প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে যেখানে ১২.৮ শতাংশ পরিবারে রেডিও ব্যবহৃত হতো, সেখানে ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৫.৩ শতাংশ। অন্য দিকে টেলিভিশনের ব্যবহার ৬২ শতাংশ থেকে কমে ৫৯.৬ শতাংশে নেমেছে। বিবিএস কর্মকর্তারা জানান, এখন প্রচলিত রেডিও ছাড়াও মোবাইল ফোন ও বিভিন্ন ডিভাইসে রেডিও শোনার সুযোগ থাকায় এর ব্যবহার বেড়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে আবহাওয়ার তথ্য জানার জন্য রেডিও এখনো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রায় সব পরিবারেই মোবাইল ফোন : দেশে পরিবারভিত্তিক মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়ে ৯৮.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২ সালে ছিল ৯৭.৪ শতাংশ। তবে ল্যান্ডফোনের ব্যবহার তেমন বাড়েনি। একই সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া পরিবারের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে- ৩৮.১ শতাংশ থেকে ৫৫.১ শতাংশে।

অঞ্চলভেদে বৈষম্য : জরিপে দেখা গেছে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে জেলা, বয়স ও লিঙ্গভেদে বৈষম্য রয়েছে। বিভাগভিত্তিক মোবাইল ফোন ব্যবহারে চট্টগ্রাম এগিয়ে থাকলেও ঢাকায় তুলনামূলক কম। তবে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সুবিধায় ঢাকার পরিবারগুলো এগিয়ে, আর পঞ্চগড় সবচেয়ে পিছিয়ে। জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়- মোবাইল ফোন ব্যবহারে এগিয়ে কিশোরগঞ্জ, পিছিয়ে নড়াইল; ইন্টারনেট সুবিধায় এগিয়ে ঢাকা, পিছিয়ে পঞ্চগড়; স্মার্টফোন ব্যবহারে এগিয়ে কুমিল্লা; কম্পিউটার ব্যবহারে এগিয়ে ঢাকা, পিছিয়ে রয়েছে ঠাকুরগাঁও।এ ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ মূলত কপি-পেস্টভিত্তিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকছেন, যা ডিজিটাল দক্ষতার সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়।

বৈশ্বিক সূচকে পিছিয়ে বাংলাদেশ : আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০২৫ অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্কোর ৬৪.৯, যেখানে বৈশ্বিক গড় ৭৮ এবং নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের গড় ৬৬। বাংলাদেশের তুলনায় মিয়ানমার (৬৯.৭), শ্রীলঙ্কা (৭১.৪), ভুটান (৮৫.৭), ভিয়েতনাম (৮৬) ও মালদ্বীপ (৮১.৭) এগিয়ে রয়েছে।

কম্পিউটার ব্যবহারে বড় ঘাটতি : জাতীয় পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার মাত্র ১১.৩ শতাংশ এবং পরিবারে কম্পিউটার সুবিধা রয়েছে মাত্র ৯ শতাংশের। শহর ও গ্রামের মধ্যে এ ব্যবধান স্পষ্ট- গ্রামে ৫ শতাংশ, শহরে ২৫.৬ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কম্পিউটারের স্বল্প ব্যবহার ডকুমেন্ট প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, কনটেন্ট তৈরি ও চাকরির দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে শুধু মোবাইলভিত্তিক ডিজিটাল বিস্তার যথেষ্ট নয়।

অনলাইন সেবার চাহিদা বেশি, ব্যবহার কম : গত তিন মাসে মাত্র ১১.৬ শতাংশ মানুষ অনলাইনে পণ্য বা সেবা কিনেছেন। আর গত এক বছরে মাত্র ১৬.৯ শতাংশ নাগরিক অনলাইনে সরকারি সেবার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তবে অনলাইনে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখতে চান ৬৪.২ শতাংশ মানুষ। এ ছাড়া যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক তথ্যের চাহিদা রয়েছে ৪৯.৮ শতাংশের। বিশ্লেষকদের মতে, এটি জনসেবামূলক ডিজিটাল সেবার প্রতি উচ্চ চাহিদার ইঙ্গিত দেয়। তবে সেবার নকশা, ব্যবহারযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নত করা গেলে ডিজিটাল ব্যবহারের হার আরো দ্রুত বাড়তে পারে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office
Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

দেশের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি

ঢাকা : ঢাকা ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মব সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন, অপহরণ, রাহাজানি ও কিশোর গ্যাং জনগণের জানমালের নিরাপত্তাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এমনকি দিনদুপুরেও বিভিন্ন যানবাহনে ছিনতাই হচ্ছে অভিনব কায়দায়। ছিনতাইকালে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দেশীয় ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করছে ছিনতাইকারীরা। এ সব কারণে জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে। অপরাধ দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ বাহিনীর প্রধান আলী হোসেন ফকির চরম দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। বর্তমান সরকারের ২ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে দায়িত্ব গ্রহণের। এখনো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি। ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী সংগঠন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ রিকশাচালকরা থানায় গিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ায় পুলিশের উপর আস্থা হারাচ্ছেন। দ্রুত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকারকে দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। গত ২১ এপ্রিল দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা অনেক কম। চাঁদাবাজ ও নানা অপরাধে জড়িতরা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের শেল্টারে রয়েছে। ফলে থানা পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সমঝোতা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সাথে কাঁচা টাকার ভাগ নিচ্ছে থানার পুলিশ কর্মকর্তারা। নিজেদের চেয়ার রক্ষায় ওসি, এএসপি ও অতিরিক্ত এসপিরা প্রভাবশালীদের শেল্টারে থাকা অপরাধীদের সঙ্গে অপোষ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যার ফলে রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো তো বটেই, ঢাকার আশপাশের সড়ক এবং অলিগলিতেও হরদম ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধ হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই,খুন,রাহাজানির ঘটনা

গণমাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, খোদ পুলিশ প্রধান আলী হোসেন ফকির মাঠ পুলিশের মনিটরিং না করে ৯৯ ভাগ পুলিশ সৎ বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিরূপ মন্তব্য করছেন সাধারণ মানুষ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অতি দ্রুত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো জরুরি। এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দফতরের মধ্যে সমন্বয় করে মাঠ পুলিশের চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে হবে। আইজিপিকে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পদায়নের মাধ্যমে অপরাধীদের কঠোর হস্তে দমনের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীর হারানো ইমেজ ফিরিয়ে আনতে হবে। বন্ধ করতে হবে সুবিধা না নিয়ে বা তদ্বির না শুনে দেশের থানাগুলোতে ওসি নিয়োগসহ মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের পদায়ন।

অন্যদিকে একজন এমপি হয়েও নিরাপত্তার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন নোয়াখালী-৬ আসনের এমপি নেতা আবদুল হান্নান মাসউদ। সংসদেই আইনশৃঙ্খলার অবনতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমার গাড়িতে এখনও হামলার কোপের দাগ রয়েছে। এমনকি বিটিভির এক সাংবাদিককে কুপিয়েছে এমন চিহ্নিত আসামিরাও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জন্য মসজিদে দোয়া করায় এক ইমামের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে। আমাকে অস্ত্র হাতে কোপাতে আসার ভিডিও ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আসামিদের গ্রেফতার করা হচ্ছেনা। সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হচ্ছে। পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, নতুন সরকার গঠনের পরে গত মার্চ মাসেই সারাদেশে ৩১৭টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে রাজধানীতেই খুন হয়েছেন ২৪ জন। সব থেকে বেশি কিলিং হয়েছে চট্টগ্রামে। সেখানে মার্চ মাসে রেকর্ড পরিমাণ ৬১জন খুন হয়েছে। ঢাকায় অপহরণের শিকার হয়েছেন ২০ জন। আর সারাদেশে ১০২টি। নারী ও শিশু নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে ১৪৮৫টি। এরমধ্যে ঢাকায় ১১১টি। এছাড়া ২৮৫টি সিঁধেল চুরিসহ, ডাকাতি, ছিনতাই দস্যুতার ঘটনায় ৬৩৭টি মামলা রেকর্ড হয়েছে। অথচ গেলো ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের মাসে ঢাকায় ১৬ খুনসহ সারাদেশে আড়াইশর অধিক হত্যাকা- ঘটেছে। ওই মাসে ঢাকায় এক ডজনসহ সারাদেশে ৬৪টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ছিলো ১ হাজার ১৮১টি। এছাড়া এক হাজারের বেশি চুরি, ডাকাতি ও দস্যুতার মামলা হয়েছে। তবে থানায় রেকর্ডকৃত মামলার চেয়ে প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞমহল বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপি পুলিশের সঙ্গে জেলা পুলিশের কিংবা সদরের সমন্বয়ের অনেক ঘাটতি রয়েছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়কার বিতর্কিত অনেক পুলিশ কর্মকর্তা পানিশমেন্টের বিপরীতে পদোন্নতি পাচ্ছেন। অনেকেই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করে টাকার বিনিময়ে পছন্দমতো থানা ভালো ভালো জায়গায় পোস্টিং নিয়েছেন। এসব পুলিশ কর্মকর্তা পেশাগত দায়িত্ব পালনের চেয়ে অর্থ কামাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ.বি.এম নাজমুস সাকিব বলেন, সমাজে যখন হঠাৎ পরিবর্তন আসে তখন অস্থিরতা তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে ২৪ পরবর্তী সময়ে সমাজের ভেতর যে চলমান কাঠামো ছিল সেটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার সময়কালে বিচার ব্যবস্থার দুর্বল চিত্রায়ণ দেখা গেছে। বিচার এর মধ্য দিয়ে একজন ভিকটিমের ক্ষোভ প্রশমিত হয়। সামাজিক কাঠামোগত ভাবে যখন আপনি ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিচার নিশ্চিত করতে পারবেন না তখনই মানুষকে দেখবেন প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠতে এবং আইন ভঙ্গ করার কাজে লিপ্ত হতে। বর্তমানে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছে এবং এই সরকার যদি ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিচার নিশ্চিত করতে না পারেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আরো বহু গুণে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিএমপির মুখপাত্র (ডিসি) এনএম নাসিরুদ্দিন বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সার্বক্ষণিক পুলিশের টহল, বিশেষ অভিযান, ব্লক রেইড, দেয়া হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। অপরাধমূলক যে সব ঘটনা ঘটছে, সেব ঘটনার ভিত্তিতে ও মামলার প্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম চলছে। আসামিরাও গ্রেফতার হচ্ছে। আমাদের দিক থেকে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

টেন্ডার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জেরে ডা. আহমেদের ওপর হামলায় গ্রেফতার-৫ : মহাখালী এলাকায় জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আহমদ হোসেনের ওপর ছুরিকাঘাতের ঘটনায় জড়িত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। দুই প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জেরে হাসপাতালের উপ-পরিচালককে ভয় দেখাতে ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের দিয়ে হামলা চালানো হয়। র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড ইন্তেখাব চৌধুরী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এ ঘটনায় হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাদী হয়ে রাজধানীর বনানী থানায় অজ্ঞাত ৮-১০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলো-শরিফুল আলম করিম, আমিনুল ইসলাম কালু, সালাউদ্দিন বদি, সাজ্জাদ এবং আরিফুজ্জামান। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। টেন্ডারকে ঘিরে বিরোধে জড়িত দুটি গ্রুপের মধ্যে একটি ‘রুবেলের ইএমই ট্রেডার্স’ এবং অন্যটি ‘মোনায়েম গ্রুপ’। আইন-শৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারে কোর কমিটি পুনর্গঠন : দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করতে কোর কমিটি পুনর্গঠন করেছে সরকার। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উপসচিব কেএম ইয়াসির আরাফাত স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠিত এই কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি), বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (এসএসএফ), ডিজিএফআই, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, এনএসআই, এনটিএমসি, র্যাব, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ডিএমপি কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক) সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

উত্তরা : উত্তরা ও আশপাশের তুরাগ, উত্তরখান, দক্ষিণখান এলাকায় চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ ও হামলার ঘটনা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেক্টর এলাকায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহে উত্তরা ও আশপাশের এলাকায় বেশ কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে : তুরাগে দিনদুপুরে অটোরিকশা ছিনতাই করে চালককে হত্যা, দক্ষিণখানের মোল্লারটেক গাওয়াইর এলাকায় এক তরুণীকে মারধর করে গুরুতর আহত করা, উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে তরমুজের দাম নিয়ে মারামারি, ১৪ নম্বর সেক্টরে তুচ্ছ ঘটনায় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকানে হামলা, দিয়াবাড়ীর ফুড কোর্টে সংবাদকর্মীর ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, বিমানবন্দর বাবুস সালাম জামে মসজিদ মার্কেটে দোকান দখলকে কেন্দ্র করে হামলা-পাল্টা হামলা এবং দক্ষিণখানে ৩ যুবদল কর্মীকে পিটিয়ে আহত করার ঘটনা। এছাড়া উত্তরখানের মধ্যপাড়া বালুর মাঠ বেলা মার্কেট এলাকা থেকে নুর মোহাম্মদ নামের এক প্রবাসীকে তুলে নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা বলছেন, সন্ধ্যার পর জনশূন্য এলাকা ও ভাঙাচোরা রাস্তায় সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারীরা ওঁৎ পেতে থাকে। ফুটপাত দখল করে চাঁদাবাজির অভিযোগও রয়েছে।

গাজীপুর : গাজীপুর জেলা ও গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাইকারী ও অপহরণকারীদের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়েছে যে, এতে পথচারী ও জনসাধারণ প্রতিনিয়ত রাস্তায় বেরোলেই ছিনতাই ও অপহরণ আতঙ্কে থাকে। সেই সাথে মাদকের ছড়াছড়িতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে অভিভাবকগণ। গাজীপুর মহানগরীর বিশেষ করে টঙ্গীতে ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়েছে যে, এখানকার পথচারীরা প্রতিনিয়তই ছিনতাই আতঙ্কে থাকেন। এর আগে এই এলাকায় ছিনতাইকারীদের হাতে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া টঙ্গী এলাকায় মাদকের ছড়াছড়িতে অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়েও এখানকার মাদক নির্মূল করতে পারছে না। গত ১৫ এপ্রিল গাজীপুর মহানগরীর জয়দেবপুর রাজবাড়ী থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে অটোরিকশা যোগে বাসায় ফেরার পথে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন এসএ টিভির ফটোগ্রাফার রেজা আহমেদ। এ সময় দুই তিনজন ছিনতাইকারী যাত্রী বেশে তার সাথে অটো রিকশায় ওঠেন। ধান গবেষণা গেটে আসার পর যাত্রী বেশে ছিনতাইকারীরা অটো রিকশা থেকে নেমে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তার মোবাইল ও টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়।

সাভার : ঢাকার সাভার ও আশপাশ এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি এবং কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ মানুষ এখন ঘর থেকে বের হতেও আতঙ্ক বোধ করছেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর শিল্পাঞ্চলখ্যাত এই এলাকার জননিরাপত্তা কার্যত ভেঙে পড়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে সাভারের বিভিন্ন পয়েন্টে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে অপরাধমূলক কর্মকা-।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের উলাইল, গেন্ডা, এবং রেডিও কলোনি এলাকায় প্রতিনিয়ত ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। দেশীয় অস্ত্রের মুখে পথচারীদের মোবাইল, টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী লুটে নিচ্ছে ছিনতাইকারীরা। এছাড়াও পাড়া-মহল্লায় কিশোর গ্যাংয়ের প্রভাব বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। তুচ্ছ ঘটনায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া এবং সংঘর্ষে জড়ানো এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতের আঁধারে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে গ্রিল কেটে চুরির ঘটনা ঘটছে। এমনকি গত কয়েক দিনে কয়েকটি এলাকায় সশস্ত্র ডাকাতির খবরও পাওয়া গেছে, যা জনমনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

ধামরাই (ঢাকা) উপজেলা : জানা গেছে, উপজেলার প্রায় প্রতিটি হাটবাজার বাসস্ট্যান্ডসহ অলিগলিতে গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবার সহজলভ্যতায় যুবসমাজের কিছুএকটা অংশ মাদক নামক মরণ নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এসব মাদক নিয়ন্ত্রণে লোক দেখানো নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে পুলিশ ও র্যাব। এর বিপরীতে অনেকটা হাত গুটিয়ে বসে আছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। তাদের মাদক উদ্ধারে তেমন সক্রিয় ভূমিকা ও তৎপরতা নেই বললেই চলে। ফলে মাদক উদ্ধার, মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের আটক করতে খুব একটা দেখা যায় না। গত কয়েক মাসে মাদকের আগ্রাসন রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাত্র কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছে বলে জানা গেছে। গত ১ মার্চ স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ তমিজ উদ্দিন ২ সপ্তাহের মধ্যে মাদক নির্মূল করতে হবে এমন কথা প্রশাসনকে বললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মাদকের ভয়াবহতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ : নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রতিক সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। খুন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসার মতো অপরাধের হার বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে নারায়ণগঞ্জ শহর ও এর আশপাশের এলাকায় একাধিক হত্যাকা-, দুর্ধর্ষ ছিনতাই ও চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে রাতে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। অনেকেই জানান, সন্ধ্যার পর প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছেন তারা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বিভিন্ন স্থানে প্রভাবশালী চক্রের মাধ্যমে চাঁদা আদায়ের প্রবণতা বেড়েছে। এতে ব্যবসার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিনিয়োগে অনীহা তৈরি হচ্ছে। ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তথ্য অনুসন্ধানে জানাগেছে. নারায়ণগঞ্জে চলতি মাসেই কমপক্ষে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৫টি। ১৯ এপ্রিল এক ব্যবসায়ীকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নেওয়ার সময় স্থানীয়রা বাধা দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে চারজন গুলিবিদ্ধ হয়। গত এক সপ্তাহ আগে ফতুল্লা শিল্পাঞ্চলে জুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে সাতজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইনশা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

মানুষ ‘বেচে’ লাখোপতি

ঢাকা : আন্দামান সাগরে মালয়েশিয়াগামী ট্রলারডুবির মর্মান্তিক ঘটনার পর আবারও আলোচনায় এসেছে টেকনাফের মানব পাচার চক্রের তৎপরতা। ২০১৫ সালের মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্তের জঙ্গলে বাংলাদেশিদের গণকবর আবিষ্কারের পর আবার একই রুটে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছে। শাহপরীর দ্বীপ, সাবরাং ও বাহারছড়া এই উপকূলীয় এলাকাগুলো ঘিরে সক্রিয় রয়েছে সংঘবদ্ধ পাচারচক্র। গ্রামে গ্রামে রয়েছে তাদের দালাল। মানুষ বেচে লাখোপতি হওয়াই দালালদের উদ্দেশ্য। পাচারের শিকার অনেকের পরিবারকে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে দিতে হচ্ছে মুক্তিপণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ‘টপটেন’ নামে পরিচিত ১০ জন দালালের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচার চলছে। বিদেশে উচ্চ আয় ও নিরাপদ যাত্রার স্বপ্ন দেখিয়ে দরিদ্র ও সহজ-সরল মানুষদের ফাঁদে ফেলে পাচারকারী চক্র। এরপর তাদের সাগরপথে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় পাঠানো হয়, যেখানে মৃত্যুই হয়ে ওঠে বড় নিয়তি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ, সাবরাং ও বাহারছড়ার বিভিন্ন পয়েন্ট ঘিরে একটি পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, এই চক্রের অন্তত শতাধিক মাঠকর্মী রয়েছে, যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভাবী মানুষদের চিহ্নিত করে দালালদের কাছে পৌঁছে দেয়। বিনিময়ে তারা অর্থ পেয়ে থাকে। পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত হিসেবে স্থানীয়ভাবে যাদের নাম আলোচনায় এসেছে তারা হলেন সাবরাং এলাকার আজম উল্লাহ, মোহাম্মদ সাদ্দাম, শাকের মাঝি ওরফে মোহাম্মদ শাকের, শাহপরীর দ্বীপের আবুল হাশিম ওরফে পোয়া মাঝি, মাহবুবুর রহমান ওরফে মাম্মা, আজগর আলী মাঝি, আবু তাহের, মোহাম্মদ ইসমাইল, সৈয়দ উল্লাহ, বাহারছড়ার আব্দুল আলী ও আজু। এ ছাড়া আবদুল আমিন, কাসেম, ফারুক, আবদুল করিম, হেলাল উদ্দিন, হাসু, সাহেব মিয়া, মোস্তফা কামাল, ফয়সাল, শওকত, ফজল আহমেদ, শফিক, সাদ্দাম হোসেন, জুবাই, জসিম, রাসেল ও আয়াত উল্লাহর নামও স্থানীয়ভাবে উঠে এসেছে।

টেকনাফ মডেল থানার ওসি সাইফুল বলেন, ‘মানব পাচারের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে যে ১০ জনের নাম আলোচিত হচ্ছে, তারা ঘটনায় জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে, কিছু প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি, জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।’ দালাল সৈয়দ উল্লাহ বলেন, ‘আমি ২০২৫ সাল পর্যন্ত এসব কাজে জড়িত ছিলাম। কিন্তু থাইল্যান্ড গণকবর আবিষ্কারের ঘটনা সামনে আসার পর আমি পলাতক ছিলাম, আমার বিরুদ্ধে দুটি মামলাও হয়। এ কারণে এখনও আমার আসছে।’ শাহপরীর দ্বীপের কোনাপাড়া এলাকার এক ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, কিশোরী রোকসানা আক্তার ও রুমেনা আক্তারকে বাজারে নেওয়ার কথা বলে দালালদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে তাদের পরিবারকে বিদেশ থেকে ফোন করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। রোকসানার মা মমতাজ বেগম বলেন, ‘এক মাস পর থাইল্যান্ড থেকে ফোন করে ৫ লাখ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না থাকায় এখনও মেয়েকে ফেরত আনতে পারিনি।’ সাবরাং এলাকার এক স্কুলছাত্রকে জিম্মি করে পাচারের অভিযোগ উঠেছে আবদুল আমিনের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, তাকে মালয়েশিয়ায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তার খোঁজ মেলে ট্রলারডুবির ঘটনায়। নিহত ও নিখোঁজদের বহু পরিবার আজও অপেক্ষায় রয়েছে স্বজনদের ফিরে আসার। স্থানীয়দের মতে, গত এক দশকে শতাধিক পরিবার তাদের উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়েছে এই মানব পাচার চক্রের কারণে। শাহপরীর দ্বীপের আবু তাহেরের নামও বিভিন্ন ঘটনায় উঠে এসেছে। অভিযোগ রয়েছে, জেলে পেশা থেকে তিনি মাদক ও মানব পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত হন। স্থানীয়দের দাবি, একাধিক ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা থাকলেও তাকে ঘাটায় না আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অন্যদিকে, আবুল হাশিম ওরফে পোয়া মাঝির নাম ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডে গণকবর আবিষ্কারের পর দেশজুড়ে আলোচনায় আসে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তিনি দীর্ঘদিন সমুদ্রপথে মানব পাচারে জড়িত। অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি অতীতে কিছু কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলেও বর্তমানে মানব পাচারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আজগর আলী মাঝির বিরুদ্ধেও থাইল্যান্ডে পাচারকৃত শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিযোগ রয়েছে। টেকনাফের বাহারছড়ার কচ্ছপিয়া ও মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন এলাকা এখনও পাচারের অন্যতম প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। জুম্মাপাড়ার আবদুল আলীর বিরুদ্ধেও অপহরণ, মাদক ও মানব পাচারসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা যায়। টেকনাফের ছাত্র প্রতিনিধি রুবায়েত হোসাইন বলেন, ‘২০১৫ সালে গণকবর আবিষ্কারের পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টেকনাফের অসংখ্য মানুষ পাচারের শিকার হয়েছেন। অথচ পাচারের সঙ্গে জড়িতরা ধরাছোঁয়ার বাইরে।’ এ বিষয়ে কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. অহিদুর রহমান বলেন, ‘মানব পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এককভাবে পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি, চক্র শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে এটি দমন করতে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’

NOW SHOWING IN THEATRES

1. REGAL UA MIDWAY, **FOREST HILLS/QUEENS**
2. SHOWCASE CINEMA DE LUX **FARMINGDALE, LONG ISLAND**
টিকেট ও শো-টাইম: সিনেমা হল এর ওয়েবসাইট/অ্যাপ/কাউন্টার

NY HOME CARE
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org
Contact with us
718-874-0047
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047
Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432
Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657
Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446
Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061
M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

(প্রথম পাতার পর)

ট্রাম্প। বুধবার (২২ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে তিনি জানান, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর পাশাপাশি ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর অবরোধ কার্যক্রম আগের মতোই অব্যাহত থাকবে। মূলত একটি ঐক্যবদ্ধ শান্তি প্রস্তাবনা তৈরির সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিশেষ বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উল্লেখ করেন, বর্তমান ইরান সরকার মারাত্মকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে, যা আগে থেকেই অনুমেয় ছিল। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন এখনই ইরানে কোনো হামলা চালানো না হয়।

পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ট্রাম্প ইরানের প্রতিনিধি ও নেতাদের একটি সম্মিলিত প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিবৃতিতে ট্রাম্প আরও স্পষ্ট করেছেন যে, হামলা স্থগিত থাকলেও মার্কিন সামরিক বাহিনী পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি তার বাহিনীকে ইরানি বন্দরগুলোতে কঠোর অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরানের পক্ষ থেকে প্রস্তাব জমা দেওয়া এবং সেই আলোচনার কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকবে বলে তিনি নিশ্চিত করেন। পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এবং তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার গত কয়েকদিন ধরেই সংঘাত এড়াতে সংলাপ ও কূটনীতির ওপর জোর দিয়ে আসছিলেন। ইসলামাবাদে প্রস্তাবিত শান্তি আলোচনায় ইরানের অংশগ্রহণের বিষয়ে যখন অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছিল, ঠিক তখনই ট্রাম্পের এই ঘোষণা মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা নিরসনে নতুন এক কূটনৈতিক মোড় নিয়ে এলো।

ইরানের সঙ্গে চুক্তি নাগালেই ছিল, সর্বনাশ করেছে সামাজিকমাধ্যমে ট্রাম্পের পোস্ট : গত সপ্তাহের শেষভাগে মনে হচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, ইরান যুদ্ধের অবসানে একটি শান্তিচুক্তি হাতের নাগালেই। ঠিক তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন সব কথা বলা ও পোস্ট দেওয়া শুরু করলেন, যেটা করবেন না বলে তাঁর কর্মীরা বারবার নিশ্চিত করেছিলেন। ট্রাম্পের কথা ও পোস্ট দেখে মনে হয়েছে, সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে তিনি দর-কষাকষির চেষ্টা করছেন। চলমান আলোচনা নিয়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক পোস্ট দিয়ে গেছেন এবং গত শুক্রবার সকালে যখন পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীরা তাঁকে তেহরানে ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে চলমান আলোচনার হালনাগাদ তথ্য দিচ্ছিলেন, তখন তিনি ফোনে কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প প্রকাশ্যে যেসব দাবি করেন, পরে ইরানি কর্মকর্তারা তাঁর অনেকগুলোই প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইরান নতুন করে আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেনড়ট্রাম্পের এমন দাবিও তেহরান অস্বীকার করেছে। ফলে যুদ্ধ অবসানে সম্ভাব্য একটি শান্তিচুক্তি নিয়ে যে আশাবাদ তৈরি হয়েছিল, তা দ্রুতই কমে আসে। এখন শান্তি আলোচনা কোন দিকে যাবে, তা একেবারেই অনিশ্চিত। ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে সিএনএনের কাছে স্বীকার করেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রকাশ্য মন্তব্য আলোচনার জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন, এই আলোচনা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইরানের গভীর অবিশ্বাস পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

আলোচনার বিষয়ে অবগত এমন এক ব্যক্তি সিএনএনকে বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে আলোচনার চেষ্টা করা, বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন তাঁরা (ইরানিরা) এমন বিষয়ের ওপর সম্মতি দিয়েছেন, যেগুলো নিয়ে তাঁরা এখনো একমত হননি এবং যেগুলো তাঁদের দেশের জনগণের মধ্যেও জনপ্রিয় নয়ড়এসব বিষয় ইরানিরা ভালোভাবে নেননি। ওই ব্যক্তি আরও বলেন, এভাবে তাঁদের দুর্বল মনে হবে কি না, এটা নিয়ে ইরানিরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য শান্তি আলোচনা নিয়ে ট্রাম্প যেসব দাবি করছেন, তার মধ্যে রয়েছে ট্রাম্প ব্লুমবার্গকে বলেছেন, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি ‘অনির্দিষ্ট’ সময়ের জন্য স্থগিত করতে সম্মত হয়েছে। ট্রাম্প সিবিএস নিউজকে বলেছেন, তেহরান ‘সবকিছুর সঙ্গে একমত হয়েছে’ এবং সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অপসারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করবে। আর অ্যাক্সিওসকে ট্রাম্প বলেছেন, আরেকটি বৈঠক ‘সম্ভবত সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত হবে’। তিনি যোগ করেন, ‘আমি মনে করি আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাব।’ প্রকাশ্যে ট্রাম্পের এসব দাবির মধ্যে গত রোববার ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি নতুন করে বড় পরীক্ষার মুখে পড়ে। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ওমান উপসাগরে মার্কিন নৌ অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করা একটি ইরানি পতাকাবাহী জাহাজে গুলি চালায় এবং সেটি জব্দ করে। এ ঘটনা ইরানিদের আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ট্রাম্পকে এখন আবার একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবেড়তিনি কি একটি চুক্তি করবেন, নাকি এমন একটি সংঘাত আরও তীব্রতর করবেন, যেটি এখনকার মতো শেষ হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। ট্রাম্প আলোচনার জন্য ইরানকে বেশ কিছু ‘সীমারেখা’ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছেড়ইরানকে তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে এবং প্রায় পারমাণবিক বোমা তৈরির মানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত হস্তান্তর করতে হবে। অন্যদিকে তেহরান জোর দিয়ে বলছে, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

ট্রাম্প যেভাবে সবকিছু বিগড়ে দিচ্ছেন : আলোচনার প্রথম দফায়, যুক্তরাষ্ট্রের আলোচকেরা ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম ২০ বছরের জন্য স্থগিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আলোচনার সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র এ কথা জানিয়েছে। জবাবে ইরান পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেয়, যা যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করেছে। এ বিষয়ে জানা আছে এমন একজন মার্কিন কর্মকর্তা এ কথা বলেছেন। আলোচনা সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তি বলেন, সাম্প্রতিক একটি প্রস্তাবে ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছেড়প্রথমে ১০ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থগিত রাখা হবে, এরপর আরও এক দশক ইরান শুধু অস্ত্র-মানের অনেক নিচের স্তরে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করবে। অন্যদিকে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুরোপুরি বাতিল চান। তিনি এমনকি প্রথম দফা আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইরানকে ২০ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থগিতের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার বিরোধিতাও করেন। আগের এক প্রতিবেদনে সিএনএন বলেছিল, তেহরানের সঙ্গে চলমান আলোচনার অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন বিদেশে জব্দ করা ইরানের ২ হাজার কোটি ডলারের সম্পদ মুক্ত করার বিষয়টিও বিবেচনা করছে। এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে ইরানের পক্ষ থেকে তাদের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত হস্তান্তরের বিনিময়ে। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ নিজেদের শর্তে কতটা নমনীয় হবে, সেটির ওপর নির্ভর করছিল একটি চুক্তি হবে, নাকি হবে না। ট্রাম্প তাঁর একটি অবস্থানে একদম অনড় রয়েছেন। সেটা হলো, এমন কোনো চুক্তিতে সম্মত না হওয়া, যা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে হওয়া ইরান পারমাণবিক চুক্তির মতো হবে। ট্রাম্প শুরু থেকেই ওই চুক্তিকে দুর্বল বলেছেন এবং ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে চুক্তি থেকে সরিয়ে নেন। একটি চুক্তি না হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে অন্তত একটি প্রাথমিক রূপরেখাভিত্তিক সমঝোতা তৈরি হবে, এমনটা আশা করেছিলেন আলোচকেরা। তাঁরা ভেবেছিলেন, যদি একটি সমঝোতা তৈরি হয়, তবে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে চুক্তির সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিষয়গুলো নিয়ে আরও গভীর আলোচনার পথ খুলে যাবে।

আলোচকেরা যখন অন্তত একটি সমঝোতার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, সোমবার ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে দারুণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে বসেন, তিনি কোনো চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য চাপ অনুভব করছেন না। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছে এই যুদ্ধ ক্রমেই অজনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যুদ্ধের কারণে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়া এর পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। ঘন ঘন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার অভ্যাসের কারণে আলোচনার ক্ষতিকর হতে পারেড়এটা নিয়ে সোমবার দুপুর পর্যন্ত ট্রাম্পের কোনো উপদেষ্টা তাঁকে সতর্ক করেছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। সেদিন দুপুর থেকে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে ইরান যুদ্ধ নিয়ে একাধিক পোস্ট দেন। ওই সব পোস্টে তিনি ৯০০-এর বেশি শব্দ লিখেছেন। আর ট্রাম্পের এসব প্রকাশ্য মন্তব্য আলোচনা ঘিরে শুধু অনিশ্চয়তাকেই আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন রোববার সকালে ট্রাম্প বলেছিলেন, নিরাপত্তাসংক্রান্ত কারণে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স দ্বিতীয় দফা আলোচনায় অংশ নেবেন না। যদিও ঠিক কী ধরনের নিরাপত্তা উদ্বেগ, তা তিনি সুনির্দিষ্ট করে বলেননি। একই সময়ে তাঁর সরকারের দুই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাড়জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়ালৎস এবং জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, ইসলামাবাদে প্রথম দফা আলোচনার মতো এই দফার আলোচনায়ও নেতৃত্ব দেবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স। এক দিন পর ট্রাম্প আরেকটি বিভ্রান্তিকর হালনাগাদ তথ্য দেন, এবার তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টের অবস্থান নিয়ে। ট্রাম্প নিউইয়র্ক পোস্টের এক সাংবাদিককে বলেন, ভ্যান্স আকাশে রয়েছেন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আলোচনার জন্য পাকিস্তানে অবতরণ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, ভ্যান্সের গাড়িবহর তাঁকে নিয়ে হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হোয়াইট হাউস কর্মকর্তা ব্যাখ্যা দেন, ‘আমরা আশা করছি, প্রতিনিধিদল শিগগিরই রওনা দেবে।’ বহু বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ে ট্রাম্পের মিথ্যা বলার ইতিহাস রয়েছে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ইরান যুদ্ধ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন, নাকি তিনি বারবার ভুল তথ্যের শিকার হচ্ছেন, সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু তাঁর মিথ্যার পুনরাবৃত্তি এতটাই বেশি যে নেপথ্যে ইরান আসলে কী বলছে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

মহুয়া গীতি-নৃত্যনাট্যের সফল মঞ্চায়ন

নিউইয়র্ক: গত ১১ এপ্রিল টাইমস স্কয়ারে ও ১২ এপ্রিল জ্যাকশন হাইটস ডাইভারসিটি প্লাজায় মৈমনসিংহ গীতিকার কালজয়ী মহুয়া পালার অংশ বিশেষ নিয়ে মহুয়া সুন্দরী গীতি-নৃত্যনাট্যের সফল মঞ্চায়ন হয়েছে। বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে এটা ছিল এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর ব্যাতিক্রমী আয়োজন। জীবন মঞ্চ নিবেদিত মহুয়া গীতি নৃত্যনাট্য - এর গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন জীবন চৌধুরী। নির্দেশনায় ও সুত্রধরের ভুমিকায় ছিলেন গোবিন্দ দাস, মহুয়া চরিত্রে সান্ত্বেনা রায়, নদের চাঁদ লিটন ফিলিপস, সর্দার সহযোগী সহদেব তালুকদার, নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন অনিন্দিতা ভট্টাচার্য। মহুয়া গীতি-নৃত্যনাট্যের পরিচালক জীবন চৌধুরী স্বাগত ভাষনে সম্পূর্ন পালাটি সত্বর মঞ্চায়নেয় আশাবাদ ব্যক্ত করে সংস্কৃতি মনস্ক ও উদার চিত্ত বিত্তবান প্রবাসীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চেয়েছেন।

পোশাক রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ

ঢাকা : পোশাক রপ্তানিতে ধারাবাহিক ধস চলছেই। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাবে টানা আট মাসের বেশি সময় ধরে পোশাক রপ্তানি কমছে। পোশাক রপ্তানির শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে ৯ দেশ যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, জাপান, নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্ক-এ রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে শুধু স্পেনে রপ্তানি বেড়েছে। ব্যবসায়ীদের মতে, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট এবং লিড টাইম পণ্য পৌঁছানোর সময় বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ পোশাক রপ্তানিতে ভালো করছে। ট্রাম্প প্রশাসনের পাল্টা শুল্ক আরোপের মধ্য দিয়ে এই মন্দা অবস্থা শুরু হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ক্রেতাদের আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ক্রয়াদেশ কমিয়ে দেয়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে জুলাই-মার্চ ২০২৫-২৬ সময়ে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৮ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ৩০ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ। এর মধ্যে নিটওয়্যার খাতের রপ্তানি আয় ১৫ দশমকি ১১ বিলিয়ন ডলার (কমেছে ৬ দশমিক ৪২ শতাংশ) এবং ওভেন খাতের আয় ১৩ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার (কমেছে ৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ)। রপ্তানি আয়ের বিবেচনায় শীর্ষ ১০ বাজারে রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে গত মার্চ মাস পর্যন্ত ৯ মাসে শীর্ষ ১০ বাজারের মধ্যে ৯টিতে রপ্তানি কমেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম স্পেন। দেশটিতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২ শতাংশের মতো। রপ্তানি কমার দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমেছে ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গত বছরের ৫ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাজ্যে কমেছে ১ দশমিক ৬১ শতাংশ। এ সময় যুক্তরাজ্যের বাজারে রপ্তানি হয়েছে ৩ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরে ছিল ৩ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশ জার্মানিতে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে গত মার্চ মাস পর্যন্ত কমেছে ১৪ শতাংশ।

শিক্ষা-পুষ্টি-স্বাস্থ্য সমন্বয়ে 'সুরভি' মডেলকে গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের 'বেস্ট ফিউচার জেনারেশনস' বিষয়ক বিশেষ দূত চার্লস জে হার্ডার এবং ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন রাজধানী ঢাকায় সুরভি বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। সফরকালে তারা শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার সমন্বিত এই উদ্যোগকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। গত ১৯ এপ্রিল মার্কিন দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। দূতাবাস জানায়, পরিদর্শনের সময় সুরভির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু-এর সঙ্গে বৈঠকে তারা স্কুলটির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেন। আলোচনায় উঠে আসে– শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার ফলে শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বিশেষ দূত হার্ডার এবং রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন উভয়েই বলেন, শিশুদের শেখার সক্ষমতা, উপস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের সঙ্গে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই মানবসম্পদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও তারা মত দেন।দূতাবাস আরো জানায়, সুরভি মডেলটি বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কার্যকর একটি উদাহরণ, যেখানে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সচেতনতা এবং পুষ্টি সহায়তা একসঙ্গে প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে শিশুদের স্কুলে ধরে রাখা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা সহজ হয়।উল্লেখ্য, বিশেষ দূত চার্লস জে হার্ডার গত ১৮ এপ্রিল তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

Building For Sale

১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: $985,000

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront, 3 Units, Asking Price: $985K

Contact- Phone: **718-298-5885**
Email: lewislionel@aol.com
বি-৪৪-৪৮

পারসন্স হালাল মিট এন্ড গ্রোসারি

কোরবানির অর্ডার নেয়া হচ্ছে

PARSONS HALAL MEAT & GROCERY
83-39 Parsons Blvd. Jamaica, NY-11432
Tel: 347-238-1333

গণভোট- জুলাই সনদ নিয়ে টানাপোড়েন

(প্রথম পাতার পর)

টানাপোড়েন। এরপর সামনে আসে সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী হবে, সেই প্রশ্ন। সংবিধান সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষকে 'অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়নমূলক' একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করেছিল। এটি সংসদের নিম্নকক্ষের বা সংসদে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও একচ্ছত্র ক্ষমতা কমাবে, এমন চিন্তা থেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের প্রস্তাব করেছিল তারা। বিএনপিসহ প্রায় সব দলই সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার বিষয়ে একমত। বিএনপির দলীয় ৩১ দফাতেও সই করার পর জুলাই জাতীয় সনদ হাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গত বছরের ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে। সাধারণ বিলে উচ্চকক্ষের সম্মতির বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সংবিধান সংশোধন বিলে উচ্চকক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রস্তাব আছে জুলাই সনদে। তাতে বলা হয়, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষের দুইতৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিএনপির ভিন্নমত আছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে অর্থবিল ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল সংস্কার কমিশনের। তবে শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়, সংসদ সদস্যরা সংসদে অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবেভোট দিতে পারবেন। এই প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু উচ্চকক্ষের গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতা নিয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল, উচ্চকক্ষে (সিনেট) নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনি-ধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে। অর্থাৎ নিম্নকক্ষে সাধারণ নির্বাচনে একটি দল সারা দেশে যত ভোট পাবে, তার অনুপাতে দলটি উচ্চকক্ষে আসন পাবে।

অন্যদিকে বিএনপির চাওয়া ছিলড়নিম্নকক্ষে একটি দল যতগুলো আসন পাবে, তার অনুপাতে উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন হবে। অর্থাৎ এটি হবে এখন যেভাবে সংরক্ষিত নারী আসন বণ্টন হয়, সেটার মতো। সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন করা হলেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা নয়। বরং এটি নির্ভর করবে কোন পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচন হবে, উচ্চকক্ষের কেমন ক্ষমতা থাকবে, সেটার ওপর। প্রস্তাবে উচ্চকক্ষকে মূলত সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়। জুলাই সনদে বর্ণিত সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালু হলে উচ্চকক্ষে কোনো দলের একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এতে উচ্চকক্ষ ভারসাম্যমূলক এবং তুলনামূলক বেশিসংখ্যক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই পদ্ধতিতে কোনো দলের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ারই সম্ভাবনা কম থাকে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে কোনো দলকে নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশি পেতে হবে। দেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর কোনোটিতেই কোনো দল এককভাবে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছে ৪৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ ভোট। পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। ওই সরকারের একটি সূত্র তখন জানিয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাবটি মেনে নেওয়ার জন্য বিএনপিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিএনপি এটি মানেনি।

উচ্চকক্ষের ক্ষমতা : সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল ছাড়া সব বিল উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল দুই মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাসকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিম্নকক্ষ যদি এটি আবারও পরবর্তী অধিবেশনে পাস করে, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো যাবে। সাধারণ বিলে উচ্চকক্ষের সম্মতির বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সংবিধান সংশোধন বিলে উচ্চকক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রস্তাব আছে জুলাই সনদে। তাতে বলা হয়, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষের দুইতৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত) আছে। তারা উচ্চকক্ষে সংবিধান সংশোধন বিল পাঠানো এবং তা পাস করানোর বিপক্ষে। বিএনপি যেভাবে উচ্চকক্ষ চায়, তাতে নিম্নকক্ষে কারও সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা দুইতৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে উচ্চকক্ষেও তা থাকবে। এতে উভয় কক্ষেই ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থেকে যাবে, যা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে। গত বছরের ২৯ জুন ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় এই মতপার্থক্য উঠে আসে। সেদিন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছিলেন, যদি নিম্নকক্ষের আসনের অনুপাতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হয়, তাহলে এটি নিম্নকক্ষের 'রেপ্লিকা' হবে। একই দিন এন-সিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছিলেন, উচ্চকক্ষের ক্ষমতা না থাকলে সেটার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

দ্বিকক্ষের প্রস্তাব কেন : সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছে। নির্বাহী কার্যাবলির দুর্বল তদারকি, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সংসদ যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির কারণে জবাবদিহির জায়গাটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তাতে আরও বলা হয়, পর্যাপ্ত পর্যালোচনা এবং কার্যকর বিতর্ক ছাড়াই দ্রুত ও দুর্বল আইন প্রণয়নের কারণেও এক কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থা সমালোচিত হয়েছে। সংসদীয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে শাসক দলকে নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, যা স্বেচ্ছাচারী আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করেছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী ও পঞ্চদশ সংশোধনীর উদাহরণ টানা হয়। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় শাসনপদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনপদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজ-

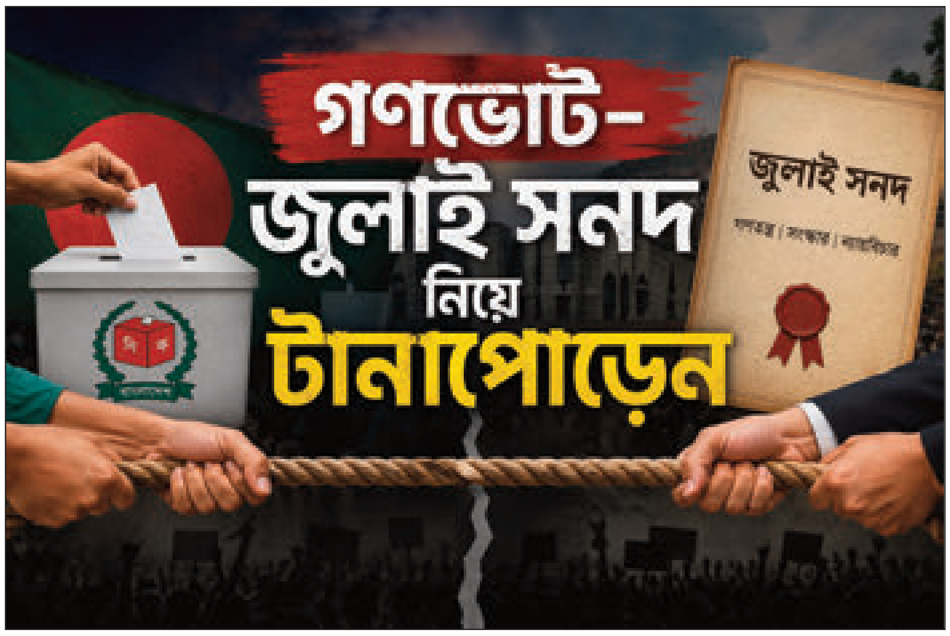

নীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। আর ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাদ দেওয়া হয়েছিল। এসব বিবেচনা করে কমিশন এককক্ষীয় আইনসভার কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো মোকাবিলার জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করে।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কতটা কমবে : দেশে সংসদীয় ব্যবস্থায় এখনো ব্যক্তি একাধারে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হতে বাধা নেই। অনেকে মনে করেন, এতে সরকার, সংসদ ও দলে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ একজনের হাতে থাকে। এখানে পরিবর্তন আনতে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হতে পারবেন না। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় ঐকমত্য কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়, একই ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের পদে থাকতে পারবেন না। এ বিষয়ে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দল একমত হয়। তবে এই সিদ্ধান্তে বিএনপিসহ কয়েকটি দল ভিন্নমত দিয়েছে। বিএনপি বলেছে, একটি দল নির্বাচনে জয়ী হলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন আর কে দলীয় প্রধান হবেন, গণতান্ত্রিকভাবে এটা ঠিক করার এখতিয়ার ওই দলের। এটি সংবিধানের বিষয় নয়। যেভাবে সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য হয়েছে, তাতে কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমবে। যেমন নির্বাচন কমিশন গঠন। সরকারি দল, বিরোধী দল ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার বাছাই করবে। কমিটি যাঁদের বাছাই করবে, তাঁদের নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল ও আইন কমিশনে সরাসরি নিয়োগ দিতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। এখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমবে। আর এক ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে বিএনপি এই প্রস্তাব এনেছিল, তাতে ঐকমত্য হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে বিএনপির একটি শর্ত ছিল, তা হলো তারা ১০ বছরের বিষয়টি মানবে, সে ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় কিছু পরিবর্তন আসবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের' পরিবর্তে 'মন্ত্রিসভার অনুমোদনের' বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণাসম্পর্কিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ প্রস্তাবেও বিএনপিসহ প্রায় সব দল একমত। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে জুলাই সনদে যেসব প্রস্তাব আছে সেগুলোর বাস্তবায়ন হলে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমবে। কিন্তু এসব প্রস্তাবে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট আছে। অবশ্য সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদ ভিন্নমত জানিয়ে প্রথম আলোতে বিশ্লেষণ লিখেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, প্রধানমন্ত্রীর পদকে গুরুত্বহীন করে তোলা হচ্ছে। তাঁর যুক্তিগুলো আমার এ লেখার প্রথম পর্বে উল্লেখ করেছিলাম। নিজাম উদ্দিন আহমদের লেখার প্রতিক্রিয়ায় প্রথম আলোতে ২৮ মার্চ বিশ্লেষণ লিখেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ইমরান সিদ্দিক। তিনি সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই লেখায় নিজাম উদ্দিন আহমদের যুক্তিগুলো খণ্ডনের পাশাপাশি ক্ষমতার ভারসাম্য কেন প্রয়োজন এবং সেটি কীভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেন ইমরান। তিনি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন, রাষ্ট্রপতিকে এমন কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যা প্রধানমন্ত্রীকে গুরুত্বহীন করে ফেলে। ইমরান আরও লেখেন, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের গঠন হবে: তিনজন সরকারি দল থেকে, তিনজন বিরোধী দল থেকে এবং তিনজন নিরপেক্ষ সদস্যড়রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি এবং এমন একজন সংসদ সদস্য, যিনি সরকার বা প্রধান বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত নন। এই ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো নিশ্চিত করবে যে কোনো একক গোষ্ঠী পুরো কাউন্সিলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ইমরানের ভাষ্য ছিল, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিনিধিদের এই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এটি কম গণতান্ত্রিক নয়, বরং অধিকতর গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী হয়তো সব সময় এই নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। কিন্তু ঠিক এ কারণেই জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের প্রয়োজন; নিয়োগপ্রক্রিয়া ন্যায়সংগত রাখা এবং তা যেন কোনো একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে না থাকে, সেটা নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটা বাড়বে : সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছিল, গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং কার্যকরী ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বিভিন্ন নিয়োগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। তাতে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান; ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের মহাপরিচালকসহ ১২টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, গভর্নর, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, আইন কমিশন ও এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে কারও পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়ার বিষয়ে বিএনপিসহ ছয়টি দল 'নোট অব ডিসেন্ট' দেয়।

সংসদে জবাবদিহি : ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে আইনসভা বা সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা এবং উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখানে বিএনপির ভিন্নমত আছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে অর্থবিল ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল সংস্কার কমিশনের। তবে শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়, সংসদ সদস্যরা সংসদে অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। অবশ্য এখানে বিএনপি আরও দুটি বিষয় যুক্ত করার বিষয়ে বলেছিলড় সংবিধান সংশোধন ও জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি)। অর্থাৎ বিএনপির অবস্থান হলোড়সংসদে সদস্যরা অর্থবিল, আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধন বিল ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে নিজ দলের বাইরে ভোট দিতে পারবেন না।

নারী প্রতিনিধিত্ব : সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ১০০টিতে উন্নীত করা এবং সেখানে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করার। নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি প্রায় সব দল সমর্থন করলেও নারী আসনে নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত নারী আসনে সরাসরি ভোটের বিষয়ে একমত হতে পারেনি দলগুলো। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, জুলাই সনদ স্বাক্ষরুপরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে (ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন) ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেবে, তবে এটি সংবিধানে উল্লেখ থাকবে না। এতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও নেজামে ইসলাম পার্টি ছাড়া সব দল একমত হয়। অবশ্য কোনো দলই গত নির্বাচনে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। বিএন-পির মোট নারী প্রার্থী ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। আর বর্তমান প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী একজনও নারী প্রার্থী দেয়নি। নারী আসনের বিষয়ে আরও সিদ্ধান্ত হয়ড়বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। আগামী চতুর্দশ সংসদ নির্বাচনে দলগুলো সাধারণ ৩০০ আসনে ন্যূনতম ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেবে। এভাবে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখা হবে। তবে বাংলাদেশ জাসদ, সিপিবি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী) ও বাসদ নারী আসন ১০০টি করা এবং সরাসরি ভোটের পক্ষে অবস্থান নেয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা : নির্বাচনকালীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে রাখার প্রস্তাব ছিল সংস্কার কমিশনের। এই ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সব দল একমত হয়। এই সরকারের গঠনপদ্ধতি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল ঐকমত্য কমিশনে। শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনপ্রক্রিয়ার১৫টি স্তরের কথা বলা হয়। এর মধ্যে কয়েকটি স্তর নিয়ে বিএনপিসহ ৭টি দলের নোট অব ডিসেন্ট আছে। একটি স্তর নিয়ে জামায়াতেরও নোট অব ডিসেন্ট আছে।

ছিল সংশয়ও : সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কতটা ঐক্য হবে, তা নিয়ে সংশয় ছিল। বিশেষ করে মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপদ্ধতি প্রশ্নে আলোচনা ভেস্তে যেতে পারে, এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। যেমন ২৯ জুন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ বলেছিলেন, 'আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম আবু সাঈদের শাহাদাতবার্ষিকীতে (১৬ জুলাই, ২০২৫) সবাই মিলে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করব। কিন্তু বাস্তবে সেটা কতটা সম্ভব হবে, তা নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। এ বিষয়ে আমাদের এখন খানিকটা শঙ্কাও রয়েছে।' সেদিন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনও মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবের ওপর কতটা ঐকমত্য হবে, সে ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যে বিষয়গুলো মৌলিক সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলোতে বিএনপি বা তার সঙ্গে আরও কয়েকটি দল দ্বিমত পোষণ করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনার পরও সে বিষয়টা অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে। এটা একটা আশঙ্কার জায়গা তৈরি করছে। এর আগে একদিন আলোচনা শেষে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'এখানে কিছু কিছু দল একবারে নিজেদের অবস্থানে অনড়। যদি এভাবে চলতে থাকে, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ঐক্যের সম্ভাবনা দেখি না।' ২৯ জুন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন ***(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)***

(৩০ পাতার পর)

আহমদ বলেন, যেসব বিষয়ে দলগুলো একমত হবে, সেগুলো নিয়ে জাতীয় সনদ সই হওয়ার কথা। তিনি বলেন, ‘এখানে যদি আমাদের বাধ্য করা হয় যে এই সমস্ত বিষয়ে একমত হতেই হবে, সেটা তো সঠিক হলো না।’

সংশয় থেকে প্রাথমিক সাফল্য : যখন জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, তখন যে প্রশ্নটি বড় আকারে সামনে এসেছিল তা হলো বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ঐকমত্য তৈরি করা কি আদৌ সম্ভব? আমার নিজেরও এটি নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। বিষয়টি নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের কারও কারও মধ্যেও শুরুতে এই সংশয় আমি দেখেছি। বিশেষ করে একটি বড় দলের সঙ্গে প্রথম পর্বের প্রথম রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর তাঁদের কেউ কেউ হতাশ হয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ৩০টি রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন সংস্কার প্রশ্নে আলোচনা চালিয়ে গেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। একটি সনদও তারা তৈরি করতে পেরেছে। সেদিক থেকে এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। প্রাথমিকভাবে এই আলোচনা সফল হওয়ার পেছনে মোটাদাগে তিনটি কারণ কাজ করেছে বলে মনে হয়। প্রথমত, একটি গণঅভ্যুত্থানের পরপরই এই আলোচনাটা শুরু হয়েছিল, সংস্কার বা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তখন একেবারে তাজা। দ্বিতীয়ত, এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার দলগুলো মতাদর্শিক দিক থেকে ডান, বাম বা মধ্যপন্থার হলেও সবাই ছিল অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তি। এই আলোচনায় আওয়ামী লীগ বা তার রাজনৈতিক মিত্র দলগুলো ছিল না। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পর্বের মূল আলোচনা বা বৈঠকগুলো টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি যতটুকু জেনেছি, প্রথম পর্বের আলোচনার অভিজ্ঞতা থেকে এটা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সংস্কার প্রশ্নে দলগুলোর কার কী অবস্থান, তা যেন মানুষ দেখতে পায়। শেষ পর্যন্ত সংস্কার প্রশ্নে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ তৈরির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা শেষ হয় গত বছরের ৩১ জুলাই। এরপর জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু হয় তৃতীয় পর্বের আলোচনা। তবে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ঠিক হওয়ার আগেই জুলাই সনদ সইয়ের আয়োজন করা হয়। ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বিএনপি, জামায়াতসহ ২৪টি রাজনৈতিক দল এই সনদে সই করে। এনসিপিসহ ছয়টি দল সেদিন সনদে সই করেনি। পরে অবশ্য এনসিপি ও গণফোরাম সনদে সই করে।

ভিন্নমত থাকবে কি না : জুলাই সনদে বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত থাকবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। জামায়াত, এনসিপিসহ বেশ কিছু দলের অবস্থান ছিল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ রাখা যাবে না। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকও নোট অব ডিসেন্ট রাখার বিপক্ষে ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি ছিলড়নোট অব ডিসেন্ট সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে না। এটা শুধুই ভিন্নমত। অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছিলেন, শুধু যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো নিয়ে সনদ করা প্রয়োজন। যেমন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমানের অভিমত ছিল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়া সংস্কার প্রস্তাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করা উচিত নয়; বরং যেসব বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য রয়েছে, কেবল সেগুলো নিয়েই জুলাই সনদ চূড়ান্ত হওয়া উচিত। (প্রথম আলো, ৩ আগস্ট ২০২৫) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও শুরুতে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ না রাখার বিষয় বিবেচনা করেছিল। সেভাবেই জুলাই জাতীয় সনদের খসড়া দলগুলোর কাছে প্রথমে পাঠানো হয়েছিল। পরে শুধু কোন প্রস্তাবে কার ভিন্নমত আছে, সেটা উল্লেখ করার চিন্তা ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিএনপির দাবি ছিল ভিন্নমতের উল্লেখের পাশাপাশি যেন একটা নোট দেওয়া হয়, সেটা এ রকমড় ‘অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।’ ঐকমত্য কমিশনের একটি সূত্র তখন জানিয়েছিল, এ ধরনের নোট রাখার বিষয়ে কমিশন একমত ছিল না। কিন্তু জুলাই সনদ সই হওয়ার আগমুহূর্তে এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেয় বিএনপি। এটি রাখা না হলে বিএনপি সনদে সই করবে নাড়এমন একটা আশঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান যাতে ভেস্তে না যায়, সে জন্য সনদে এটি যুক্ত করা হয়।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে তৃতীয় পর্ব : ৩১ জুলাই দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার শেষ দিন এনসিপি, জামায়াতসহ কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ নিয়ে আলোচনার দাবি তোলা হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের টার্মস অ্যান্ড রেফারেন্স অনুযায়ী সনদ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করার এখতিয়ার তাদের নেই। তারপরও যদি এটি নিয়ে কমিশন আলোচনা করতে চায়, বিএনপি তাতে অংশ নেবে। পরে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আবারও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেছিল ঐকমত্য কমিশন। পাশাপাশি একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সঙ্গেও কমিশন অনেকগুলো বৈঠক করেছিল। শুরুতে সনদ বাস্তবায়নে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিড়এই তিন দলের তিন ধরনের অবস্থান দেখেছি। সংবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো সংসদ গঠনের পরবর্তী দুই বছরে সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পক্ষে ছিল বিএনপি। জামায়াতে ইসলামী চেয়েছিল জাতীয় নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশের মাধ্যমে বা গণভোটের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হোক। আর এনসিপি চেয়েছিল গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হোক। বাস্তবায়নের উপায় নিয়েও দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল। এ পর্বে গণভোট করার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছিল।

গণভোট- জুলাই সনদ নিয়ে টানাপোড়েন

তবে বিএনপি সংসদ নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোট চেয়েছিল। আর জামায়াত, এনসিপিসহ কিছু দল চেয়েছিল এটি আগে করা হোক। একই সঙ্গে তারা একটি বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারির দাবিতে অনড় থাকে। আর বিএনপি বলে আসছিল, সাংবিধানিক আদেশ জারির কোনো এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির নেই। একটি প্রজ্ঞাপন হতে পারে। এর ভিত্তিতে একটি অধ্যাদেশ করে গণভোট করা যায়। ঐকমত্য কমিশন বলেছিল, সনদ বাস্তবায়নের উপায় জুলাই সনদের অংশ হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তারা একাধিক সু-পারিশ অন্তর্বর্তী সরকারকে দেবে। পরে ২৮ অক্টোবর তারা সরকারের কাছে কাছাকাছি দুটি বিকল্প প্রস্তাব সুপারিশ করে। সেখানে সনদের সংবিধানুসম্পর্কিত প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রথমে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি, এরপর গণভোট এবং গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। সংসদ নির্বাচনে জয়ীরা একই সঙ্গে সংসদ সদস্য এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন। প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কারকাজ শেষ করবে পরিষদ। বিকল্প একটি প্রস্তাবে বলা হয়, নির্ধারিত সময়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ এটি না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব প্রস্তাব পাস হয়ে যাবে। তবে কমিশনের সুপারিশ নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

বাস্তবায়নের উপায়, আদেশ জারি : গত বছরের ১৩ নভেম্বর জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধান সংশোধনের সুপারিশটি বাদ দেওয়া হয়। অন্যদিকে জানানো হয়, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে জুলাই সনদের সংবিধানুসম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে গণভোট করার কথা বলা হয়। গণভোটের প্রশ্নও ঠিক করে দেওয়া হয় আদেশে। এতে যেভাবে প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করা হয়, তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপদ্ধতি, পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠন, সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের অনুমোদনের মতো বিষয়গুলোতে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে জুলাই জাতীয় সনদে যেসব প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সেভাবেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এ আদেশ জারি করা নিয়েও রাজনৈতিক মতভিন্নতা ছিল। শুরু থেকেই বিএনপি বলে আসছিল, এ ধরনের আদেশ জারির এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির নেই। তবে তারা একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট করার বিষয়টিকে সমর্থন করে। আদেশ জারির পর বিএনপি এই আদেশের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া জানালেও পরে তারা বিষয়টি নিয়ে সেভাবে আর প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল তারা এটা মেনে নিয়েছে। গণভোটে হ্যাঁ ভোট দেওয়ার জন্যও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান আহ্বান জানান। তবে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ওই আদেশের বিপক্ষে বিএনপি আবার নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছে। তারা জাতীয় সংসদে এই আদেশটিকে ‘অবৈধ’ এবং ‘অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তহীন প্রতারণার একটি দলিল’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং এই আদেশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেবে না বলে পরিষ্কার করেছে। গণভোট অধ্যাদেশও সংসদে অনুমোদন করা হয়নি। বিএনপি বলছে, ভি-ন্নমতসহ জুলাই সনদ যেভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটা তারা (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

অভিবাসনযাত্রায় ২০২৫ সালে প্রায় ৮ হাজার মানুষের মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

এতে অন্তত ৩ লাখ ৪০ হাজার পরিবারের সদস্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত ২১ এপ্রিল প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। আইওএমের ডিসপ্লেসমেন্ট ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স (ডিটিএম) এবং মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রজেক্টের (এমএমপি) নতুন বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকা মহাদেশে, মধ্য আমেরিকা হয়ে উত্তরমুখী (যুক্তরাষ্ট্রের দিকে) অভিবাসন যাত্রা ২০২৪ সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপে সামগ্রিকভাবে অভিবাসীদের পৌঁছানোর হার কমলেও অভিবাসনের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। সেখানে সিরীয়দের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশী নাগরিকরাই এখন আগত অভিবাসীদের মধ্যে বৃহত্তম গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালে আইওএম ইউরোপগামী সমুদ্রপথে প্রায় ৩ হাজার ৪০০ জনের মৃত্যু বা নিখোঁজের ঘটনা রেকর্ড করেছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৩৩০ জন মারা গেছেন ভূমধ্যসাগরীয় পথে এবং ১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি প্রাণ হারিয়েছেন পশ্চিম আফ্রিকা থেকে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জগামী আটলান্টিক রুটে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে সমুদ্রযাত্রার সময় গত বছর প্রায় ৯০০ জনের মৃত্যু বা নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে, যাদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা শরণার্থী।

কাজের সন্ধানে প্রতি বছরই অবৈধ পথে ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল পাড়ি দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করছেন হাজার হাজার বাংলাদেশী। এ কাজে জড়িত মানব পাচার চক্রটি পশ্চিম বলকান অঞ্চল ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। যেখানে যুক্ত আছে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারীরা। অনেকে গন্তব্যে পৌঁছতে পারলেও বেশির ভাগ অভিবাসনপ্রত্যাশীর ভাগ্যে নেমে আসে নির্মম পরিণতি। আইওএমের ডিটিএম পরিসংখ্যান বলছে, অনিয়মিত পথে ২০২৫ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছেন ২৪ হাজার ৩১৮ বাংলাদেশী। ডিটিএম সরাসরি ফিল্ড মনিটরিং এবং সরকারি তথ্যের মাধ্যমে অভিবাসন পথ ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। আর এমএমপি দাপ্তরিক রেকর্ড এবং মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার তথ্য নথিভুক্ত করে। প্রতিবেদনগুলো যৌথভাবে দেখিয়েছে, কীভাবে মূল ভূখণ্ডের পরিস্থিতি এবং নীতিগত পরিবর্তন অভিবাসন যাত্রাকে নতুন রূপ দিচ্ছে, যেখানে অনিরাপদ অভিবাসনের মানবিক মূল্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আইওএমের মহাপরিচালক অ্যামি পোপ বলেন, 'সংঘাত, জলবায়ুর চাপ এবং নীতি পরিবর্তনের কারণে রুটগুলো পরিবর্তিত হলেও ঝুঁকি এখনো রয়ে গেছে।' ২০২৫ সালের গ্লোবাল ওভারভিউ অব মাইগ্রেশন রুটস দেখায়, কিছু অঞ্চলে অভিবাসী পৌঁছানোর সংখ্যা কমে আসা মানেই অভিবাসনের চাপ কমে যাওয়া নয়। বরং কঠোর আইন প্রয়োগ, সংঘাত এবং পরিবেশগত চাপের কারণে প্রতিষ্ঠিত পথগুলোর পরিবর্তে নতুন ও বিপজ্জনক পথ বেছে নেয়া হচ্ছে। 'হর্ন অব আফ্রিকা' রুট দিয়ে সৌদি আরবের দিকে অভিবাসন ২০২৪ সালের তুলনায় কিছুটা কমলেও ২০২৩ সালের তুলনায় বেশি। তবে দক্ষিণ ইথিওপিয়ায় শ্রম চাহিদার পরিবর্তনের কারণে পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে অভিবাসীদের প্রবাহ বছরের শেষের দিকে বেড়েছে। বর্তমানে সীমান্ত সহযোগিতা বাড়ায় পশ্চিম আফ্রিকান আটলান্টিক রুট ব্যবহার করে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানোর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কিন্তু যাত্রাগুলো এখন আগের চেয়ে দীর্ঘ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভৌগোলিকভাবে আরো বিস্তৃতি হচ্ছে। ডিটিএমের তথ্য বলছে, সীমান্ত এলাকাগুলোয় হাজার হাজার অভিবাসী আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং সুরক্ষার সীমিত সুযোগ নিয়ে আটকা পড়ে আছেন। একই সময়ে প্রত্যাবাসন ও স্থানান্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় পরিষেবাগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আরো জটিল হয়ে উঠছে। আইওএম স্পষ্টভাবে বলেছে, অভিবাসনের সংখ্যা কমে যাওয়া মানেই যাত্রা নিরাপদ হওয়া নয়। জীবন বাঁচাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং তথ্যভিত্তিক পদক্ষেপে বিনিয়োগ বাড়ানো অপরিহার্য।

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন পেলেন যারা

(প্রথম পাতার পর)

রিজভী জানান, সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন দিতে জাতীয় কমিটির সদস্যরা দুই দিনব্যাপী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার শেষে মনোনয়ন বোর্ড ৩৬ জনকে মনোনীত করেছে।

মনোনয়নপ্রাপ্তরা হলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক শিরীন সুলতানা, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রাশেদা বেগম হীরা, সহপ্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক রেহেনা আক্তার রানু, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক বিলকিস ইসলাম, বিএনপি সাবেক হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলমের মেয়ে শাকিলা ফারজানা, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা নেওয়াজ হালিমা আরলী, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরিন খান, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক নীলুফার চৌধুরী মনি, বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য মাহমুদা হাবিবা, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবিরা সুলতানা, মায়ের ডাক-এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলি, সহস্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আক্তার, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক ফেরদৌসী আহমেদ, প্রয়াত শফিউল বারীর স্ত্রী বীথিকা বিনতে হোসাইন, মোছাম্মত ফরিদা ইয়াসমিন, জেবা আমিন খান, সানসিলা জেবরিন, সুলতানা আহমেদ, ফাহমিদা হক, আন্না মিঞ্জ, সুবর্ণা শিকদার, শামীম আরা বেগম স্বপ্না, সুরাইয়া জেরিন, মানছুরা আক্তার, জহরত আদিব চৌধুরী, মমতাজ আলম, ফাহিমা নাসরিন, আরিফা সুলতানা, সানজিদা ইয়াসমিন, শওকত আর আক্তার, মাধবী মারমা, সেলিনা সুলতানা ও রেজেকা সুলতানা। দলীয় সূত্রে জানা যায়, মোট এক হাজার ২৫টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হলেও জমা দেন প্রায় ৯০০ জন।

সংরক্ষিত নারী আসনে জামায়াত জোটের তালিকা চূড়ান্ত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেখানে জামায়াতে ইসলামী থেকে আট জন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে দুজন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও জাগপা থেকে একজন করে। একই সঙ্গে একজন জুলাই শহীদের মাকেও নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১-দলীয় ঐক্যের সমন্বয়ক ড. এ এইচ হামিদুর রহমান আযাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের ১৩টি আসনের ৮টিতে আমরা দল থেকে প্রার্থী দিয়েছি। জোটের স্বার্থে ৫টি আসন ছেড়েছি। সেখানে একজন জুলাই শহীদের মা রয়েছেন।' ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৭টি আসন পেয়েছে বিরোধী জোট। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ৬৮, এনসিপি ৬, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২ এবং খেলাফত মজলিস ১টি আসনে জয়লাভ করে। জাতীয় সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনের বিপরীতে সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে ৫০টি।

সংখ্যানুপাতিক হারে সরকারি দল বিএনপি জোট ৩৬ এবং বিরোধী জোট ১৩টি আসন পাচ্ছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা মিলে পাচ্ছেন ১টি আসন। জামায়াতের মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি নূরুন্নিসা সিদ্দীকা, সহকারী সেক্রেটারি মারজিয়া বেগম, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক সাবিকুন নাহার মুন্নী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও নারী অধিকার আন্দোলন সদস্য মারদিয়া মমতাজ, মহিলা বিভাগের প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি নাজমুন নাহার নীলু। এ ছাড়া অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে সিলেট মহানগরীর সাবেক সেক্রেটারি অধ্যাপক মাহফুজা হাসান, বগুড়া অঞ্চল পরিচালক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদা সামাদ এবং চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সেক্রেটারি শামসুন্নাহার বেগম। এ ছাড়া এনসিপির নারী সংগঠন জাতীয় নারীশক্তির আহ্বায়ক মনিরা শারমিন ও সদস্যসচিব মাহমুদা আলম মিতু, জাগপা সভাপতি তাসমিয়া প্রধান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নারী মজলিসের সদস্য মাহবুবা হাকিম এবং জুলাই শহীদ শিশু জাবির ইব্রাহিমের মা রোকেয়া বেগম মনোনয়ন পেয়েছেন।

দেশে টাকার মান কমছে বাড়ছে ডলারের দাম

(প্রথম পাতার পর)

৫০ পয়সায়, যা দেড় মাস আগের তুলনায় প্রায় ১ টাকা ২০ পয়সা বেশি। আর ব্যাংকগুলোতে নগদ ডলারের দাম ১২৪ টাকা ৫০ পয়সা ছাড়িয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক অস্থিরতায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ডলারের ওপর চাপ বাড়ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বিনিময় হারে। এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার বাজার থেকে ডলার কেনা শুরু করেছে। টাকার মান প্রায় ৪৫ পয়সা অবমূল্যায়ন করে গত দুই দিনে প্রায় ১২ কোটি ডলার কেনা হয়েছে। এতে বাজারে ডলারের দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ধারাবাহিকভাবে বাজার থেকে ডলার কিনতে থাকে, তাহলে বাজারে ডলারের সরবরাহ আরও কমে গিয়ে দাম বাড়তে পারে। ব্যাংকাররা বলছেন, যুদ্ধজনিত অনিশ্চয়তার কারণে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম বেশি নিচ্ছে। আগে যেখানে প্রবাসী আয়ের ডলার প্রায় ১২২ টাকা দরে পাওয়া যেত, এখন সেটি বেড়ে ১২৩ টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। ফলে আমদানি এলসি নিষ্পত্তিতেও দাম বাড়ছে। জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসী আয়ের ডলার কিনতে ব্যাংকগুলোকে বেশি দাম দিতে হচ্ছে। বর্তমানে প্রবাসী আয়ের ডলার কিনতে ব্যাংকগুলোর প্রায় ১২৩ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রবাসী আয় সংগ্রহে ব্যাংকগুলোকে সর্বোচ্চ ১২২ টাকা ৯০ পয়সা পর্যন্ত খরচের মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে আমদানি এলসি নিষ্পত্তির দরে। বিভিন্ন ব্যাংকগুলোর প্রকাশিত দর বলছে, চতুর্থ প্রজন্মের এনআরবি ব্যাংক আমদানি এলসি নিষ্পত্তিতে প্রতি ডলার বিক্রি করেছে সর্বোচ্চ ১২৩ টাকা ৫০ পয়সায়। একই দিন ব্যাংকটি নগদ ডলার বিক্রি করেছে সর্বোচ্চ ১২৪ টাকা ৭৫ পয়সায়। ঢাকা ব্যাংক আমদানিতে ১২৩ টাকা ৪০ পয়সায় এবং নগদ ডলার বিক্রির দর ছিল ১২৪ টাকা ৫০ পয়সা। অন্যদিকে এনআরবিসি ব্যাংক আমদানিতে ১২৩ টাকা ৩০ পয়সা ডলার বিক্রি করেছে। এছাড়া ব্র্যাক, যমুনা ও স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আমদানিতে প্রতি ডলার বিক্রি করেছে ১২৩ টাকা ২৫ পয়সায়। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, ব্যাংকগুলো যে দর প্রকাশ করছে, তার চেয়ে বেশি দামে আমদানি এলসি নিষ্পত্তি করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, টানা দেড় মাস বিরতির পর আবার বাজার থেকে ডলার কেনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৫ কোটি ডলার কেনা হয়। নিলাম পদ্ধতিতে (অকশন) প্রতি ডলারের দাম ছিল ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। আগের দিন বুধবার একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৭ কোটি ডলার কেনা হয়। ওইদিনই প্রতি ডলারের দর ছিল ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। এর আগে গত ২ মার্চ দুইটি বাণিজ্যক ব্যাংক থেকে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার ক্রয় করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তখন ডলার কেনার দর ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবেই দেড় মাসেরও কম সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে প্রায় ৪৫ পয়সা। তবে ব্যাংকগুলো আমদানিকারকদের কাছে ডলার বিক্রি করছে প্রায় ১২৩ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত, যা বাজারে চাপ বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অথচ এক সপ্তাহ আগে গত ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক বিবৃতিতে বলেছিল, আমদানি ও বৈদেশিক পরিশোধ পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক'। আমদানি ব্যয় ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ নিয়মিত ও পরিকল্পিত ধারায় চলছে। মার্চ মাসে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) বিল বাবদ ১ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ সরকারি ঋণ পরিশোধ সম্পন্ন হয়েছে। তারপরও দেশে ৬ এপ্রিল বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভে ছিল প্রায় ৩৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার। ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ডলার বাজারে মূল্যমানে কোনো চাপ নেই এবং ডলারের মূল্যমান স্বাভাবিক বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমেই রক্ষিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও চাহিদা বর্তমানে ভারসাম্যপূর্ণ রয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহ শক্তিশালী, বাজারে আস্থা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকার ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে টাকার বিনিময় হারে অবমূল্যায়নের কোনো চাপ নেই এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ফের ডলার কিনতে শুরু করায় দর হারাচ্ছে টাকা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বাজারে ডলারের সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনছে। তবে সাম্প্রতিক দর বৃদ্ধির পেছনে ডলারের সরবরাহ কিছুটা সংকুচিত হওয়াই প্রধান কারণ। আগে ১২২ টাকা ৩০ পয়সা দরে ডলার কেনা সম্ভব হলেও এখন তা ১২২ টাকা ৭৫ পয়সায় কিনতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেনা এই দরই বাজারে রেফারেন্স রেট হিসেবে কাজ করছে। এর ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো কিছুটা বেশি দামে আমদানিকারকদের কাছে ডলার বিক্রি করছে। তিনি আরও বলেন, ডলারের দর নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া হয়নি। বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কখনও কম দামে, কখনও বেশি দামে ডলার কিনে থাকে। জানা গেছে, চলতি মাসজুড়ে বাজার থেকে ডলার কেনার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। সামনে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দুই মাসের আমদানি বিল পরিশোধে রিজার্ভে চাপ পড়ার আশঙ্কায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক চায়, বড় অঙ্কের পেমেন্টের সময় যেন রিজার্ভ হঠাৎ কমে না যায়।

গণভোট- জুলাই সনদ নিয়ে টানাপোড়েন

(৩১ পাতার পর)

অক্ষরে অক্ষরে মানবে।

গণভোট কেন হয়েছিল : গণভোট হয়েছে মূলত দুটি বিষয়ের অনুমোদনের জন্য। জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশের ৩ নম্বর ধারায় গণভোট সম্পর্কে বলা আছে, 'জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আদেশ এবং জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত অংশ গণভোটে উপস্থান করা হইবে।' ওই আদেশের ৪ নম্বর ধারায় গণভোটের ব্যালটে উত্থাপনীয় প্রশ্ন সম্পর্কে বলা ছিল। তাতে বলা হয়, গণভোটে নিম্নরূপ প্রশ্ন উপস্থান করা হবেড় আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধানের সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?' (হ্যাঁ/না): (ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে। (খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধনী করিতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে। (গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পিকার ও কয়েকটি সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হইয়াছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকিবে। (ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে। গণভোটের প্রশ্ন অনুযায়ী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, উচ্চকক্ষের গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতা, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিড় মৌলিক সংস্কারের এ বিষয়গুলোতে বিএনপির নোট অব ডিসেন্টের গুরুত্ব নেই। গণভোটে এগুলো পাস হয়েছে জুলাই সনদে মূল প্রস্তাব যেভাবে আছে সেভাবে। বিএনপি বা অন্য দলের নোট অব ডিসেন্ট গণভোটে আসেনি। ফলে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ এবং মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের পক্ষে রায় এসেছে। ভোটের আগে আগে অন্তর্বর্তী সরকারের একটি সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম, তাদের একটা আশঙ্কা ছিল যে বিএনপি গণভোটে গোপনে 'না'এর পক্ষে প্রচার চালাতে পারে। এটি হলে ভোটে না জয়ী হয়ে যেতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা ছিল বিএনপি যেন 'হ্যাঁ'এর পক্ষে প্রচার চালায়। গত ৩০ জানুয়ারি রংপুরে নির্বাচনী জনসভায় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি জুলাই সনদের সম্মানে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে সেদিন তারেক রহমান বলেন, 'সেখানে আমাদের সংস্কার প্রস্তাব আমরা দিয়েছি। মোটামুটিভাবে সংস্কার প্রস্তাব যেগুলো আমরা দিয়েছি, যা আমরা জনগণের সামনে অনেক আগে উপস্থাপন করেছিলাম, সেটাই কমবেশিভাবে তারাও দিয়েছে। হতে পারে কোনো কোনোটির ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কিছু কিছু দ্বিমত আছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যদি দ্বিমত থাকে, আমরা লুকোছাপা করিনি। আমরা জনগণের সামনে প্রকাশ্যে বলেছি, কোনটিতে আমরা সম্মতি দিয়েছি, কোনটিতে আমাদের অসম্মতি আছে।' তবে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ এবং গণভোটের রায় কার্যকর করার বিপক্ষে অবস্থান নেয় বিএনপি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ত্রয়োদশ সংসদে একাধিক দিন বলেছেন, ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদ যাত্রা শুরু করার পর থেকে রাষ্ট্রপতির আর কোনো আদেশ জারির এখতিয়ার নেই। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অবৈধ। ওই আদেশের ভিত্তিতে জারি করা গণভোট অধ্যাদেশও সংসদে অনুমোদন করা হয়নি। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, গণভোট দেওয়া হয়েছে গোঁজামিল করে। প্রশ্ন চারটি হলেও উত্তর দেওয়ার অপশন ছিল একটি। তবে বিএনপি বলছে, তারা ভিন্নমতসহ জুলাই সনদ যেভাবে সই করেছে সেভাবে এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করবে। ভিন্নমতসহ জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অর্থ হলো সংবিধানে মৌলিক যেসব সংস্কার আনার প্রস্তাব ছিল, সেগুলো আসবে না। বিএনপির দলীয় ৩১ দফা এবং নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে সংবিধান সংশোধন হবে। ভিন্নমতসহ জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অর্থ হলো সংবিধানে মৌলিক যেসব সংস্কার আনার প্রস্তাব ছিল, সেগুলো আসবে না। এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করা বা যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ এবং রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ, পর্যাপ্ত ক্ষমতায়নের যে লক্ষ্যের কথা সংস্কার কমিশন বলেছিল, সেটা কতটা পূরণ হবে, সেটা এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ছাড়া শুধু আইনুবিধির পরিবর্তনের মাধ্যমে এ ধরনের সংস্কার কতটা সম্ভব, সে প্রশ্নও থেকে যায়।

বিশ্বকাপের আগে যুক্তরাষ্ট্রে ১২ গুণ বেড়ে গেল যাতায়াত খরচ

স্পোর্টস ডেস্ক : দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। আর মাত্র ৫৩ দিন পরই যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় বসতে যাচ্ছে ফুটবলের বিশ্বআসর। তবে এই বিশ্বকাপে খেলা দেখতে গেলে দর্শকদের খরচ করতে হবে বাড়তি অর্থ। ম্যাচ টিকিটের দাম ২০২২ বিশ্বকাপ থেকে ১০ গুণ বেড়ে গেছে, এটা পুরোনো খবর। এবার যুক্তরাষ্ট্রে পরিবহন খরচও বেড়ে গেছে এক লাফে ১২ গুণ। আমেরিকার নিউজার্সিতে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে যাওয়া দর্শকদের ট্রেনে যাতায়াতে গুনতে হবে ১৫০ ডলার। অথচ স্বাভাবিক সময়ে একই পথে যাতায়াতের ভাড়া মাত্র ১২ দশমিক ৯০ ডলার। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে মেডোল্যান্ডস স্টেডিয়ামের দূরত্ব মাত্র ৩৬ মাইল বা ৫৬ কিলোমিটার। এই স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালসহ মোট আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এনজে ট্রানজিটের প্রেসিডেন্ট ও সিইও ক্রিস কোলুরি বলেন, 'আমরা আমাদের সিস্টেমে রাউন্ড ট্রিপ টিকিটের জন্য ১৫০ ডলার নেব। নিউ ইয়র্ক থেকে মেট-লাইফ, আবার মেটলাইফ থেকে নিউ ইয়র্ক।' আটটি ম্যাচের জন্য মাত্র ৪০ হাজার ট্রেন টিকিট পাওয়া যাবে। ট্রেনের বাইরে গাড়িতে গেলেও খরচ কম নয়। প্রতিবন্ধী দর্শকদের জন্য স্টেডিয়ামে পার্কিং পাওয়া যাবে ২২৫ ডলারে। নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা গাই ডিক্সন এএফপিকে বলেন, 'আমি মনে করি এটা লজ্জাজনক। এটা ভক্তদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া।'

নিউজার্সির গভর্নর মিকি শেরিল ট্রানজিট সংস্থার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। তিনি এক্সে লেখেন, 'ফিফা বিশ্বকাপের দর্শক পরিবহনে এক ডলারও দেয়নি।' তিনি আরও বলেন, আগের নিউজার্সি নেতৃত্বের সঙ্গে ফিফার চুক্তি স্টেডিয়ামের পার্কিংও বাতিল করে দিয়েছে। ফলে রেল সেবাকে স্বাভাবিকের চারগুণ দর্শক বহন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এই চুক্তিতে এনজে ট্রানজিটের কমপক্ষে ৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার খরচ হবে। অথচ ফিফা বিশ্বকাপ থেকে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার আয় করবে।' সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক শুমারও সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, পরিবহন খরচ ফিফারই বহন করা উচিত। তবে ফিফা এই পদক্ষেপকে 'নজিরবিহীন' বলেছে। বিশ্বকাপের চিফ অপারেটিং অফিসার হাইমো শিরগি বলেন, 'এভাবে মনগড়া বাড়তি মূল্য নির্ধারণ করে ফিফার কাছ থেকে সেই খরচ চাওয়া সম্পূর্ণ নজির-বিহীন। কোনো বৈশ্বিক ইভেন্ট, কনসার্ট বা বড় ক্রীড়া আয়োজকের সঙ্গে এমন দাবি কখনো করা হয়নি।' তিনি আরও বলেন, ফিফা একটি অলাভজনক সংস্থা। ফ্রান্সের একটি সমর্থক গোষ্ঠী এই মূল্যকে 'সম্পূর্ণ পাগলামি' বলেছে। 'ইরেসিস্টিবল ফ্রাঁসে' সংগঠনের মুখপাত্র গিয়োম অপ্রেত্রে বলেন, 'প্রতিদিনই পরিবহন নিয়ে খারাপ খবর আসছে। এই পাগলামি আর কতদূর যাবে সেটা সত্যিই ভাবতে হচ্ছে।' নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুলও সমালোচনা করে এক্সে লেখেন, 'এত কম দূরত্বের ট্রেন যাত্রায় ১০০ ডলারের বেশি নেওয়া আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।' ইংল্যান্ডের ফুটবল সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান টমাস কনকানন বিবিসিকে বলেছেন, 'এই টুর্নামেন্ট থেকে এখন পর্যন্ত যা কিছু বেরিয়ে আসছে তার সবটাই ভক্তদের ঠকানো।' তিনি আরও বলেন, 'ম্যাচে যেতে এত খরচের কথা আমরা একেবারেই ভাবিনি।'

ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতবে না– মনে করেন ৬৮ শতাংশ ব্রাজিলিয়ান

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০০২ সালে সবশেষ বিশ্বকাপ জেতে ব্রাজিল। পঞ্চম শিরোপা জয়ের পর সাফল্যের ধারেকাছে যেতে পারেনি সেলেসাওরা। পাঁচবার ব্যর্থ হয়ে 'হেক্সা মিশন'। ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ আসর। তবে এবারও ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন না তাদের দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষ। ব্রাজিলের জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠান গ্রুপো ফোলহা সম্প্রতি একটি জনমত জরিপ করেছে। যেখানে ৬৮ শতাংশ ব্রাজি-লিয়ান জানিয়েছেন এবারও বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা নেই পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। মাত্র ২৯ শতাংশ মনে করেন আনচেলেত্তির অধীনে এই ব্রাজিল দল এবার বিশ্বকাপ জিততে পারবে।

অল্প সংখ্যক মানুষ মতামত দেননি। জরিপে আরও দেখা গেছে, নেইমারকে জাতীয় দলে ডাকার পক্ষে মত দিয়েছেন ৪৭ শতাংশ ব্রাজিলিয়ান। তার দলে ফেরার বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৪৫ শতাংশ ব্রাজিলিয়ান। বাকি ৮ শতাংশ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি বা কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। এছাড়া জরিপে অংশ নেওয়া অর্ধেকের বেশি বা ৫৪ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ নিয়ে তাদের মনে কোনো 'উত্তেজনা নেই'। মাত্র ১২ শতাংশ মানুষ এবারের আসর নিয়ে 'খুবই রোমাঞ্চিত'। ৩২ শতাংশের উত্তর ছিল, তাঁরা 'খুব একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছেন না'।

যৌন হয়রানি ইস্যুতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কাছে ৩টি অনুরোধ জাহানারার

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলে থাকাকালীন যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সাবেক মহিলা দলের নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনেন। এরপর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে ২০২৫ সালে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিতে ছিলেন আইন বিশেষজ্ঞ, নারী অধিকারকর্মী এবং তৎকালীন বিসিবি পরিচালক ও মহিলা উইংয়ের প্রধান রুবাবা দৌলা। ২০২৬ সালে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে জাহানারার চারটি অভিযোগের মধ্যে দুটিতে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে মঞ্জুকে বিসিবির যেকোনো কার্যক্রম থেকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। তবে অনেকেই মনে করেন এই শাস্তি যথেষ্ট নয়। এই ঘটনার পর বোর্ডেও পরিবর্তন এসেছে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়েছে। আমিনুল হক এখন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। সম্প্রতি নিজের ফেসবুক পেজে একটি ভিডিওতে জাহানারা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের কাছে তিনটি দাবি জানান।

তিনি বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি ক্রিকেটার জাহ-ানারা আলম। মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার তিনটি অনুরোধ আছে। আশা করি আপনি সেগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আপনি জানেন যে আমার হয়রানির বিষয়ে একটি স্বাধীন তদন্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে মঞ্জু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু তাকে শুধু ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন আমাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিসিবিকেও ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যি বলতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি যা পার করেছি তার তুলনায় এই শাস্তি অনেক কম।' তিনি আরও বলেন, 'ক্রিকেটের বাইরে বিশ্বের নানা দলে অনেক জাহানারা আছে। আমি মঞ্জুর কাছ থেকে বের হতে পারিনি, ভয় হয় অন্যরাও একইভাবে ভোগান্তিতে পড়বে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মঞ্জু ও তৌহিদ মাহমুদ নামের আরেকজনের অনুচিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তারা একটি দলকে নিয়ে চার বছর ধরে আমাকে মান-সিকভাবে নির্যাতন করেছে। আমাকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তৌহিদ মারা গেছেন, মঞ্জু হালকা শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু তাদের দলকে এখনও জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি।'

'ক্রীড়া কার্ড' পেলেন আরও ১৭১ ক্রীড়াবিদ

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ এবং খেলাধুলাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী পেশা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার 'ক্রীড়া কার্ড' কর্মসূচি জোরদার করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় দ্বিতীয় ধাপে নতুন করে ১৭১ জন ক্রী-ড়াবিদকে কার্ড ও মাসিক ভাতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৩০০ জন ক্রীড়াবিদ এই বিশেষ সু-বিধার আওতায় এলেন। রোববার (১৯ এপ্রিল) রাজধানীর পল্টনে অবস্থিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৭১ জন খেলোয়ারের হাতে 'ক্রীড়া কার্ড' তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। এই কর্মসূচির আওতায় তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ক্রীড়াবিদ মাসিক ১ লাখ টাকা করে ভাতা পাবেন। তবে এই সুবিধা স্থায়ী নয়; ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতি চার মাস পরপর তালিকা হালনাগাদ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী জানান, কার্ডধারী প্রত্যেক খেলোয়াড়কে বিশেষ বীমা সুবিধার আওতায় আনা হবে। এর ফলে মাঠের পারফরম্যান্স চলাকালীন বা ব্যক্তিগত জীবনে যেকোনো ধরনের ইনজুরিতে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা পাবেন।

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

আমেরিকান সমাজে ভয়াবহ বন্দুক সহিংসতা

(প্রথম পাতার পর)

আইন কার্যকর করার। অর্থ ও অস্ত্রের দেশ আমেরিকা। বিশ্বব্যাপী অস্ত্রবাজির জন্য দুর্নাম আছে পারমানবিক শক্তিধর এ রাষ্ট্রটির। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণেদেশটির অভ্যন্তরেও এখন ছোঁয়া লেগেছে অস্থিরতার। আমেরিকান বহুজাতিক সমাজে চলমান বন্দুক সহিংসতায় প্রাণহানি এসব সমস্যার চেয়েও অধিকতর গভীর ও জটিল। সমাজের অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা বন্দুক সহিংসতায় প্রতি-নয়ত প্রাণহানি ঘটছে মানুষের। প্রাণনাশের অনআনুপাতিক এই হার সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশা ও বয়সের মানুষকে পরিণত করছে নির্মম শিকারে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞানী ও মানসিক চিকিৎসকরাও উদ্বিগ্ন অপ্রতিরোধ্য এ বন্দুক সহিংসতায়। প্রায় ৩৪ কোটি জনসংখ্যার দেশ আমেরিকায় গড়ে প্রতিদিন ১৩০ জনের প্রাণহানি ঘটে বন্দুক সহিংসতায় এবং আহত হয় প্রায় ২০০ জন। সেহিসেবে প্রতিবছর প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭ হাজার। 'আমেরিকার সেন্টারস ফর ডিজিজ কান্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন'- সিডিসি'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩ সালে বন্দুক সহিংসতায় প্রাণহানির সংখ্যা ছিলো ৪৬ হাজার ৭২৮ জন। এর মধ্যে ২৭ হাজার ৩০০ জনের মৃত্যু ঘটে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যায়। আত্মহত্যার এই হার ৫৮ শতাংশ। বন্দুক দ্বারা খুনের ঘটনা ঘটে ৩৮ শতাংশ। এই সংখ্যা ১৭ হাজার ৯২জন। একই বছর আইন শৃংখলা বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায় ১.৩ শতাংশ এবং দুর্ঘটনাবশত ও অজানা কারণে গুলির ঘটনায় প্রাণ হারায় ১ শতাংশ মানুষ। এর আগে ২০২১ সালে বন্দুক সহিংসতায় প্রাণহানির সংখ্যা ছিলো ৪৮ হাজার ৮৩০।

বিশ্বে বেসামরিক নাগরিকদের হাতে সবচেয়ে বেশি বন্দুক রয়েছে আমেরিকায়। এই সংখ্যা ৩৯.৩ কোটি। যা মোট জনসংখ্যার চেয়েও ৬ কোটি বেশি। আমেরিকার ১০০ জন নাগরিক গড়ে ১২০টি বন্দুকের অধিকারী। কাকতালীয়ভাবে ৮৭ শতাংশ বন্দুকের মালিকানা বন্দুকের অর্ধেক মালিকের হাতে কেন্দ্রীভূত। এসব অস্ত্রের প্রায় ৬০শতাংশ হ্যান্ডগান। গোটা বিশ্বের বেসামরিক মালিকানাধীন মোট অস্ত্রের ৪৫ শতাংশই রয়েছে আমেরিকান বেসামরিক ব্যক্তিদের হাতে। আমেরিকা জুড়ে ২০২৫ সালে বন্দুক সহিংসতা ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে প্রতি লাখে। তারপরও গত বছর ২০২৫ সালে সহিংসতা ঘটেছে ৪০৮টি।

নানা কারণেই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মাঝে বন্দুক সহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটে। যা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের তুলনায় ১২ গুন অধিক এবং ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সীরা সাধারণত এর শিকার। অপরদিকে বয়স্ক শ্বেতাঙ্গরা আত্মহননের কাজে বেছে নেয় আগ্নেয়াস্ত্র। এক থেকে ৯ বছরের কৃষাঙ্গ শিশুদের মাঝে গুলির ঘটনায় মৃত্যুর হার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ১০ গুন বেশি। গৃহবিবাদের কারণে বছরে ৬ শতাধিক নারী নিহত হয় বন্দুক সহিংসতায়। আমেরিকায়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দুক সহিংসতার ব্যাপকতায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই বন্দুক সহিংসতায় অকালে ঝড়ে পড়ছে অসংখ্য প্রাণ। বিগত দু'দশকে আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এই মৃত্যুহার। কলম্বাইন হাইস্কুলে ১৯৯৯ সালে বন্দুক সহিংসতায় ১৪জন শিক্ষার্থী নিহত ও আহত হয় অনেকে। প্রতিবছরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৃত্যুসংখ্যা বাড়ছে বন্দুক সহিংসতার ঘটনায়। শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটে।

বন্দুক সহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটছে মিসিসিপি, লুজিয়ানা, নিউ মেক্সিকো, আলাবামা এবং ওয়াইমিং রাজ্যে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলী রাজ্যগুলোতে বন্দুক আইন তূলনামূলক শিথিল হওয়ার কারণেই এসব রাজ্য সহিংসতাপ্রবণ।এছাড়া আলাস্কা, মন্টানা, আরকানসাস, মিজৌরী, টেনেসি এবং সাউথ ক্যারোলিনা উচ্চ ঝুকিপূর্ণ। এসব রাজ্যে প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে ব্যক্তিগত একাধিক অস্ত্র। নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুললে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে বন্দুক উপহার দেয়ার রেওয়াজ আছে বিভিন্ন এলাকায়।

উন্নত বিশ্বের মধ্যে বন্দুক সহিংসতায় মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি আমেরিকায়। ফ্রান্সের তুলনায় যা ১৯ গুন। জার্মানীর তুলনায় ৭৭ এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ৩৩ গুণ বেশি। আমেরিকায় ২০ বছর বয়সের নীচের ৮ শতাংশ তরুণের মৃত্যু হয় বন্দুক সহিংসতায়। শারীরিক, মানসিক ও জরুরী চি-কিৎসার জন্য আমেরিকা ৫৫৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে প্রতিবছর। অনুন্নত দেশের মধ্যে বন্দুক সহিংসতায় বেশি মৃত্যুর হার জ্যামাইকা ও ইকুয়েডোরে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষের দেশ আমেরিকা। এদেশে বড় একটি জনগোষ্ঠি রয়েছে যারা মানসিকভাবে অসুস্থতায় ভুগছে। তাদের মাঝে নৈরাশ্য এবং অপরাধ প্রবণতা ব্যাপক। এছাড়া দারিদ্র, ধর্ম-বর্ণ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্য বন্দুক সহিংসতা বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আগ্নেয়াস্ত্রের সহজ প্রাপ্যতা। আত্মরক্ষা ও পারিবারিক নিরাপত্তার অজুহাতে সহজেই বন্দুকের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও পাচারকৃত অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার প্রতি-নয়ত ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, বন্দুক সহিংসতার ।বিশেষ করে শহরের বাইরের এলাকায়। কোভিড পরবর্তী সময়ে আমেরিকার ২৫টি রাজ্যে বন্দুক সহিংসতা কিছু হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সারের দ্বিদলীয় সামাজিক নিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা অনেকটাই উন্নত হয়েছে এসব রাজ্যে।

বন্দুক সহিংসতা আমেরিকান সমাজে বড় ধরণের একটি মানবিক সমস্যা। প্রতিরোধযোগ্য এই জনস্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের দাবি বারবার উচ্চারিত হলেও কার্যত তার কোন স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। যখনই কোথাও কোন বন্দুক সহিংসতায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, তখনি দেশটির জনগণ সোচ্চার হন। যুগ যুগ ধরে বন্দুক নিরাপত্তা আইন কার্যকরের দাবি উচ্চারিত হচ্ছে আমেরিকায়। মায়েরা রাস্তায় নামছেন। বিভিন্ন সংগঠনও বলছে আইন প্রনয়নের কথা । কিন্তু কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না বন্দুক সহিংসতা। নিরাপদ সমাজ এবং জীবন রক্ষার দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে বারবারই। কতিপয় রাজ্যের নিজস্ব আইনে বন্দুক সহিংসতা কিছুটা রহিত করা গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করতে পারেনি অদ্যাবধি।

আমেরিকান সমাজ কঠোর বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইনের পক্ষে। তাদের মতে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগই পারে বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে। বিশেষ করে বন্দুকের সহজলভ্যতা কমাতে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং নিরাপদ স্টোরেজ আইন জরুরী। এনআরএ বা ন্যাশনাল রাইফেলস এসোসিয়েশনের প্রভাবমুক্ত দ্বিদলীয় সমঝোতার মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধানে উপনীত হওয়ার কোন বিকল্প নেই। বন্দুক সহিংসতা আমেরিকান সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ও চরম ভয়ানক একটি সমস্যা। আত্মরক্ষার জন্য বন্দুকের সহজলব্যতা এখন পরিবারের সদস্য সহ অন্যান্যদের জীবন সংহারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষায় বন্দুক এখন বড় হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রে অসুস্থতার কারণে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে হৃদরোগে। প্রতি ৩৪ সেকেন্ডে হৃদরোগে প্রাণহারান একজন আমেরিকান। বার্ষিক মৃত্যুর হার এদেশে ৯.২৮ শতাংশ। গত আয়ু ৭৭.৫ বছর। যদিও পুরুষরা নারীদের আগে শিকার হন মৃত্যুর। কিন্তু বন্দুক সহিংসতায় পরিবার ও সমাজে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে অপমৃত্যুর সংখ্যা। ঘটনা-দুর্ঘটনা কমবেশী সব কমিউনিটিতেই ঘটেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তুলনামূলকভাবে অপমৃত্যুর ঘটনা।

বিদ্যুৎ-গ্যাসের তীব্র সংকটে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

তেলের সংকট। পাশাপাশি কারিগরি ক্রুটিতে বন্ধ রয়েছে ৪০টির বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র। ফলে দেশজুড়ে লোডশেডিং তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঢাকার বাইরে অনেক জেলায় এক ঘণ্টা পরপর লোডশেডিং হচ্ছে। কোথাও একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ আসছে। এ অবস্থায় এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ অন্য শিক্ষার্থীরাও বিপাকে পড়েছে। কর্মজীবী মানুষের ভোগান্তিও এইসঙ্গে বেড়েছে। বিপদে পড়েছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। দেশজুড়ে লোডশেডিং গত ২১ এপ্রিল প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি পৌঁছে। সব মিলিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, সামনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং জ্বালানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে উঠতে পারে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, লোডশেডিংয়ের দুর্ভোগের মধ্যেই গত ২১ এপ্রিল গ্যাস সংকট আরও তীব্র হয়। এদিন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহকারী একটি ভাসমান টার্মিনাল বা এফএসআরইউতে কারিগরি ক্রুটির কারণে ৪শ এমএমসিএফডি গ্যাসের সরবরাহ কমে যায়। এতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ও আশপাশে তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দেয়। সিএনজি স্টেশনগুলোতে দেখা গেছে দীর্ঘ গাড়ির লাইন। বাসাবাড়িতে চুলা জ্বালাতে পারেননি অনেক গৃহিণী। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সূত্রে জানা গেছে, এ মুহূর্তে জ্বালানি সংকটের জন্য লোডশেডিং বেশি হচ্ছে। বর্তমানে এসএস পাওয়ারের একটি ইউনিট বন্ধ আছে এবং নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লি. (আরএনপিএল)-এর বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কম লোডে চলছে। তবে আশা করা হচ্ছে, তিন-চার দিনের মধ্যে এসএস পাওয়ার এবং এই মাসের মধ্যে আরএনপিএল কর্তৃপক্ষ কয়লা আমদানি করে তাদের লোড বৃদ্ধি করতে পারবে। তখন ৯শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হবে।

এদিকে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কোনো উন্নতি নেই। এগুলো আগের মতোই আছে। সন্ধ্যায় গ্যাস থেকে এখন ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আর তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে সাড়ে তিন হাজার বিদ্যুৎ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সরকারের নির্দেশনায় ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য এখন পিক আওয়ারে আড়াই হাজার মেগাওয়াটের ওপর বিদ্যুৎ নেওয়া হচ্ছে। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আরও বিদ্যুৎ নেওয়া গেলে লোডশেডিংয়ের দুর্ভোগ কিছুটা কমতো বলে মনে করা হচ্ছে।

বন্ধ ৪০টির বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র : বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে ১৩৬টি। কিন্তু জ্বালানিসংকট ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এখন ৪০টির বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ আছে। অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতাও কমে গেছে। বিদুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৮৮ শতাংশই তেল, গ্যাস ও কয়লানির্ভর। এ ছাড়া জ্বালানি সংকটে ৩৫টির বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন কমে গেছে।

চট্টগ্রামে বন্ধ অধিকাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্র : চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙামাটি অঞ্চলে মোট ২৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকলেও এর অধিকাংশই বন্ধ রয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মাত্র ১০-১২টি কেন্দ্র সচল থাকায় চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হচ্ছে। গত ২১ এপ্রিল দিনভর নগরীর বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় লোডশেডিং হয়।

রংপুরে ঘন ঘন লোডশেডিং : রংপুর বিভাগে ৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন সক্ষমতা হারিয়ে বন্ধ আছে। জ্বালানিসংকট, যান্ত্রিক ক্রুটি, উৎপাদন খরচ বেশি এসব কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলো চালু রয়েছে সেসব সক্ষমতার ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে। ফলে লোডশেডিংয়ের মাত্রা বাড়ছে।

অতিষ্ঠ বগুড়ার জনজীবন : ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বগুড়ার জনজীবন। চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ পাওয়ায় এমন ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। বগুড়ার বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতসহ অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ঘনঘন বিদ্যুৎ যাওয়া আসা করছে। দিনে চার থেকে পাঁচবার, আবার কোনো কোনো এলাকায় পাঁচ থেকে ছয়বারও বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া করছে। একটানা দুই থেকে তিন ঘণ্টার বেশিও লোডশেডিং হচ্ছে কোথাও। এতে কর্মজীবী মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে চরম ব্যাঘাত ঘটছে। **সিএনজি স্টেশনে চাপ, জ্বলছে না চুলা :** একদিকে লোডশেডিং অন্যদিকে গ্যাসের সংকটে দুর্ভোগে পড়েছেন ঢাকার বাসিন্দারা। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহকারী ভাসমান টার্মিনালের একটি ইউনিটে কারিগরি ক্রুটির কারণে গত ২১ এপ্রিল গ্যাস সরবরাহ প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট কমে যায়। এতে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসসংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গ্যাসের অভাবে অনেক বাসাবাড়ির চুলা জ্বালাতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় গৃহিণীদের। তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানায়, সমুদ্রে অবস্থানরত একটি এফএসআরইউ ইউনিটে হঠাৎ কারিগরি ক্রুটি দেখা দিলে এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায়। তিতাস গ্যাসের গ্রাহকদের দিনে মোট চাহিদা ১৯শ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি। সেখানে তিতাস দিনে ১৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পায়। এমনিতেই ৪শ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি ঘাটতি থাকে। এর ওপর এফএসআরইউ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরবরাহ আরও কমে যায়। ফলে গ্রাহকদের ভোগান্তিও বাড়ে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, আজিমপুর, যাত্রাবাড়ী ও বাড্ডা এলাকায় গ্যাসের চাপ গত ২১ এপ্রিল একেবারেই কমে যায়। গ্যাসের অভাবে ঢাকার বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনগুলোতে প্রাইভেট কারের লাইন বৃদ্ধি পায়। গুলশানের এক বেসরকারি কোম্পানির গাড়িচালক আবদুর রহমান বলেন, এত দিন পেট্রোল পাম্পের লাইন বড় ছিল, কিন্তু ঢাকার সিএনজি স্টেশনগুলোতেও গ্যাসের চাপ কম থাকায় লাইন বেড়ে গেছে। পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুপুর ১২টায় এটি মেরামত করা হয়েছে। এতে গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লুইজিয়ানায় গুলিতে নিহত ৮ শিশুর ৭ জনই বন্দুকধারীর নিজের সন্তান

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশ এমন তথ্য দিয়েছে। লুইজিয়ানার শ্রিভপোর্টে রোববার ভোরে তিনটি বাড়িতে আটজন শিশুকে গুলি করে হত্যা করে এক ব্যক্তি। এর মধ্যে সাতজনই তার নিজের সন্তান ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এটি ২০২৪ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাণঘাতী বন্দুক হামলার ঘটনা। ক্যাডো প্যারিশ এলাকার করোনারের (মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা) দপ্তর সিএনএন-কে বলেছে, নিহত শিশুদের মধ্যে তিনজন ছেলে ও পাঁচজন মেয়ে। তাদের বয়স তিন থেকে ১১ বছরের মধ্যে। তারা আরও বলেছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন ভাই-বোন। আর অপর জন তাদের আত্মীয়।

নিহত শিশুরা হলোড়তিন বছর বয়সী জাইলা এলকিন্স, পাঁচ বছরের শাইলা এলকিন্স, ছয় বছরের কাইলা পিউ, সাত বছরের লায়লা পিউ, ১০ বছরের মার্কেডন পিউ, ১১ বছরের সারিয়াহ স্নো, ছয় বছরের খেদারিয়ন স্নো এবং পাঁচ বছরের ব্রেলন স্নো। শ্রিভপোর্ট পুলিশের কর্মকর্তা ক্রিস বোর্ডেলন বলেছেন, বন্দুকধারী ব্যক্তির নাম শামার এলকিন্স। সিএনএনএর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কেএসএলএকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ঘটনাটি 'পারিবারিক সহিংসতা ধরনের' ছিল। বন্দুকধারী ব্যক্তি একটি গাড়ি ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরে পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন বলে নিশ্চিত করেছেন বোর্ডেলন। তাঁকে গুলি করার ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্য পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের পূর্ববর্তী নথিতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, এলকিন্সের বয়স ছিল ৩১ বছর। লুইজিয়ানার হয়ে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী ট্যামি ফেল্পস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, গুলি করার সময় কয়েকটি শিশু বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল।

শ্রিভপোর্ট পুলিশের কর্মকর্তা বোর্ডেলন কেএসএলএকে বলেন, ১৩ বছর বয়সী এক কিশোর গুলি থেকে বাঁচতে একটি বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। তার 'কয়েকটি হাড় ভেঙে গেছে'। তবে সে সুস্থ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। বোর্ডেলন বলেছেন, এ হামলার ঘটনায় দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের একজন এলকিন্সের স্ত্রী। তাঁকেই সবার আগে গুলি করা হয়েছে এবং অবস্থা 'অত্যন্ত গুরুতর'। এরপর এলকিন্স আরেকটি বাড়িতে গিয়ে আট শিশু এবং আরও একজন নারীকে গুলি করেন। এলকিন্সের গুলিতে নিহত অষ্টম শিশুর মা ওই নারী। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এলকিন্সকে ২০১৯ সালে আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে পুলিশের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সময় এক ব্যক্তি গাড়িতে বসে তাঁর দিকে বন্দুক তাক করলে, তিনি পাল্টা গাড়িটির দিকে পাঁচটি গুলি চালিয়েছিলেন। ঘটনাটি একটি স্কুলের পাশে ঘটেছিল। এ ছাড়া এলকিন্স সাত বছর ধরে লুইজিয়ানা আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে কর্মরত ছিলেন। ২০২০ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন বলে মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে।

বিদেশিদের হাতে যাচ্ছে না চট্টগ্রাম বন্দর

ঢাকা : চট্টগ্রাম বন্দর কোনো বিদেশি অপারেটরের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে সংসদে জানিয়েছেন নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। বুধবার সংসদে লক্ষ্মীপুর-১ আসনের সরকারি দলের সংসদ সদস্য মো. শাহাদাত হোসেনের টেবিলে উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (পিপিপিএ) অথবা সরকার কর্তৃক জারিকৃত অথবা অনুমোদনকৃত ক্ষেত্রে শুধু বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনার লক্ষ্যে অপারেটর নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে দেশি এবং বিদেশি উভয় ধরনের অপারেটর বিবেচনা যোগ্য।

তিনি বলেন, বর্তমানে বন্দরের আধুনিকায়ন এবং দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অব্যাহত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি অপারেটর দ্বারা বন্দরের বিভিন্ন টার্মিনাল পরিচালনা করা হচ্ছে। যেমন, বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) বিদেশি অপারেটর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কর্ণফুলি নদীর ডান তীরে লালদিয়া চর নামক স্থানে লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য পিপিপি পদ্ধতিতে ডেনমার্কস্থ মার্কস গ্রুপের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস বিভির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

বিতর্কের মুখে নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে দায়িত্ব গ্রহণের এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুধন গুরুং। বুধবার (২২ এপ্রিল) ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে নিজের পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পোস্টে গুরুং জানান, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে এবং নিজের পদ যেন তদন্তে কোনো প্রভাব না ফেলেড়এই বিবেচনা থেকেই তিনি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা তিনি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। সুধন গুরুং বলেছেন, আমার কাছে নৈতিকতা পদমর্যাদার চেয়ে বড়। আমার ৪৬ জন সহযোদ্ধার রক্ত ও ত্যাগের ভিত্তিতে গঠিত এই সরকার নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তার জবাব হলোড়নৈতিকতা।

আল্লাহর ওয়াদা সত্য : প্রতারিত হবেন না

(৯ পাতার পর)

ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

কিন্তু মানুষের এ কেনা-বেচার চুক্তিতে বিঘ্ন ঘটায় শয়তান। সে বলে এ দুনিয়াই সবকিছু এবং এরপর আর কোন আখিরাত নেই যেখানে কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে, এ প্রতারণার জালে আবদ্ধ না করে। অথবা এভবে প্রতারিত না করে বলে যে, যদি কোন আখিরাত থেকেও থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে সে সেখানেও আরাম-আয়েশ করবে। কিছু লোকদেরকে শয়তান বুঝায় যে আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই এবং কিছু লোকদেরকে বিভান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার পৃথিবীটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম আয়েশ করছেন। এখন তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব জাহানের সাথে কার্যত তাঁর কোস সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি মানুষকে এ পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কিছু লোককে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দেবেন অথবা এমন কিছুই পিয়ারা বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে।

সবচেয়ে আধুনিক ধোঁকা হলো, আমাদের মুসলিম সমাজকে সে কয়েকভাগে ভাগ করেছে। তার মধ্যে প্রধান ভাগটি হলো, দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী স্কলার, মুসলিম মনিষী, তাহাজ্জুদ গুজার, সালাতের পূর্ণ পাবন্ধী, ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, সমাজ জীবনে হালাল-হারাম পার্থক্য করে জীবন যাপন করেন। কিন্তু ইসলামকে দু'ভাগ করে নিষ্ঠার সাথে পালন করে। এক, ব্যক্তিগত ইসলাম দুই, রাজনৈতিক ইসলাম। রাজনৈতিক ইসলামকে তারা ঝামেলাপুর্ণ ও নাপাক মনে করে। এটি শয়তানের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক ধোঁকা। শয়তানের এই ধোঁকায় পড়ে আমরা রাজনৈতিক ইসলামের মাঠকে ছেড়ে দিয়েছি সমাজের অশিক্ষিত, টাউট, বাটপার ও দুর্নীতিবাজদের হাতে। রাসুলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহর ব্যাপারে এ শ্রেনী বিশাল বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে। অথচ কুরআনের এ আয়াত তারা দিনরাত তেলাওয়াত করে, কিন্তু তার মর্মার্থের ভেতরে কখনো প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহর কাছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে, ইসলাম।"(সুরা আলে ইমরান:১৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।(সুরা বাকারা:২০৮) ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে, কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করে। নিজেদের চিন্তা-ভাবনা আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং সমস্ত প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনো। জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশকে ইসলামের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়।

আদালতে সাড়ে ৪০ লাখ মামলা বিচারাধীন

(প্রথম পাতার পর)

৯২৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে সংসদকে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য জাহান্দার আলী মিয়ার প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান আইনমন্ত্রী। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে তা উত্থাপন করা হয়। ফৌজদারি কার্যবিধি আইন (সংশোধন)-২০২৬ পাসের বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, উক্ত বিলে এসএমএস ও ভয়েস কলের মাধ্যমে সমন জারি করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে আরজি ও লিখিত জবাব দাখিল করা এবং সরাসরি জেরা করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিক্রি জারির জন্য পৃথক মামলা না করে মূল মামলায় সরাসরি দরখাস্ত দাখিলের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। মামলার জট নিরসনে ৮৭১টি আদালত এবং ২৩২টি বিচারকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী। এ ছাড়া আরও ৩০৪টি বিচারকের পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন ১৫০ জন সিভিল জজ নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে অধস্তন আদালতের স্টেনো-টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, অফিস সহায়ক ও চালকের শূন্যপদে ৭০৮ জন বিচার বিভাগীয় কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। বিভিন্ন পদে আরও ৫৫৩ জন কর্মচারী নিয়োগ চলমান রয়েছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘব এবং মামলার জট নিরসনে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিরোধী দলের এমপি শাহজাহান চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বা প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তবে ফ্যাসিস্ট সরকার বিচারকদের বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যকে মুখ্য মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে দলের প্রতি অনুগত বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করত এবং যারা স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনার চেষ্টা করত, সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায় তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলির মাধ্যমে কার্যত শাস্তি দেওয়া হতো। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সেই পথ ধরে না হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সততা, দক্ষতা এবং বিচারকদের বিচারিক আচরণই হবে মানদণ্ড। সে লক্ষ্যেই আইন মন্ত্রণালয় সুপ্রিম কোর্টে সু-পারিশ করবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের। সরকারের এ ক্ষেত্রে একক ক্ষমতা নেই। বিএনপিদলীয় এমপি ফজলে হুদার প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের যেসব আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে অকার্যকর বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণপূর্বক সরকার পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা নতুনভাবে প্রণয়ন করবে। এ লক্ষ্যে ল কমিশন কাজ করছে এবং কমিশন থেকে সুপারিশ প্রাপ্তির পর সরকার তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকারদলীয় এমপি মোহাম্মদ এনামুল হকের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, ২০২৫ সালে ৪৬৭ জন বিচারককে পেশাগত দক্ষতা, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং বিচার কার্য পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়েছে সরকার। এ ছাড়া ২০২৬ সালের এখন পর্যন্ত ৯৩ জন বিচারককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে ২টি জেলায় ই-ফ্যামিলি কোর্ট চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থায় পারিবারিক মামলা দায়ের, শুনানিসহ মামলার যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে, যার ফলে মামলা পরিচালনা আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও কম খরচে সম্পন্ন হচ্ছে। বিশেষ করে নারী, শিশু ও দূরবর্তী এলাকার মানুষ এই সুবিধার মাধ্যমে সহজে বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব জেলায় ই-ফ্যামিলি কোর্ট সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বিচার ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্যে 'ই-জুডিসিয়ারি' শীর্ষক প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বিচারপ্রার্থী মানুষের ভোগান্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। স্বতন্ত্র এমপি রুমিন ফারহানার প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, মামলা দায়েরের সময় এজাহারে অভিযুক্তের দলীয় পরিচয় উল্লেখ থাকে না। ফলে কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কতগুলো হয়রানিমূলক ও মিথ্যা মামলা করা হয়েছে এবং ভুয়া মামলাগুলোর মধ্যে কতসংখ্যক মামলা তদন্তে বা আদালতের রায়ে মিথ্যা বা ভিত্তিহীন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ করা সম্ভব নয় এবং এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই। সরকারদলীয় এমপি মনোয়ার হোসেনের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারের বিষয়ে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ সচেতন এবং এ লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মামলা প্রত্যাহারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটির নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো হত্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে বর্তমান সরকার কমিটি গঠন করেছে। রাজনৈতিক মামলাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রত্যাহারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি দলের এমপি রফিকুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তিতে গড়ে কত সময় লাগে, তা নিয়ে কোনো সমীক্ষা হয়নি। এ-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সরকারের কাছে নেই। ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৮০ দিন এবং দায়রা আদালতে ৩৬০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির কোনো সময়সীমা না থাকলেও কিছু গাইডলাইন রয়েছে। মামলার প্রকৃতি ও জটিলতার ভেদে কোনো মামলা এক বছরে নিষ্পত্তি হতে পারে, আবার কোনো মামলায় ৫ বছর বা তার বেশি সময় লাগতে পারে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

কেন সবুজের মাঝে হাঁটলে মন ভালো হয়? বিজ্ঞান যা বলছে

বাংলাদেশ ডেস্ক :পার্কে বা বনের ভেতর দিয়ে হাঁটার পর আমরা যে প্রশান্তি অনুভব করি, তা কেবল মনের ভুল নয়ড়এর পেছনে রয়েছে গভীর জীববৈজ্ঞানিক কারণ। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকৃতির মাঝে সময় কাটালে মানুষের শরীরে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। স্ট্রেস হরমোন কমানো থেকে শুরু করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং এমনকি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতেও প্রকৃতি দারুণ কার্যকর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপকারিতা পেতে আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে না।

মাত্র ২০ মিনিট প্রকৃতির মাঝে থাকলেই এর সর্বোচ্চ ইতিবাচক প্রভাব শরীরে দেখা যায়। সপ্তাহে অন্তত ১২০ মিনিট বা দুই ঘণ্টা সবুজের মাঝে কাটালে মানসিক সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। যুক্তরাজ্যের মতো দেশে এখন চিকিৎসকরা অনেক সময় রোগীকে সুস্থ রাখতে প্রকৃতির সাথে সময় কাটানোর পরামর্শ দিচ্ছেন।

কিভাবে কাজ করে প্রকৃতি?

প্রকৃতির সান্নিধ্য আমাদের শরীরে প্রধানত চারটি উপায়ে পরিবর্তন আনে:

১। স্নায়ুতন্ত্রের প্রশান্তি: সবুজ গাছ দেখা বা পাখির গান শুনলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়। এতে হৃদস্পন্দন ধীর হয় এবং রক্তচাপ কমে আসে।

২। হরমোনের ভারসাম্য: বাইরে সময় কাটালে শরীরের কর্টিসল ও অ্যাড্রেনালিনের মতো স্ট্রেস হরমোন কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, গাছপালা থেকে আসা সুগন্ধ বা তেল শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এক মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩। ঘ্রাণের জাদু: পাইন বা মাটির গন্ধ রক্তপ্রবাহে মিশে গিয়ে মনকে শান্ত করে। এমনকি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রেও এই সুগন্ধিগুলো জাদুর মতো কাজ করে।

৪। উপকারী ব্যাকটেরিয়া: মাটি ও গাছপালায় এমন কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মেজাজ ফুরফুরে রাখে।

প্রকৃতিকে ঘরে আনার উপায়

সবার পক্ষে সবসময় বনে-জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাড়ির ভেতরেও ছোটখাটো পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সুবিধা পাওয়া সম্ভব। যেমন:

১।বাড়িতে সাদা বা হলুদ গোলাপ রাখা, যা মস্তিষ্কে প্রশান্তি আনে।

২। পাইন বা এসেনশিয়াল অয়েলের ডিফিউজার ব্যবহার করা।

৩। এমনকি ল্যাপটপে বা ঘরের দেয়ালে প্রকৃতির ছবি থাকলেও তা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

সুস্থ থাকতে দিনের কিছুটা সময় সবুজের সান্নিধ্যে কাটানো এখন বিলাসিতা নয়, বরং শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনে অপরিহার্য।

সূত্র : বিবিসি

ফ্যাটি লিভার কমাতে আদা খান নিয়ম মেনে

বাংলাদেশ ডেস্ক : অনেকেরই ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আছে। আজকাল অল্পবয়সীদের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন না আনলে এই সমস্যার সমাধান মিলবে না। বিশেষ করে ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করলে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকে ফ্যাটি লিভার। এ ছাড়া প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আদা যোগ করলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। আদায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান লিভারে ফ্যাট জমতে দেয় না। পাশাপাশি লিভারের কার্যকারিতা সচল রাখে। সাধারণত আদা দিয়ে চা খেলে কিংবা খাবারে আদা মিশিয়ে খেলেই উপকার পাওয়া যায়। তবে ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে প্রতিকার পেতে আরও তিন উপায়ে আদা খেতে পারেন।

আদা-লেবুর পানি : সকালে খালি পেটে আদা-লেবুর পানি পান করুন। এক গ্লাস পানি গরম করে তাতে আদা থেঁতো করে দিয়ে দিন। পানিটা ভালো করে ফুটিয়ে নিন। অল্প ঠান্ডা হলে এই পানীয়তে লেবুর রস মিশিয়ে দিন। খালি পেটে খান এই হালকা আদা-লেবুর পানি খেলে শরীরে জমে থাকা টক্সিন বের করে দেয়। সেই সঙ্গে বিপাক হার বাড়ায়। এই পানীয় ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

আদা-হলুদের চা : আদা ও হলুদড় দুটি উপাদানের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে। এই পানীয় লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। পানি গরম করে গরম করে কাঁচা হলুদ ও আদা থেঁতো করে ফুটিয়ে নিন। প্রয়োজনে আদার রস ও হলুদ গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন।

আদা ও মৌরির চা : ফ্যাটি লিভারে সমস্যা থাকলে বদহজমের সমস্যা আরও বাড়ে। হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এক গ্লাস পানিতে আদা ও গোটা মৌরি ফুটিয়ে চা বানিয়ে নিন। এই চা পেট ফাঁপা, গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। এর পাশাপাশি এই পানীয় লিভারের ফ্যাট গলাতেও সাহায্য করবে।

পিঠ ও কাঁধের ব্যথা কমাতে কী করবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : একটানা বসে কাজ করার কারণে পিঠ ও কাঁধের ব্যথা এখন নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যথাটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে বেশি-রভাগই ব্যস্ততা কিংবা অলসতা থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করেন না। অনেকেরই ধারণা, শারীরীক পরিশ্রমের মধ্যে না থাকলে এই ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বডি পশ্চার বা বসার ধরনের কারণেই কাঁধে কিংবা পিঠে এ ধরনের ব্যথা হয় না। এর পেছনে আরও অনেক কারণ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত কাঁধ ও পিঠের ব্যথা হালকা ভাবে না নেওয়াই ভালো। এতে শরীরের ভারসাম্যের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলতে পারে। স্পাই-নাল কর্ডে টান ধরলে পুরো শরীরের পশ্চারেই সমস্যা হতে পারে। এর ফলে ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, মনসংযোগে ঘাটতি এবং ঘুমের সমস্যাও হতে পারে। এই ব্যথার কারণে একটা সহজ কাজও কঠিন মনে হতে পারে।

অনিয়মিত ঘুম : শরীর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে মাংসপেশিতে এর প্রভাব পড়ে। রাত-ভর এপিঠ-ওপিঠ করতে থাকেন। এর ফলে মেরুদন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। যে কারণে কাঁধ এবং পিঠে বাড়তি চাপ পড়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

পুষ্টির অভাব: পেশি সুস্থ রাখতে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ম্যাগনেশিয়ামের মতো উপাদান খুবই জরুরি। শরীরে এসব উপাদানের ঘাটতি হলে পেশিতে টান ধরে, ব্যথাও হতে পারে। অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া এ সমস্যা অনেক বাড়ায়।

পিঠ ও কাঁধের ব্যথা কমাতে যা করবেন-

দিনে অন্তত ৩০-৪০ মিনিট পর পর শরীরে পশ্চার ঠিক করা উচিত। দীর্ঘ সময় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একই পজিশনে না থাকাই ভালো।

মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন, যোগাসন, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে পারেন।

দৈনিক অন্তত ৭-৮ ঘণ্টার গভীর ঘুম প্রয়োজন। এটা করতে ভুলবেন না।

ডায়েটে এমন সব খাবার রাখুন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকে।

সমস্যা না কমলে অবশ্যই ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া উচিত।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দারুণ কার্যকর রান্নাঘরের যে উপাদান

বাংলাদেশ ডেস্ক :বাঙালির সকাল মানেই এক কাপ গরম চা। তবে সাধারণ দুধ-চায়ের বদলে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ভেষজ চা বা পানীয় বেশি উপকারী। আমাদের রান্নাঘরে থাকা সাধারণ তেজপাতা রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে প্রাকৃতিক ওষুধের মতো কাজ করতে পারে। চলুন, জেনে নিই কেন তেজপাতা উপকারী?

বিশেষজ্ঞদের মতে, তেজপাতায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও আয়রন, পটাশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের মতো জরুরি খনিজ।

এটি শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে, যা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ ছাড়া এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতেও বেশ কার্যকর।

ব্যবহার করার নিয়ম:

১। ভেজানো পানি: রাতে এক গ্লাস পানিতে ১-২টি তেজপাতা ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই পানি ফুটিয়ে হালকা ঠাণ্ডা করে ছেঁকে খালি পেটে পান করুন।

২। ভেষজ চা: সাধারণ চায়ের বদলে পানিতে তেজপাতা, দারচিনি ও তুলসী দিয়ে ফুটিয়ে পান করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়।

অন্যান্য গুণাগুণ:

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও তেজপাতার আরো অনেক গুণ রয়েছে:

হজমশক্তি বাড়ায়: কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি ও পেটব্যথা কমাতে এটি দারুণ কাজ করে।

ব্যথা উপশম: জয়েন্টের ব্যথায় তেজপাতার তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

কিডনির সুরক্ষা: এটি কিডনিতে পাথরের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়।

ভালো ঘুম: অনিদ্রার সমস্যায় তেজপাতার ব্যবহার বেশ কার্যকরী।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের পাশাপাশি নিয়ম করে তেজপাতার জল খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেক সহজ হয়।

সূত্র : এই সময়

খালি পেটে যেসব কাজ এড়িয়ে চলবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : সকালে ঘুম থেকে উঠে কারও লেবুর পানি, কারও আবার চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু খালি পেটে সব ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। আবার বেশ কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো খালি পেটে করলেই বিপদ হতে পারে। খালি পেটে যেসব কাজ করা ঠিক নয়-

কফি : খালি পেটে কোনোভাবেই কফি খাওয়া ঠিক নয়। এতে অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়ে। যারা সকালে কফি দিয়ে দিন শুরু করেন, তাদের গ্যাস, বুকজ্বালা, পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়। এমনকী সারাদিন ভারী খাবার না খেয়ে যদি কাপের পর কাপ কফি খান, তখনও বিপদে পড়বেন।

শরীরচর্চা : ঘুম থেকে উঠেই অনেকে হাঁটতে যান বা জিমে করেন। যে কোনও শরীরচর্চাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তবে সেটা একদম খালি পেটে করা ঠিক নয় বিশেষ করে ভারী ওয়ার্কআউট বা কার্ডিয়ো খালি পেটে করলে শরীরে কোনও শক্তি পাবেন না। পাশাপাশি মাথাঘোরা, ক্লান্তি, দুর্বলতা অনুভব করবেন। তাই হালকা খাবার খেয়েই শরীরচর্চা করলে ভালো।

পেইনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিক : অনেক ওষুধ খালি পেটেই খাওয়ার পরামর্শ দেন চি-কিৎসকরা। কিন্তু পেইনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধ খালি পেটে খাবেন না। এতে ওষুধের কার্যকারিতা যেমন মিলবে না, তেমনই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভুগবেন। অনেক সময় আলসার বা অভ্যন্তরীণ রক্তপাতও হতে পারে।

কাঁচা সবজি বা সালাদ : শাকসব্জি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তবে খালি পেটে খাওয়া একদমই ঠিক নয়। শাকসব্জির মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে, তাই খালি পেটে খেলে হজম হতে সময় নেয় বেশি। অনেক সময় শাকসব্জিতে থাকা পুষ্টিও শরীর শোষণ করতে পারে না। তাই সালাদের সঙ্গে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারও খান।

জুলাই সনদ, বাস্তবায়ন আদেশ, গণভোট ও বিএনপি সরকার

(৬ পাতার পর)

এবং সংস্কার পরিষদ অধ্যাদেশ জারি করেন। প্রেসিডেন্টের এ অধ্যাদেশটিকে বাস্তবায়ন আদেশ বলা হচ্ছে। আদেশে বলা হয়েছে, যারা নির্বাচিত হবেন, তারা দুটি শপথ গ্রহণ করবেন। একটি হলো, জাতীয় সংসদ-সদস্য হিসাবে। অন্যটি সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে। এ অধ্যাদেশে জুলাই সনদের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোট ও এমপি নির্বাচন একই দিন অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটের পক্ষে ৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে; কিন্তু গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সদস্যরা এমপি হিসাবে শপথ নিয়েছেন, কিন্তু সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নেননি। পক্ষান্তরে, বিরোধী দলের ৭৭ জন সদস্য দুটি শপথই নিয়েছেন। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে নতুন জটিলতা, নতুন সংকট। বিএনপি বলছে, ওই ধরনের আদেশ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা সংবিধান প্রেসিডেন্টকে দেয়নি। আর বিরোধী দল বলছে, ওই আদেশ ছিল বিপ্লব থেকে উৎসারিত জনগণের ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্বের প্রকাশ। গণভোটে ৬৯ শতাংশ ভোট দিয়ে জনগণ পুনর্বার তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সার্বভৌম ক্ষমতা আবারও প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার ওপর সংবিধান নয়; বরং সংবিধান জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার অধীন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংকটটি হলো সংবিধান বনাম জনগণের ইচ্ছা বা সার্বভৌমত্ব। বিএনপি বলছে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অতএব এ পার্লামেন্ট যেখানে রয়েছে, সেখানে সংস্কার পরিষদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ মুহূর্তে আজ আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি আর পার্লামেন্টে থাকছে না। আশা করা হয়েছিল, আগামীতে হয়তো সংসদেই রাজনৈতিক বিরোধের ফয়সালা হবে। কিন্তু তার সম্ভাবনা দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সরকার কতগুলো আইন পাশ করেছে। আর ইন্টারিম সরকারের ২০ অর্ডিন্যান্স হয় বাতিল করেছে, না হয় সেগুলো অকার্যকর হয়ে গেছে। গণভোট, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ, সুপ্রিমকোর্টের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, গুম অধ্যাদেশ, মানবাধিকার ও দুদক অধ্যাদেশ ইত্যাদি হয় বাতিল, না হয় অকার্যকর হয়েছে। আবার ব্যাংক রেজ্যুলেশন আইন পাশ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে শুধু যে বিরোধী দলগুলোই সমালোচনা করছে, তাই নয়, বরং সুধীসমাজের অনেকে এবং মূলধারার সংবাদপত্রের সিংহভাগ সমালোচনায় মুখর হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আবার মূল ইস্যু অর্থাৎ সংবিধান নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ বিতর্ক আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বাড়তে দিলে অনেক দূর যাবে। তারেক রহমানের সরকার নির্বাচিত সরকার। মানুষের আশা, তারা জনগণের নাড়ির স্পন্দন শুনতে পারবেন। জনপ্রত্যাশা পূরণে তারা প্রচেষ্টার কোনো কার্পণ্য করবেন না-সেটিই সবাই আশা করে।

মোবায়েদুর রহমান : সিনিয়র সাংবাদিক।

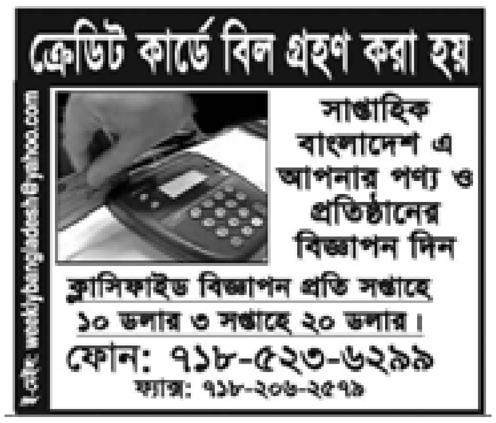

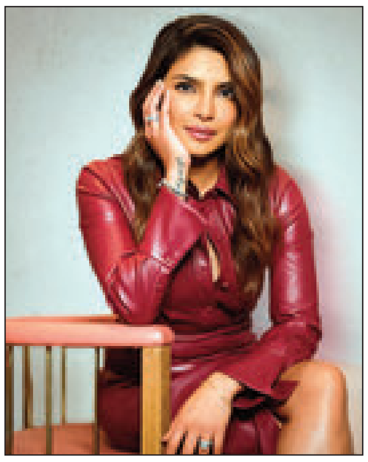

অনেক সিনেমা থেকেই বাদ পড়েছি : প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড থেকে হলিউডে সফল ক্যারিয়ার গড়া অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তাকে বারবার প্রত্যাখ্যান ও নানা বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বলিউডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তার ক্যারিয়ারে বড় প্রভাব ফেলেছিল এবং কখনো কখনো তিনি মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েছিলেন। প্রিয়াঙ্কা জানান, একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরও সহ-অভিনেতার আপত্তির কারণে তাকে সেই প্রজেক্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়।

শুটিং চলাকালেই সেটে এসে তাকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। স্বজনপোষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুরুতে বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তার ভাষায়, 'আমি ভাবতাম সবাই নিজের সন্তানের ভালো চায়, পরে ইন্ডাস্ট্রির বাস্তব রাজনীতি বুঝতে পারি।' ক্যারিয়ারের শুরুতেই একাধিকবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি একসময় পেশা পরিবর্তনের কথাও ভেবেছিলেন বলে জানান এই অভিনেত্রী। তবে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের প্রতি আগ্রহই তাকে ধরে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পরও পরে জানানো হয়েছে, তাকে আর প্রয়োজন নেই।

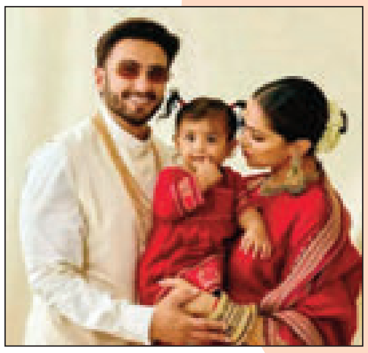

ফের বাবা-মা হচ্ছেন রণবীর-দীপিকা

বিনোদন ডেস্ক : আবারও নতুন অতিথি আসার সুখবর দিলেন বলিউড দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। জনপ্রিয় এই তারকা দম্পতি আবারও বাবা-মা হতে যাচ্ছেন। রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেয়ে দুয়া পাড়ুকোন সিংয়ের একটি মিষ্টি ছবির মাধ্যমে দীপিকা তার দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবরটি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। দীপিকার শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, দুয়া হাতে ধরে আছে একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট-যেখানে স্পষ্ট দুটি লাল দাগ। পাশে ফ্রেমে ধরা পড়ে রণবীর ও দীপিকার হাতও। দুয়ার এই ছবি মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

ক্যাপশনে দীপিকা কোনো দীর্ঘ লেখা না লিখে শুধু 'ইভিল আই' ইমোজি ব্যবহার করেছেন। সুখবর প্রকাশের পর থেকেই বলিউড তারকারা অভিনন্দন জানাতে শুরু করেন। পরিণীতি চোপড়া ও সামান্থা রুথ প্রভুর মতো অনেকেই দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভক্তরাও কমেন্টে ভালোবাসা জানাচ্ছেনড়অনেকেই লিখছেন, "দুয়ার জন্য এবার নতুন খেলার সঙ্গী আসছে।" ২০১৮ সালে ইতালিতে বিয়ে করার পর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন দীপিকা। বর্তমানে তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে 'কিং' এবং আল্লু অর্জুনের সঙ্গে 'রাকা' ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অন্যদিকে রণবীর সিং তার সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'ধুরন্ধর' ছবির সাফল্যের পর নতুন কাজ 'প্রলয়'-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

প্রেম নিয়ে পূজা চেরি...

বিনোদন ডেস্ক : একসময়ের ছোট্ট সেই শিশুশিল্পী থেকে এখন ঢালিউডের রূপের রানী পূজা চেরি। গ্ল্যামার আর অভিনয়ের জাদুতে দর্শক হৃদয়ে রাজত্ব করলেও, তার ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে থামেনি দর্শকের কৌতুহল । পর্দার প্রেম ছাপিয়ে এবার বাস্তবের এক বিতর্কিত প্রেম নিয়ে মুখ খুলে সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছেন এই নায়িকা। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আব্দুল আজিজের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের চর্চিত প্রেম ও সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পূজা খোলামেলা আলোচনা করেছেন,যা নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে ঢালিপাড়ায়। পূজা চেরি বড় পর্দায় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আবদুল আজিজের হাত ধরে। সেসময় গুঞ্জন শোনা যায়, দীর্ঘদিন আজিজের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন এই সুন্দরী। পরে জাজ মাল্টিমিডিয়া ছাড়েন পূজা।

এদিকে ক্যারিয়ারে অনেকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর কথা শোনা গেলেও তার নামে কোনোটিরই ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। নায়ক শাকিব খান, সিয়াম আহমেদ, আদর আজাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় জড়িয়েছে পূজা চেরির নাম। তবে সম্প্রতি আব্দুল আজিজের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের কথা এক গণমাধ্যমের পডকাস্ট শোতে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। সেই শো'তে উপস্থাপক তাকে আবদুল আজিজের সঙ্গে প্রেমের বিষয়ে জানতে চাইলে জবাবে পূজা বলেন, 'একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে মানুষ যদি প্রেমের পর্যায় ফেলে দেয়, তাহলে তো বলতেই পারি প্রেম ছিল।' এরপর জানা যায়, বর্তমানে তিনি আর সিঙ্গেল নন। এ বিষয়ে পূজা বলেন, 'আমি এনগেইজড। আগে অনেক বলেছি আমি সিঙ্গেল, কিন্তু এখন বলছি আমি আর এখন আর সিঙ্গেল নই।' উল্লেখ্য, পূজা চেরির রুপালি পর্দায় যাত্রা শুরু হয় শিশুশিল্পী হিসেবে। 'ভালোবাসার রঙ', 'তবুও ভালোবাসি', 'অগ্নি' এবং 'কৃষ্ণপক্ষ'-এর মতো সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কাড়েন। ২০১৮ সালে সালে যৌথ প্রযোজনার সিনেমা 'নূর জাহান' দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নায়িকা হিসেবে তার অভিষেক হয়। এরপর 'পোড়ামন ২' এবং 'দহন'-এর মতো সিনেমা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সর্বশেষ তিনি শাকিবের বিপরীতে 'গলুই' সিনেমায় অভিনয় করে আলোচনায় ছিলেন। সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০২২ সালে। এরপর থেকে পূজা অভিনীত 'জ্বীন', 'টগর', 'সাইকো', 'শান', 'হৃদিতা'সহ একাধিক সিনেমা মুক্তি পেলেও, সাফল্যের দেখা পাননি এ অভিনেত্রী। এদিকে চলতি বছরের ঈদুল ফিতরে রেদওয়ান রনির পরিচালনায় নির্মিত সিনেমা 'দম' এ আফরান নিশোর বিপরীতে দুর্দান্ত অভিনয় করে আবারও আলোচনায় এসেছেন এই সুন্দরী।

বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ২৪ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জীবনী নিয়ে নির্মিত সিনেমা 'মাইকেল'। এ উপলক্ষে জার্মানির বার্লিনে আয়োজন করা হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী। এর মাধ্যমে পর্দায় প্রথমবারের মতো দেখানো হয় বহুল প্রতীক্ষিত লায়ন্সগেটের প্রযোজনায় মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক 'মাইকেল'। এ সময় উপস্থিত দর্শক ও সমালোচকরা বেশ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেন। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিংবদন্তি মাইকেল জ্যাকসনের ভাতিজা জাফর জ্যাকসন। লায়ন্সগেটের আশা, 'মাইকেল' সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ৭০ কোটি ডলার আয় করবে। যদি এই পূর্বাভাস মিলে যায়, তবে এটি হবে মিউজিক্যাল বায়োপিক বা সংগীত তারকাদের নিয়ে নির্মিত সিনেমার ইতিহাসে শীর্ষ তালিকায় স্থান। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'মাইকেল' সিনেমাটি।

কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক ঘিরে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন মাইকেল জ্যাকসনের চরিত্রে অভিনয় করা জাফর জ্যাকসনকে নিয়ে। সম্পর্কে পপসম্রাটের ভাতিজা এক অনবদ্য অভিনয় ও তার লুকের মাধ্যমে চাচা মাইকেলের প্রায় পুরোটাই পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন। দর্শকদের মতে,

জাফরের কণ্ঠ থেকে শুরু করে তার নাচ ও আবেদন প্রায় সবটাই মিলেছে মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে। বার্লিন উৎসবে এন্টোইন ফুকুয়া পরিচালিত 'মাইকেল' সিনেমাটি প্রদর্শনী শেষে দর্শক ও কলাকুশলীরা দাঁড়িয়ে জাফর জ্যাকসনকে সম্মান জানান। এ সময় অনুষ্ঠানে জ্যাকসন পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে 'মাইকেল' সিনেমাটি নিয়ে উচ্ছ্বাসও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে এটিকে 'শতাব্দীর সেরা সিনেমা' হিসেবেও অভিহিত করেছেন অনেকেই। চলচ্চিত্র সমালোচকের ভাষ্যানুযায়ী, পরিচালক এন্টোইন ফুকুয়া এ বায়োপিকে মাইকেল জ্যাকসনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব মুহূর্ত জীবন্ত করে তুলেছেন। এ ছাড়া জাফর জ্যাকসনকে দিয়ে মাইকেলের শারীরিক ভাষা ও আবেগ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নির্মাতা, যা দর্শকদের দীর্ঘকাল মনে থাকবে। এদিকে ইতিবাচক আলোচনার পাশাপাশি এ সিনেমাটি ঘিরে খানিকটা সমালোচনা ও বিতর্কও তৈরি হয়েছে। ভ্যারাইটির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন নির্যাতনের অভিযোগগুলোও এ সিনেমায় তুলে ধরার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতা এবং জ্যাকসন পরিবারের আপত্তির কারণে চিত্রনাট্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। সে কারণে সিনেমার নির্মাণ ব্যয় প্রায় এক কোটি

সৃজিত মুখার্জির সিনেমায় নায়িকা হতে চান অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। দেশের শীর্ষ নায়কদের সঙ্গে জুটি গড়ার পাশাপাশি বরেণ্য নির্মাতাদের পরিচালনায় বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। এবার জানালেন নতুন ইচ্ছার কথাড় কলকাতার খ্যাতিমান নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে সিনেমা করার আগ্রহ তার। সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় নিজের ক্যারিয়ার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন অপু। সেখানে সঞ্চালকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমনটিই জানান।

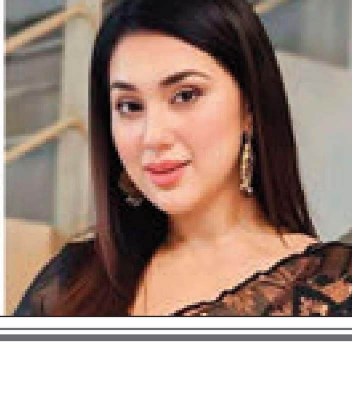

অপু বিশ্বাস বলেন, প্রথমত একজন পরিচালক একজন আর্টিস্টকে চয়েস করতে পারেন। আমি আমার ক্যারিয়ারে এফ আই মানিককে পেয়েছি, আমজাদ আঙ্কেলকে পেয়েছি, চাষী আঙ্কেলকে পেয়েছি, সোহানুর রহমান সোহানকে পেয়েছি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ইচ্ছা অনেকটা পূরণ হয়েছে। সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে অপু বিশ্বাস বলেন, কলকাতার ক্ষেত্রে যদি বলি, তবে সৃজিতদার (সৃজিত মুখার্জি) একটা ব্যাপার আছে। যদি কখনো সুযোগ হয়, সময় হয় বা গল্পের প্রয়োজনে আমাকে ভাবা হয় বা প্রস্তাব পাঠানো হয়, তাহলে হয়তো তা গ্রহণ করব।

ঘোষণার তিন বছর পর সিনেমার শুটিং শুরুর কথা জানালেন রোজিনা

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নন্দিত নায়িকা রোজিনা। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করে আসছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করে নিজেকে একটি শক্ত অবস্থানে নিয়ে গেছেন। ২০২৩ সালের ৩ মার্চ রোজিনা পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'ফিরে দেখা' মুক্তি পায়, যা দর্শকমহলে বেশ সাড়া ফেলেছিল। তিনি জানান, তাঁর দ্বিতীয় পরিচালিত সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে এখন বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন। নতুন সিনেমার নাম 'এখনই সময়'। এ সিনেমার গল্প লিখেছেন প্রখ্যাত নির্মাতা ও গল্পকার ছটকু আহমেদ। রোজিনা বলেন, 'এখনই সময়' মূলত আমাদের জীবনেরই গল্প, আমাদের এই সময়েরই প্রতিচ্ছবি। এখানে থাকবে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং সমাজের নানা বাস্তব দিক। আসলে সিনেমা জীবনেরই প্রতিফলন, তবে গল্পের প্রয়োজনে কিছু সিনেমাটিক উপাদান থাকবেই।'

তিনি আরও বলেন, 'ছটকু ভাই আমাদের দেশের একজন গুণী পরিচালক ও কাহিনিকার। তাঁর কাজের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে বলেই তাঁকে গল্প লেখার দায়িত্ব দিয়েছি। তবে সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আপাতত বাজেট পরিকল্পনাতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আশা করছি চলতি বছরই 'এখনই সময়' সিনেমার শুটিং শুরু করতে পারব।' নতুন এই সিনেমায় কারা অভিনয় করবেন, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান রোজিনা। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, সিনেমাটিতে মূলত যৌতুকবিরোধী একটি শক্তিশালী বার্তা তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও গল্পে স্থান পাবে। তাঁর মতে, আগের সিনেমার তুলনায় এ সিনেমার গল্প আরও বেশি আকর্ষণীয় ও গভীর। এদিকে রোজিনার জন্মদিন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জন্মদিনের প্রথম প্রহরটা পরিবারের সঙ্গেই কাটাই। রাত ১২টা বাজলে সবাই মিলে কেক কাটি। সকাল ও দুপুরে কিছু কাজ থাকলেও বিকেল থেকে পুরো সময়টা বাসাতেই থাকব। সবার কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ রাখেন এবং ভালো কাজ করার শক্তি দেন, যাতে আরও সুন্দর গল্পের সিনেমা দর্শকদের উপহার দিতে পারি।' উল্লেখ্য, ক্যারিয়ারের শুরুতে কয়েকটি সিনেমায় অভিনয়ের পর ১৯৭৭ সালে এফ কবীর চৌধুরীর 'রাজমহল' সিনেমায় চিত্রনায়ক ওয়াসিমের বিপরীতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন রোজিনা। ১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি সুপারহিট হলে তাঁর ক্যারিয়ারে বড় সাফল্যের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে 'কসাই', 'জীবনধারা' ও 'দিনকাল' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

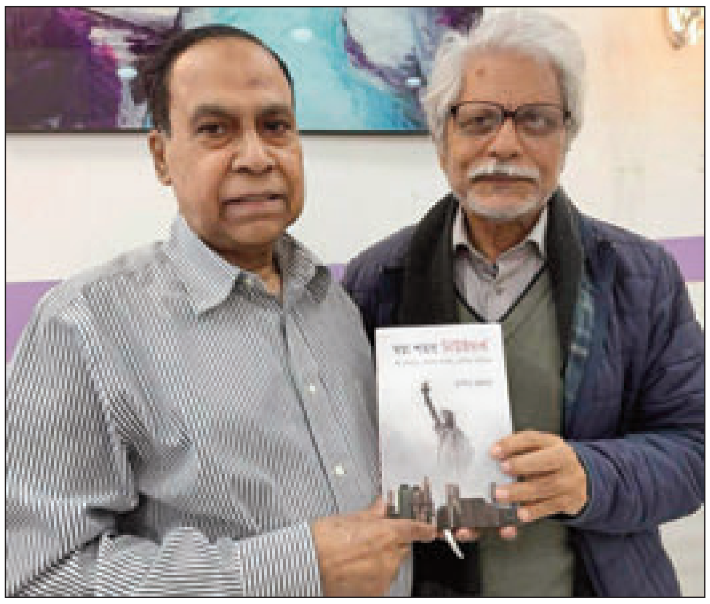

বিশ্ব পর্যটক হাবিব রহমানের নতুন ভ্রমণ কাহিনি

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশ্ব পর্যটক হাবিব রহমান তাঁর ষষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনি "স্বপ্ন শহর নিউইয়র্ক" এর একটি কপি তুলে দিলেন আজ। কদিন আগেই বইটি তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশ থেকে। হাবিব রহমানকে হাল জমানার ইবনে বতুতা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। ইতোমধ্যে তিনি প্রায় সবগুলো মহাদেশের শতাধিক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ইবনে বতুতা, মার্কোপলো, হিউয়েন সাং, নিকোলাও মানুচির সঙ্গে তার পার্থক্য হলো তিনি আধুনিক যুগের ভ্রমণ সুবিধা গ্রহণ করে বিশ্বজুড়ে ঝটিকা সফর করেছেন।

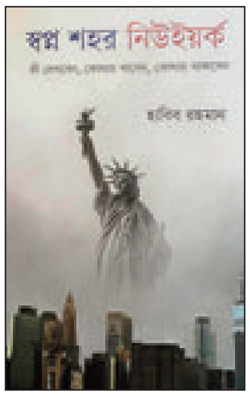

অন্যেরা বিশ্বভ্রমণে বের হয়ে কেউ রাজ দরবারে চাকুরি করেছেন, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং চিকিৎসকের কাজেও নিয়োজিত হয়েছেন। কেউ কেউ বন্দী জীবনও কাটিয়েছেন। তারা তাদের কাহিনি লিপিবদ্ধ করে তাদের সময়ের বিশ্ব ব্যবস্থা, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন।

হাবিব রহমান যেখানে গেছেন, সেখানে তার জন্মভূমি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি তার সাথে নিয়ে গেছেন বাংলাদেশের পতাকা ও পরিচয়। বিদেশে খুঁজে বের করেছেন বাংলাদেশিদের, যারা তাকে সাদরে বরণ করেছেন, আপ্যায়ন করেছেন এবং প্রবাস জীবনের সুখ-দু:খের কাহিনি শেয়ার করেছেন। তবে তার বই "স্বপ্ন শহর নিউইয়র্ক" একটু ভিন্নধর্মী। প্রবাস জীবনের প্রায় তিন দশক তিনি নিউইয়র্ক নগরীতে বসবাস করেছেন। নিউইয়র্ককে তিনি হাতের রেখার মতো জানেন।

বাংলাদেশের কেউ নিউইয়র্কে বেড়াতে এলে তাদের জন্য দর্শনীয় স্থানগুলো, অবস্থান ও খাওয়া-দাওয়া করার সুবিধাজনক স্থানগুলোর বিবরণ তুলে ধরেছেন। এমনকি বাংলাদেশি যারা এই নগরীতে দীর্ঘকাল যাবত আছেন, তাদের জন্যও এটি একটি হ্যান্ডবুকের মতো। বইটি যত্ন করে প্রকাশ করেছে সৃজন প্রকাশনী। এজন্য সৃজনকের কর্ণধার কবি জুননু রাইন ধন্যবাদ পেতে পারেন। বইটির মূল্য বাংলাদেশে ৪০০ টাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২০ ডলার।

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ চলছে

(শেষ পাতার পর)

সরাসরি গিয়ে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ইতোমধ্যে জ্যাকসন হাইটস ও ওজনপার্কে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২৫ এপ্রিল জ্যামাইকার স্টার কাবাবের সামনে এবং ২৭ এপ্রিল ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্লেসের সামনে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

গত ১৮ এপ্রিল নিউইয়র্কের বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আব্দুর রহিম হাওলাদার, কর্মকর্তা ডিউক খান, সাবেক কর্মকর্তা ফারুক হোসেন মজুমদার, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট জয় চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ নুজ্জামান চৌধুরী, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল হক সেলিম এবং প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ।

এদিকে ওজন পার্কে সদস্য নিবন্ধন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। ২০ এপ্রিল মিজান ওয়ের পাশে বিকেল ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। এদিন মোট ৯০ জন সাধারণ সদস্য নিবন্ধিত হন, যার মধ্যে ১২ জন আজীবন সদস্য রয়েছেন। নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, কার্যকরী সদস্য হাসান খান এবং সাধারণ সদস্য ফারজানা চৌধুরী।এ সময় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, উপদেষ্টা গহর চৌধুরী কিনু এবং কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ।

এদিকে, নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমান কার্যকরী কমিটি ইতোমধ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের এবং সদস্যরা হলেন রুহুল আসিরকার, আহবাব চৌধুরী খোকন, শামসুদ্দীন আজাদ, বদরুল হোসেন খান, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল এবং মিঠু হামিদ। গত ১৫ এপ্রিল জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। জানা গেছে, ইতোমধ্যে দুটি প্যানেল নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে। আগামী ৩০ জুন সদস্য হওয়ার শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগেই প্রার্থী তালিকা ও প্যানেল চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্ভাব্য সভাপতি পদে আলোচনায় রয়েছেন বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও ওয়াসি চৌধুরী। সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক পদে আলোচনায় রয়েছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ এবং সোসাইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী।

আসেফ বারী লায়ন্স মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০'র পদক অর্জন

(শেষ পাতার পর)

আর ২ এর গভর্নর লায়ন আসেফ বারীকে তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা ও সেবার প্রতি অদম্য প্রতিশ্রুতির প্রকৃত প্রতিফলনের স্বীকৃতি স্বরূপ বছরের সেরা গভর্নর হিসেবে "আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্মেন্স এওয়ার্ড"এ ভূষিত হোন। উল্লেখ্য, মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০ এঁর অন্তর্ভুক্ত ১১ টি ডিস্ট্রিক্ট ২০২৫-২০২৬ কার্যবছরে সর্বমোট ৭ টি নতুন লায়ন্সক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়, এরমধ্যে গভর্নর আসেফ বারী এককভাবে ৫ টি নতুন লায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গভর্নরশীপ কার্যবছরে ২০২৫-২০২৬ এ ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর "নাম্বার ওয়ান" ডিস্ট্রিক্ট হবার মর্যাদা অর্জন করেন। লায়ন আসেফ বারীর সময় ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ পূর্ণ ডিস্ট্রিক্ট এঁর স্বীকৃতি লাভ করেন, যা ১২ বছরে উক্ত ডিস্ট্রিক্ট এই প্রথম আসেফ বারীর নেতৃত্বে ডিস্ট্রিক্ট ২০- আর ২ পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর নেতৃত্বে ৫ টি লায়ন্স ক্লাব ও ১ টি লিও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লায়ন্স পরিবারে আরো ২২৭ জন নতুন সদস্য যুক্ত করা শুধু একটি কৃতিত্ব নয়- বরং এটি একটি উত্তরাধিকার সৃষ্টির পথচলা। লায়নইজমে লায়ন বারীর আবেগ প্রতিটি লায়ন সদস্যকে বড় উদ্দেশ্য ও আগামী দিন গুলোতে আরও বড় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে "কাউন্সিল অব গভর্নর" এঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ আশাব্যক্ত করেন এবং গভর্নর আসেফ বারীর নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য কামনা করেন। উল্লেখ্য লায়ন আসেফ বারী প্রথম বাঙালি লায়ন জেলা গভর্নর হবার গৌরব অর্জন করেন যা বাংলাদেশি কমিউনিটির এক উজ্জ্বল ও ঐক্যের সাথে সেবা করার অনুপ্রাণিত করে। ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর ইতিপূর্বে কোন গভর্নর একসাথে ৬ টি নতুন লায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার গৌরব অর্জন করেননি। লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর সকল লায়ন্স সদস্যদের পক্ষ থেকে গভর্নর আসেফ বারীকে অভিনন্দন।

নিউইয়র্কে শিশুযত্ন কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো ওবামা ও মামদানির সাক্ষাৎ

(শেষ পাতার পর)

অভিভাবকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে তাঁরা মেঝেতে বসে থাকা একদল শিশুশিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগ দেন এবং একটি শিশুতোষ বই থেকে পড়ে শোনান। মামদানির প্রেস সচিব জো ক্যালভেইয়ো এক বিবৃতিতে বলেন, 'হুইলস অন দ্য বাস' গান গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে দুই নেতা শহরের জন্য মেয়রের পরিকল্পনা বিষয়ে কথা বলেছেন। নিউইয়র্কের শিশুদের জীবনের শুরুটা যতটা সম্ভব সুদৃঢ় করে তোলার গুরুত্ব নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

মামদানি নিজেকে 'ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট' হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি মেয়র নির্বাচনের প্রচার চলার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নির্বাচিত হলে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো সর্বজনীন শিশু সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করবেন। সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাঁর প্রশাসন সরকারি অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে, যাতে শহরজুড়ে বিদ্যমান ইউনিভার্সাল প্রি-কে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা যায় এবং আগামী শরৎ থেকে সীমিতসংখ্যক দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্যও শিশু সুরক্ষাসেবা চালু করা যায়। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, শ্রেণিকক্ষে পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে ওবামা ও মামদানি একান্তে সংক্ষিপ্ত একটি বৈঠক করেন। সূত্রটি আরও বলেছে, গত নভেম্বরে নির্বাচনের পর থেকেই ওবামা ও মামদানির সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজন এ দুই নেতার মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে সে সুযোগটি তৈরি হয়। ওবামা এ সপ্তাহান্তে নিউইয়র্কে আসেন। আর সে সুযোগে বৈঠকটি চূড়ান্ত হয়। মামদানি ও বারাক ওবামার সাক্ষাতের খবরটি প্রথম প্রকাশ করে পলিটিকো। শিশুযত্ন কেন্দ্রের শ্রেণিকক্ষে ওবামা এবং মামদানিড়কেউই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেননি। তাঁরা ভবন থেকে বের হওয়ার সময় বাইরে ক্যামেরার দিকে হাত নেড়ে শুধু অভিবাদন জানান।

নভেম্বরে মেয়র নির্বাচনের আগে ওবামা ও মামদানির মধ্যে ফোনে কথা হয়েছিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিনটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। সেই আলাপে ওবামা মামদানিকে বলেছিলেন, একজন 'ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট' কীভাবে দেশের সবচেয়ে বড় শহরকে পরিচালনা করছেন, তা দেখার অপেক্ষায় আছেন অনেকে। তিনি মামদানিকে সতর্ক করে আরও বলেছিলেন, কোনো ভুল হলে সমালোচকেরা সেটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজের প্রশাসনে যোগ্য লোকদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য মামদানিকে পরামর্শ দিয়েছেন ওবামা। সিএনএনকে একটি সূত্র বলেছে, সেই আলাপচারিতা মামদানিকে 'নির্বাচনে লড়া' এবং 'প্রশাসন পরিচালনা'ড়এই দুইয়ের পার্থক্য আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে। এর আগে দুবার বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মামদানির সাক্ষাৎ হয়েছে। গত বছর এবং চলতি বছরের শুরুতে তাদের ওভাল অফিসে বৈঠক হয়। তবে চলতি সপ্তাহে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে অভিযোগ করেন, মামদানি তাঁর নতুন করনীতির মাধ্যমে নিউইয়র্ককে 'ধ্বংস' করছেন। এই নীতিমালা অনুযায়ী, শহরে ৫০ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের দ্বিতীয় বাড়ি থাকলে বাসিন্দাদের অতিরিক্ত কর দিতে হবে। ট্রাম্পের ওই পোস্টের পর তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি মামদানি। তবে তিনি বলেছেন, ট্রাম্প এই নীতির সঙ্গে একমত পোষণ না করায় তিনি অবাক হননি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সেপ্টেম্বরে

(শেষ পাতার পর)

সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্যারেড এবং আগষ্ট মাসের শেষের দিকে ‘ব্যাক টু স্কুল’ কর্মসূচী আয়োজনের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সভায় সংগঠনের সহ সভাপতি এএফএম মি-সবাহউজ্জামান ও কার্যকরী সদস্য রিজু মোহাম্মদের ভাই আব্দুল কাদের লিপুর সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। তারা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর ইউএনএ’র।

সিটির জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে সোসাইটির বর্তমান ও চলতি বছরের আগামী দিনের কর্মসূচী সংক্ষেপে তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন মুন্সী। এরপর সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের অগ্রগতি তুলে ধরেন কার্যকরী সদস্য ও ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব রিজু মোহাম্মদ।

পরবর্তীতে উল্লিখিত বিষয়ের উপর আলোচ-নায় অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা যথাক্রমে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, শাহাব উদ্দিন সাগর ও আব্দুল বাসির, সাবেক সভাপতি ও ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বিলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি। এছাড়াও সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলম সরকার, সাহিত্য সম্পাদক ইফফাত ইয়াসমীন, পলিসি ও এডভোকেসি সম্পাদক জিল্লুর রহমান, কমিউনিটি আউটরীচ সম্পাদক সাইফ আলম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মইনউদ্দিন পাটোয়ারী, কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার ও ফিরোজ কবীর।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্যারেড এবং আগষ্ট মাসের শেষের দিকে ‘ব্যাক টু স্কুল’ কর্মসূচী আয়োজনের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটিতে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল ও শাহাব উদ্দিন সাগর-কে সমন্বয়ক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত এবং ‘ব্যাক টু স্কুল’ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আলম সরকার-কে আহ্বায়ক, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ-কে সদস্য সচিব ও ইসমাইল হোসেন স্বপন-কে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে মনোনীত করা হয়।

সভায় এএফএম মিসবাহউজ্জামান ও আব্দুল কাদের লিপুর সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া মুনাজাতের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

প্রথম ভাইস গভর্নর শাহ নেওয়াজ

(শেষ পাতার পর)

পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শাহ নেওয়াজ। বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির পরি-চিত এই সংগঠক বর্তমানে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারেরও প্রেসিডেন্ট ও সিইও।

গত ১৫ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ঐতিহাসিক শহর সিরাকিউসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কনভেনশনে শাহ নেওয়াজ ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ প্রথম ভাইস গভর্নর নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি প্রত্যক্ষ ভোটে দ্বিতীয় ভাইস গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র দ্বিতীয় গভর্নর পদেই প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়। এরপর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত দ্বিতীয় ভাইস গভর্নর পরবর্তীতে প্রথম ভাইস গভর্নর এবং গভর্নর পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট-২০ আর২-এর গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন নীনা স্মিথ। তিনি বর্তমান গভর্নর আসেফ বারীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় শাহ নেওয়াজকে অভিনন্দন জানিয়েছে তার সাফল্য কামনা করেছেন বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের সভা

(শেষ পাতার পর)

সোমবার জ্যামাইকাস্থ একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া। সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব বাবুল চৌধুরী এবং প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ জামান তপন। সভায় আলোচনায় অংশ নেন নার্গিস আহমেদ, মাহমুদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, ওয়াসি চৌধুরী, ফারুক আজম, ফারুক চৌধুরী, রুহুল আমিন ছিদ্দিকি, আলী ইমাম, ফজলে রাব্বী, ফারুক হোসেন মজুমদার, শেখ সিরাজ, আক্তার হোসেন, মাইনুউদ্দিন মাহবুব, ফিরোজ আহমেদ, ফেরদৌস খান, নুরুল হক, সৈয়দ এম কে জামান, শাহ আলম, এলিন ওয়াহিদ, ফারহানা চৌধুরী, বেলাল মাহমুদ, এইচ এম জামিল, খন্দকার ফরহাদ, শাহনাজ আলম লিপি, খান শওকত প্রমুখ।

সভায় চলতি বছর একটি মিলনমেলা আয়োজন, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত সদস্যরা এ বছর পুনরায় ইনডোরে মিলনমেলা আয়োজনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনজন সদস্য লিখিত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন এবং অন্যরা বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেন। আলোচনার ভিত্তিতে দুই বছর মেয়াদি ১১ সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর পদ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং এ দায়িত্ব সংগঠনের আহ্বায়ক ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি এ উদ্দেশ্যে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করবেন।

সভায় সাবেক কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বর্তমান কমিটির সমালোচনা না করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোনো মতামত বা আপত্তি থাকলে তা বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। পাশাপাশি, কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে কোনো প্যানেলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সমর্থন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ যেকোনো প্রার্থী বা প্যানেলকে সমর্থন করতে পারবেন।পরবর্তী সভায় গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হবে। একই সঙ্গে মিলনমেলার সময় ও ভেন্যু নির্ধারণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য ভেন্যুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। সভা শেষে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে বৈশাখী নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

শামসুল হককে বিজয়ী করার আহবান

(শেষ পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা থেকে তাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিউইয়র্ক অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩০ থেকে প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডেমোক্রেট প্রার্থী এবং নিউইয়র্ক পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ও বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শামসুল হক। তাকে সমর্থন জানিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে গত ১৮ এপ্রিল শনিবার রাতে জ্যাকসন হাইটসে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় শামসুল হককে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়। সভায় বক্তারা বলেন, নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব জোরদার করতে শামসুল হকের মতো যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থীর বিকল্প নেই। তারা উল্লেখ করেন, কমিউনিটির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে এবং নির্বাচিত হলে তিনি অভিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসীরা শামসুল হকের বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্থানীয় পর্যায়ে জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।নিজ বক্তব্যে শামসুল হক বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবেন। তিনি কমিউনিটির সার্বিক উন্নয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রাইমারিতে তাকে সমর্থন দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং বৃহত্তর বাংলাদেশি কমিউনিটিকে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনড় বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক

মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক কর্মকর্তা ফারুক হোসেন মজুমদার, কাজী তোফায়েল আহমেদ, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়া প্রমুখ।

‘বদির কাছ থেকে বস্তা ভরে ইয়াবা আনত ওবায়দুল কাদের’

ঢাকা : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, বীরবিক্রম। ওবায়দুল কাদের বস্তা ভরে ইয়াবা আনতে প্রতিমাসে কক্সবাজার যেতেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বুধবার (২২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন। কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেন, ওবায়দুল কাদের প্রতিমাসে এক-দুইবার করে কক্সবাজার যেতেন বদির কাছ থেকে বস্তা ভরে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো আনার জন্য। আপনারা তখন মনে করেছেন– মন্ত্রী কতই না পরিশ্রমী, বার বার কক্সবাজার যায়। বার বার কক্সবাজার যাও কেন? রাজশাহী যাও না কেন? দিনাজপুর যাও না কেন? কক্সবাজার যেত বদির কাছ থেকে বস্তা ভরে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো আনার জন্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মাদকের সমস্যা কিছুটা কমেছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন ইয়াবা ট্যাবলেট জনপ্রতিনিধিরাই করছে। সোজা পয়সা কামানোর জন্য এর থেকে ভালো কোনো ব্যবস্থা নাই। রাতারাতি কোটি কোটি টাকা রোজগার করা। অথচ, ওখানে জনপ্রতিনিধিরা বলছেড় ইয়াবা যারা করে, তাদের ঠিকানা হবে পুলিশের কাছে। পুলিশের কাছে তো হচ্ছে না! এলডিপির সভাপতি বলেন, সংসদে তিন ভাগের একভাগ ব্যবসায়ী; আরেক ভাগ অশিক্ষিত, যারা পার্লামেন্ট বানানও উচ্চারণ করতে পারে না। স্বশিক্ষিত মানে কি, অশিক্ষিত। অশিক্ষিত না লিখে ভদ্র ভাষায় লিখে স্বশিক্ষিত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

টাওয়ার হ্যামলেটসে মেয়র পদে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার প্রার্থী

(শেষ পাতার পর)

রহমান, লেবার পার্টির কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেনডেন্টসের প্রার্থী জামি আলী ও লিবারেল ডেমোক্র্যাটস পার্টির (লিব ডেমস) মোহাম্মদ আবদুল হান্নান। এ নির্বাচনে মেয়র পদে আরও লড়ছেন কনজারভেটিভ পার্টির ডমিনিক নোলান, গ্রিন পার্টির হীরা খান, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট অ্যান্ড স্যোশালিস্ট কোয়ালিশনের হুগো পিয়েরে, রিফর্ম ইউকের জন বোলার্ড ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্যারেন্স ম্যাকগ্রেনেরা। আগামী ৭ মে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এখানে এবার লুৎফুর রহমানের সঙ্গে সিরাজুল ইসলামের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে এই কাউন্সিলের নেতৃত্ব বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কোনো রাজনীতিকের হাতে থাকার সম্ভাবনা জোরালো বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। এই বরোর দুটি পার্লামেন্টারি আসনে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুজন এমপি। তাঁরা হলেন রুশনারা আলী ও আপসানা বেগম।

লুৎফুর রহমান : টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের তিনবারের নির্বাচিত নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আলোচিত-সমালোচিত। লুৎফুর রহমানের জন্ম বাংলাদেশের সিলেট জেলায়। তিনি শৈশবে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশিঅধ্যুষিত এলাকায় তিনি বেড়ে ওঠেন। আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষে সলিসিটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন লুৎফুর রহমান। কমিউনিটি রাজনীতির মাধ্যমে তিনি দ্রুত স্থানীয় পর্যায়ে নিজের একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে লুৎফুর রহমান লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দলের হয়ে তিনি কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২০১০ সালের মেয়র নির্বাচনে লুৎফুর রহমান প্রথমে লেবার পার্টির মনোনয়ন পান। পরে তা বাতিল হলে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হন। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রথম সরাসরি নির্বাচিত মেয়র। ২০১৪ সালে লুৎফুর রহমান মেয়র হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগে আদালতের রায়ে তাঁর মেয়র পদ বাতিল হয়। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে নিষিদ্ধ হন তিনি। তবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। নিষেধাজ্ঞা শেষে ২০২২ সালে অ্যাসপায়ার পার্টির মনোনয়নে মেয়র নির্বাচিত হয়ে লুৎফুর রহমান রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্প্রতি লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল ঘিরে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তদারকি। কাউন্সিলের ওপর সরকারের তদারকি আরও জোরদার করা হয়েছে। কাউন্সিলের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সরকারনিযুক্ত প্রতিনিধিদের। তাঁরা আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সেবাদানের প্রক্রিয়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। এক সাক্ষাৎকারে লুৎফুর রহমান বলেন, এই বরোর মতো জটিল অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এখানে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লুৎফুর রহমান দাবি করেন, গত নির্বাচনের আগে তাঁর দেওয়া প্রায় ১২০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৯৩ শতাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। লুৎফুর রহমান ভাষায়, 'কথা বা সমালোচনা নয়, প্রয়োজন কার্যকর নেতৃত্ব ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা।' লুৎফুর রহমানের নির্বাচনী স্লোগান হলো 'উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অ্যাসপায়ারকে ভোট দিন'।

সিরাজুল ইসলাম : ২০০১ সাল থেকে টানা সাতবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম। এবারের নির্বাচনে তাঁকে মেয়র পদে মনোনয়ন দিয়েছে লেবার পার্টি। তিন দশকের বেশি সময়ের কমিউনিটি ও স্থানীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এবার মেয়র পদের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৭২ সালে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে আসা সিরাজুল ইসলাম পূর্ব লন্ডনে বেড়ে ওঠেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি দরজির কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে বর্ণবাদী অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপট তাঁকে রাজনীতিতে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৯০-এর দশকে লেবার পার্টির মাধ্যমে সিরাজুল ইসলামের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়। ২০০১ সালে হলি ট্রিনিটি ওয়ার্ড থেকে তিনি প্রথমবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একই এলাকা থেকে টানা সাতবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে তিনি স্থানীয় রাজনীতিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করেন। সাক্ষাৎকারে সিরাজুল ইসলাম বলেন, মেয়র নির্বাচিত হলে পাঁচ হাজার নতুন ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। হাউজিং খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান মেয়র অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি।

জামি আলী : আইন পেশাসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে জামি আলী স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেনডেন্টসের প্রার্থী হিসেবে মেয়র নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে জন্ম নেওয়া জামি আলীর পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাঁর দাদা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালে যুক্তরাজ্যে বসবাস শুরু করেন। জামি আলী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি যুক্তরাজ্যের কুইনমেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর ইনার টেম্পল থেকে বার-এ কল গ্রহণ করে লন্ডনে আইনচর্চা শুরু করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নে আইন কর্মকর্তা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা আছে জামি আলীর। তিনি বর্তমানে লন্ডনের ৩৩ বেডফোর্ড রো চেম্বারে ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ করছেন। জামি আলী বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়াসহ কাউন্সিল প্রশাসনের স্বচ্ছতার ঘাটতি তাঁকে মেয়র নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছে। নির্বাচিত হলে প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে কাউন্সিলের ব্যয়ের স্বাধীন অডিট, হাউজিং খাতে স্বচ্ছতা ও জনসেবায় জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামি আলী।

মোহাম্মদ আবদুল হান্নান : লিবারেল ডেমোক্র্যাটস পার্টি (লিব ডেমস) থেকে মেয়র পদে প্রার্থী হয়েছেন মোহাম্মদ আবদুল হান্নান। তিনি ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্যে অভিবাসী হয়ে আসেন। আবদুল হান্নান একজন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের মূলধারার রাজনীতিতে যুক্ত হন আবদুল হান্নান। লেবার পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। টাওয়ার হ্যামলেটসে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী আবদুল হান্নান একজন টেলিকম নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বর্তমানে ক্যানারি ওয়ার্ফে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নে। আবদুল হান্নান বলেন, নির্বাচিত হলে তিনি আবাসনসংকট মোকাবিলা, সড়ক নিরাপত্তাসহ পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন। কাউন্সিলের সেবায় জবাবদিহিকে অগ্রাধিকার দেবেন। আবদুল হান্নান বলেন, 'অপরাধ ও ময়লার সমস্যা বেড়েছে। আমরা নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন টাওয়ার হ্যামলেটস গড়ে তুলতে কাজ করব।' কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণদের জন্য গণপরিবহন আরও সহজে প্রবেশযোগ্য করতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আবদুল হান্নান।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

বিকশিত হয়। তিনিই আব্বাকে বিয়ে করান, ব্যবসা শেখান। বলা যায় আব্বাও ছিলেন তার আরেকটা ছেলে। দাদার ছেলে-মেয়েরা, সকলেই, তখনও এবং এখনও আব্বাকে বড়ো ভাই হিসেবে সম্মান করতেন এবং করেন। বিয়ে করে আব্বা কেএমদাস লেনে আলাদা একটা বাসা নিয়েছিলেন বটে কিন্তু আসল ঠিকানা তার বহুদিন পর্যন্ত ৯ বিসিসি রোডই ছিল।

ঈদের দিন নামাজ পড়েই আমরা ওই বাড়িতে চলে যেতাম। কখনো আব্বা আলাদা করে কোরবানি দিতেন না। কোরবানির ঈদের দিন সকাল থেকে সারাদিন ঠাটারি বাজারের বাড়িতেই কাটাতাম। দাদা দুইটা গরু কোরবানি দিতেন, সব মাতুব্বরি আব্বার হাতে, কার কী দায়িত্ব তা ঠিক করে দেয়া, কাটাকুটি করা, মাংস ভাগ করা, গরীবদের দেওয়া, আত্মীয়দের দেওয়া ইত্যাদি সব আব্বাই করতেন। রাতে আমরা আমাদের ভাগের মাংস নিয়ে বাসায় ফিরতাম। বাড্ডায় এসে, যখন আমি একটু বড়ো হলাম, তখন বলি, আব্বা, ঈদের দিন আর ঠাটারি বাজারে যাব না, আমরা আলাদা কোরবানি দিব। আব্বা বলেন, তোমার দাদা সব সামলাবেন কী করে? প্রথম প্রথম এমন হয়েছে, আমরা বাড্ডায় ভাগে কোরবানি দিয়েছি কিন্তু আব্বা চলে গেছেন ঠাটারি বাজারে। দুই, তিন বছর এমন হওয়ার পরে আস্তে আস্তে আব্বা ওখানে যাওয়া বন্ধ করেন। ঠাটারি বাজারের স্মৃতিগুলো ভীষণ উজ্জ্বল এবং আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুরনো ঢাকার বাড়িগুলো ছিল গায়ে গায়ে লাগানো। এক শীতের দুপুরে মনির হঠাৎ আবিস্কার করে ছাদের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে যাওয়া যায়, এভাবে লাফাতে লাফাতে ছাদ থেকে ছাদে হেঁটেই আমরা অনেক দূর চলে যেতে পারি। আসলে আমরা এটা শিখি বানরদের কাছ থেকে। রোজ বিকেলে আমাদের ছাদে একদল বানর আসত। কখনো পুরো পরিবার পরিজন নিয়েই চলে আসত। কোলে ছোটো বাচ্চাও থাকত। ওদের পেছনে ছুটতে গিয়েই আমরা ছাদ-হাঁটা শিখে ফেলি। এরপর থেকে এটা আমাদের একটা খেলা হয়ে গেল। একদিন এভাবে লাফাতে লাফাতে মাইলখানেক দূরে, বনগ্রামে চলে যাই। এবং এক সময় এক বাড়ির ছাদ থেকে বনগ্রামের একটি গলির ওপর লাফিয়ে পড়ি। গলির ভেতরে তখন কয়েকজন কিশোরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। ওদের প্রায় পায়ের ওপর আকাশ থেকে দুই কিশোর দুদ্দাড় করে পড়ে। ওরা তো অবাক। আকাশ থেকে মাঝে মধ্যে ঢিল এসে পড়ে, আহত পাখি পড়ে কিন্তু মানুষ! মেয়েগুলো ভয় পেয়ে দৌড়াতে থাকে এবং কিছুদূর গিয়ে কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত ওরা দুজন উড়াল মানবের ভগ্ন ডানাগুলো খুঁজছিল। মনির লাফ দিয়ে উঠে জোরে একটা ধমক দিয়ে বলে, ওই গেলি... মেয়েগুলো যেন এতক্ষণে স্বপ্নের জগত থেকে ফিরে আসে।

আবে মাইনসের পোলাপাইন!

আমরা তখন উঠে এক দৌড়।

এইরকম হাজারো দুষ্টামির গল্পে ঠাসা ঠাটারিবাজারের কৈশোর। বিকেল হলেই আমরা সবাই ছাদে উঠে যেতাম। চেয়ার পেতে, পাটি বিছিয়ে সবাই বসে বসে আড্ডা দিতাম। ছাদের এই আড্ডাটা আম্মা এবং দাদী খুব উপভোগ করতেন। আমাদের ঘিরে একদল বুনো বানরও এই আড্ডা উপভোগ করত। তখন বানরদের জীবন-যাপন, এবং বাঁদরামো নিয়ে নানান গল্প শুরু হত। দাদীর কাছে একটা গল্প প্রায়ই শুনতাম। এই পাড়ারই একটি বাচ্চা চুরি হয়ে যায়। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, ঘর থেকে ঘুমন্ত বাচ্চা কোথায় গেল? সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে কোথাও পাওয়া গেল না। বিকেলের দিকে একটি বুড়ো বানর বাচ্চাটিকে কোলে করে এনে ছাদের কার্নিশে বসে আছে। বাচ্চার বাবা এক কাদি কলা উপঢৌকন দিয়ে বাচ্চাটিকে ফেরত পায়। এখনো জানি না এটা কী সত্যি গল্প না কেউ বানিয়েছে।

হেলে পড়া দুপুর থেকে রাত অব্দি ছাদে আড্ডা চলত। রাস্তার উল্টোদিকে ছিল স্টার কাবাব, ওখান থেকে একটু পর পরই মোগলাই আসত, ডালপুরি, সিঙ্গারা, কাবাব আর মালাই ভাসা দুধ চা আসত। সোসাইটি বেকারি থেকে পেটিস, পেস্ট্রি আসত। রাস্তার মাথায় ছিল মরণ চাঁদ মিষ্টির দোকান, ওখান থেকে মিষ্টি আসত।

তখন স্টার কাবাব খুব পুরনো ধাচের একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, অনেক পরে এর আধুনিকায়ন করা হয়। দাদার হোটেল আরাফাত ছিল একটা ক্যাশ কাউ। ওখান থেকে প্রতি মাসে তখনকার দিনেই তিন লাখ টাকার বেশি মুনাফা আসত। দুই হাতে উড়িয়েও শেষ করা যেত না। এছাড়া দাদার ঠিকাদারি, চা-পাতার দোকানের আয় এইসব তো ছিলোই। এই অফুরন্ত অর্থপ্রবাহের কারণেই দাদার ছেলে-মেয়েদের কারোরই পড়ালেখা হয়নি। শুধু তার ছোটো মেয়ে হোসনা, আমার সামান্য একটু বড়ো, কলেজে গিয়েছিল। হোসনা ফুপু কলেজে পড়তেন বলে তার মধ্যে অন্যরকম একটা অহংকার ছিল। যেন তিনি এই বাড়ির কেউ না, অন্য কোনো জগত থেকে আসা একজন মানুষ। বাড়ির সকলেই তাকে একমাত্র শিক্ষিত মানুষ জ্ঞান করে অতিরিক্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা করত কিংবা সমীহ করত। এই শিক্ষাটাও হয়ত আমি তখনই পেয়েছিলাম যে এডুকেশন খুব পাওয়ারফুল একটা জিনিস, সকলেই এই ক্ষমতাকে সমীহ করে।

১৯৮৮ সালের বন্যার সময় যখন আমাদের বাড্ডার বাড়িঘর তলিয়ে যায় তখন আমরা সবাই প্রায় আড়াই মাস ঠাটারি বাজারে দাদার বাড়িতে ছিলাম। কিছুদিন পরপর আব্বা এবং আমি এসে বাড়িটা দেখে যেতাম, পানি কমলো কিনা জেনে যেতাম।

ছোটো দাদীর বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও তিনি যথেষ্ট যৌবনবতী এবং সুন্দরী ছিলেন, তার বয়স তখন চল্লিশের শুরুর দিকে। দাদী খুব বাংলা সিনেমা দেখতে পছন্দ করতেন। আম্মা গেলেই দাদী সিনেমা দেখার আয়োজন করতেন। তখন সবাই মিলে সিনেমা দেখতে যেতাম। অভিসার এবং মধুমিতা হলেই বেশি যেতাম আমরা। গুলিস্তান, নাজ আমাদের পছন্দের তালিকায় ছিল না কারণ এই দুটি হলের পরিবেশ ততটা আরামদায়ক ছিল না। সেই সময়টাতে আমজাদ হোসেনের ভাত দে, বেলাল আহমেদের নয়নের আলো, চাষী নজরুল ইসলামের চন্দ্রনাথ প্রভৃতি সিনেমা দেখি।

নিউইয়র্কে 'রাক্ষস'র প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত

(শেষ পাতার পর)

জমকালো এই আয়োজন ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ।জানা গেছে, সিনেমাটি গত ১৭ এপ্রিল শুক্রবার থেকে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে মুক্তি পায় এবং স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহগুলোতে প্রদর্শিত হচ্ছে। ফরেস্টহিলে সিনেমার্ট সিনেমাস-এ অনুষ্ঠিত প্রিমিয়ার শোতে প্রবাসী দর্শকদের পাশাপাশি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই সিনেমাটির গল্প, নির্মাণ ও অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে নায়ক সিয়াম আহমেদ-এর অভিনয় দর্শকদের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

'রাক্ষস' চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান হৃদয় এবং এটি একটি ডার্ক, ইন্টেন্স থ্রিলার ঘরানার গল্প, যেখানে প্রেম, সহিংসতা ও মানুষের ভেতরের পরিবর্তনের দিক তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঈদুল ফিতর ২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশে মুক্তির পর সিনেমাটি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রদর্শিত হচ্ছে এবং প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।প্রবাসে বাংলা সিনেমার এই ধরনের প্রিমিয়ার আয়োজনগুলো ধীরে ধীরে আরও বড় পরিসরে পৌঁছাচ্ছে, যা বাংলা চলচ্চিত্রের বৈশ্বিক বিস্তারের ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।'রাক্ষস'-এর যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশক গ্যালাক্সি মিডিয়া। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর জানান. সিনেমা হলে 'রাক্ষস' দেখে দারুণ তৃপ্ত দর্শকেরা।'

কংগ্রেসে লড়ছেন বাংলাদেশি আমেরিকান স্টেট সিনেটর সাদ্দাম

(শেষ পাতার পর)

(ডিস্ট্রিক্ট-৩৭) সাদ্দাম আজলান সেলিম (৩৬) কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নের দৌড়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ এবং আরো সাশ্রয়ী ভার্জিনিয়ার জন্যে স্টেট সিনেট ছেড়ে কংগ্রেসে লড়ছেন বলে নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতেই উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশী আমেরিকান সাদ্দাম সেলিম। উল্লেখ্য, একেবারেই গরিব পরিবার থেকে বেড়ে উঠা কঠোর পরিশ্রমী ও মেধাবি সাদ্দাম ২০২৩ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি, ফেয়ারফ্যাক্স সিটি, এবং ফলসচার্চ সিটি নিয়ে গঠিত স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট'র নির্বাচনে ১৬ বছর ধরে নির্বাচিত হয়ে আসা সিনেটর চ্যাপ পিটারসনকে ধরাশায়ী করেছেন।

তৃণমূলের সাথে চমৎকার সম্পর্কের সিঁড়ি বেয়ে কংগ্রেসের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনেও বিজয়ী হতে চান সাদ্দাম সেলিম। প্রচারণার শুরুতেই তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নানাবিধ কর্মকান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবন বিষিয়ে উঠেছে, গণতন্ত্র আজ বিপন্ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিদ্যমান ইমেজও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এহেন অবস্থা থেকে ভার্জিনিয়া এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপদ করতে তার মত তরুণ নেতৃত্বের বিকল্প নেই।

৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচন এবং লড়ছেন আরো ৭ জন। গত চার বছর স্টেট সিনেটের কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে সাদ্দাম সেলিম জাতীয় রাজনীতিতেও পরিচিতি পেয়েছেন এবং নিজের নির্বাচনী এলাকার নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ভোটারের মধ্যে তার রয়েছে ব্যাপক সমর্থন এ তথ্য জানান ঐ এলাকার একজন বাংলাদেশী আমেরিকান। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মের ভোটারের বড় একটি অংশ ইতিমধ্যেই সাদ্দামের পক্ষে মাঠে নেমেছেন। সবমিলিয়ে ডেমক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেই সাদ্দামের বিজয় নিশ্চিত। কারণ, এলাকাটি হচ্ছে ডেমোক্র্যাট-অধ্যুষিত।উল্লেখ্য, সাদ্দাম সেলিম বিজয়ী হলে তিনি হবেন প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান মার্কিন কংগ্রেসে। সেজন্যে সাদ্দামের পক্ষে সমগ্র কম্যুনিটিতে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঐ নির্বাচনী এলাকার আত্মীয়-স্বজনকে সাদ্দামের পক্ষে আরো জোরালো ভ'মিকায় অবতীর্ণ হবার অনুরোধ জানাচ্ছেন প্রবাসীরা।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-সার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোস্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN
PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

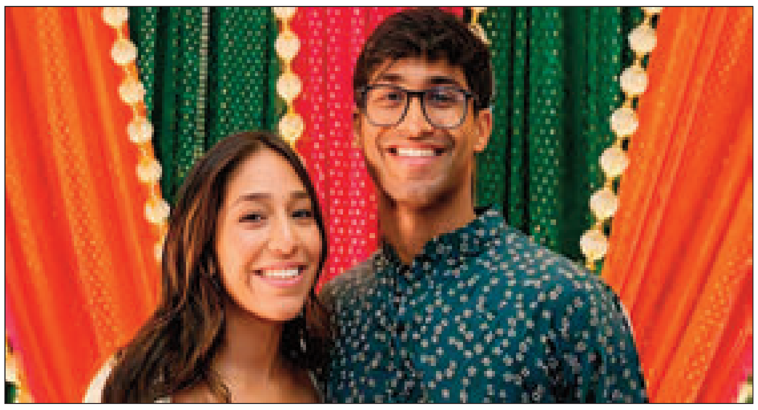

আমেরিকান স্ত্রীকে রেখে দেশে ফিরলেন বাংলাদেশি ছাত্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলেন, ফিনান্স পড়বেন, ক্যারিয়ার গড়বেন, আমেরিকান স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আইস'এর আটক কেন্দ্রের ঠান্ডা দেওয়ালের মধ্যে। ইলিনয়ের ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি ছাত্র জয়তু চৌধুরী গত ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গেছেন ড় মাসের পর মাস আইস ডিটেনশন কেন্দ্রে আটকে থেকে যা বললেন তা হলো, "আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলাম।" জয়তু চৌধুরীর আমেরিকার পথ শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের ডিসেম্বরে। এফ-ওয়ান ভিসায় ইলিনয় ওয়েসলেয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিনান্সে মেজর এবং কম্পিউটার সায়েন্সে মাইনর নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু ২০২৫ সালের আগস্টে তার ভিসার মর্যাদা বাতিল হয়ে যায়। কারণ হিসেবে দেখানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন এবং পূর্বে একটি ডিইউআই অর্থাৎ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো ও রিটেইল চুরির মামলা। এরপর ২০২৫ সালের ৩ ডিসেম্বর আইস তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের পর জয়তুকে একাধিক আইস আটক কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি ছিল "অত্যন্ত কঠিন ও অমানবিক।" স্বাস্থ্যসেবা ছিল অপ্রতুল এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম দিকে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন ড় মামলা লড়বেন, আমেরিকান নাগরিক স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু মাসের পর মাস আটকে থেকে মানসিক ও আবেগিক চাপে তিনি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মনে হলো আর কোনো পথ নেই। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তিনি স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে যান।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জয়তুর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। ডিএইচএস দাবি করেছে, আইস আটক কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে এবং মৌলিক মান বজায় রাখা হয়। যে বিষয়ে জয়তু দাবি করেছিলেন নিজের টাকায় ফিরেছেন, সেটাও সরকার অস্বীকার করেছে। ডিএইচএস বলেছে, আইস তার জন্য একটি টিকিট কিনেছিল যাতে পাসপোর্টের প্রয়োজন হয়নি এবং তার কোনো খরচ হয়নি। এই সরকারি বক্তব্য ও জয়তুর বিবরণের মধ্যে মৌলিক বিরোধ থেকেই যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশে ফিরে জয়তু চৌধুরীর জীবন মোটেও সহজ নয়। আমেরিকান স্ত্রী রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সংসার আলাদা হয়ে গেছে সীমানার কাঁট-াতারে। যে স্বপ্ন নিয়ে ২০২১ সালে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন এখন শুধু স্মৃতি।

জয়তুর ঘটনা একটি বৃহত্তর বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রয়োগে ব্যাপক কড়াকড়ি চলছে এবং একের পর এক বিতর্কিত গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে। টেক্সাসের দীর্ঘদিনের আদালত দোভাষী মিনু বাত্রার আটকসহ অনেক ঘটনা রাজনৈতিক নিন্দার ঝড় তুলেছে। অধিকার কর্মীরা বলছেন, জয়তুর মতো ঘটনাগুলো প্রমাণ করে আটক কেন্দ্রের পরিবেশ মানুষকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে বাধ্য করার একটি কার্যকর কৌশল হয়ে উঠছে ড় যা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে উদ্বেগজনক।

আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনি-টির মধ্যে এই সংবাদ ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। হাজার হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা বা কাজ করছেন। ভিসা জটিলতা, পুরোনো মামলা বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের মতো সাধারণ কারণেও এখন গ্রেপ্তারের মুখে পড়ার ঝুঁকি বাড়ছে। জয়তুর গল্প তাদের জন্য একটি সতর্কসংকেত বলে অনেকেই মনে করছেন।

স্বার্থবিরোধীদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশ ডেস্ক : পশ্চিম গোলার্ধের যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করে দেশটির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করছে, সেসব দেশের নাগরিকের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট। গত ১৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে জানানো হয়, এই নীতির আওতায় ইতোমধ্যে ২৬ ব্যক্তির মার্কিন ভিসা বাতিল করা হয়েছে।প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই কঠোর অবস্থানের ঘোষণা সামনে এলো। নিজের এই পরিকল্পনাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯ শতকের 'মনরো ডকট্রিন'-এর আদলে 'ডনরো ডকট্রিন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ট্রাম্প আমেরিকা অঞ্চলজুড়ে মাদক পাচার বন্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন। মাদক পাচার রোধে তার নির্দেশ মানা না হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক ব্যবস্থা নেয়ার হুমকিও দিয়েছেন তিনি।

একইসঙ্গে ওই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য কমাতেও তৎপর হয়েছেন ট্রাম্প। মূলত লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সাথে এশীয় এই পরাশক্তির ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিষয়টিকেই তিনি রুখে দিতে চাইছেন।স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা করেছে যে, এই বর্ধিত ভিসা বিধিনিষেধের মাধ্যমে ওইসব ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হবে যারা পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুপক্ষকে জেনেশুনে পরিচালনা, অনুমোদন, অর্থায়ন বা উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করবে।

বিবৃতিতে যাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, তাদের কারো নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে তারা একটি বিশেষ আইন ব্যবহার করে এটি করেছে। এই আইন অনুযায়ী, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি মনে করেন যে, কোনো বিদেশি নাগরিকের আমেরিকায় আসা দেশটির জন্য বিপদের কারণ হতে পারে, তবে তিনি তার দেশে আসায় বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন।গত বছর ফিলিস্তিন সমর্থনকারীদের ভিসা বাতিলের উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ইরান সরকারের সাথে সম্পর্ক আছে অথবা ১৯৭৯ সালে হওয়া ইরানী বিপ্লবের সাথে পারিবারিক যোগসূত্র আছে এমন সাতজনের ভিসাও বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডে প্যারেড ১৭ মে রোববার

(শেষ পাতার পর)

করতে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে আয়োজকরা। গত ২০ এপ্রিল প্যারেড আয়োজন কমিটির চেয়ারপারসন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্যারেডকে সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগামী ১৭ মে রোববার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউতে প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। প্যারেডের যৌথ আয়োজক জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ), হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস এবং ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবারের প্যারেডের অগ্রভাগে থাকবেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা–যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সম্মান জানানোর একটি প্রতীকী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি আগে এসে অংশগ্রহণকারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামনের সারিতে স্থান দেওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, প্যারেডে বাংলাদেশি কমিউনিটির ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচার কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। এ লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, কমিউনিটি সংগঠন এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে এবং অধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্যারেডটি অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের জোয়ার তোলাই এবারের মূল লক্ষ্য।সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্যারেড কমিটির সদস্য সচিব ফাহাদ সোলায়মান, কো-চেয়ার ও বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম, সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনি, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফেমড রকি এবং গ্র্যান্ড মার্শাল মো. আজিজ।

যেসব নিয়ম ভঙ্গে শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল হতে পারে

(শেষ পাতার পর)

ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই সতর্কতা জানানো হয়। এতে বলা হয়, পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া বা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার কারণে শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, 'আপনি যদি পড়াশোনা ছেড়ে দেন, ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন, অথবা আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে আপনার অধ্যয়ন কর্মসূচি (প্রোগ্রাম অব স্টাডি) থেকে সরে দাঁড়ান, তাহলে আপনার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল হতে পারে।'

ভিসা বাতিলের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্যতা হারানোর বিষয়েও সতর্ক করেছে দূতাবাস। এ ব্যাপারে পোস্টে বলা হয়, 'এর ফলে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার যোগ্যতাও হারাতে পারেন আপনি। সম্ভাব্য জটিলতা এড়াতে সব সময় আপনার ভিসার শর্ত মেনে চলুন এবং শিক্ষার্থী হিসেবে নিজের বৈধ অবস্থান (স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস) বজায় রাখুন।'

আস্থা থাকা না-থাকা

(৪ পাতার পর)

জানা যায় না, জানতে কেউ চায়ও না। তবে এটা সর্বসাধারণের জানা থাকে অবশ্যই যে ৩ কোটি অচিরেই ৩০ কোটিতে পরিণত হবে। শ্রমের কারণে এই স্ফীতি ঘটবে না, ঘটবে লুণ্ঠনের কারণে। টাকা পাওয়া ও বৃদ্ধি করা সবটাই অলৌকিক, ঐন্দ্রজালিক। কেউ ধনী হয় চোরাচালান করে, কেউ ব্যাংক দখল করে, কেউ ঘুষ খেয়ে, কেউ বা রাজনীতি করে। কিন্তু রাজনীতিকদের কাজটাই সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। কেননা তাঁরা হচ্ছেন নেতা, তাঁরাই আদর্শ, তাঁরা যে আদর্শ স্থাপন করেন, তারই অনুসরণ চলে, সর্বস্তরে। তাঁদের আশ্রয় ও সমর্থ না-পেলে অন্যরা অচল হতো, সাহসই করত না দুর্নীতির পথে পা বাড়াতে। একটা নতুন নির্বাচিত সরকার দুই মাস হলো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। ফলে তাদের কাছ থেকে অতীতের সরকারগুলোর বিচ্যুতি, ব্যর্থতা, দুর্নীতি-দুঃশাসনের পুনরাবৃত্তি কেউ প্রত্যাশা করে না। আশা করে-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, মানবিক মর্যাদা এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার মহান ব্রত গ্রহণ করবে নতুন সরকার। জনগণ সেটাই বিশ্বাসও করে। কারণ বিশ্বাস ছাড়া বাঁচে না মানুষ।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বাংলা বর্ষবরণ

(শেষ পাতার পর)

১৬ এপ্রিল সিটির এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টের মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলা ১টা থেকে শুরু করে বিকেল ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানের কর্মকান্ড চলে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বক্তব্য, ভর্তা ভাতের সাথে ইলিশ মাছ ভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বিনিময় পর্বে বাংলা নববর্ষেও ইতিহাস, ঐতিহ্য, দেশ আর প্রবাসের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এ বি এম ওসমান গনি, ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল ও প্রফেসর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বোর্ড অব ট্রাস্টির মেম্বার মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ছাইদুর খান ডিউক ও উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য আজিজুন নাহার মুকুল। এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথির মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কিশোরগঞ্জ কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ সাহাদাৎ হোসেন, করিমগঞ্জ সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন, সাবেক সচিব বজলুর রহমান, গাজীপুরের কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর খান, নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আজহারুল ইছহাক, এক্সিকিউটিভ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান চৌধুরী রুনু, সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, ট্রেজারার বিশ্বজিত পাল, কামরুল ইসলাম চৌধুরী মামুন, ওমর ফারুক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলা নববর্ষ উদপনের সাথে বাঙালীদের হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য জড়িত। সেই ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি প্রবাসে নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরতে বাংলা নববর্ষ উদযাপন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অনেক বক্তা বাংলাদেশে তাদের ছোটবেলার বাংলা বর্ষবরণ উদযাপনের স্মৃতি চারণও করেন। তুলে ধরেন গ্রামের উৎস-বমুখর দিনের কথা। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন আজিজুন নাহার মুকুল।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি ও নবধ্বনি.কম সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম এবং সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রং বে রং এর দেশীয় পোষাক পরে বিপুল সংখ্যক কিশোরগঞ্জবাসী সপরিবারে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মির্জা এবং আরবেনী থেকে আগত কণ্ঠশিল্পী সবুজ সঙ্গীত পরিবেশন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। বিশেষ করে রোকসানা মির্জার নেচে-গেয়ে বৈশাখী আর দেশীয় গান পরিবেশন সবার বিশেষ দৃষ্টি কাড়ে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

‘বনলতা এক্সপ্রেস’ চতুর্থ সপ্তাহে

(শেষ পাতার পর)

নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘কিছুক্ষণ’ অবলম্বনে নির্মিত। নির্মাতাদের দাবি, এটি একটি শতভাগ খাঁটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র।বর্তমানে নিউইয়র্কের কুইন্সের ফরেস্ট হিলসে অবস্থিত রিগ্যাল ইউএ মিডওয়ে এবং লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেলের শোকেস সিনেমা ডি লাক্সে ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছে।

সিনেমা হলগুলোর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ বা কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করা যাচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য দর্শকদের মধ্যেও ছবিটি নিয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বুড়িগঙ্গা টকিজ ও হইচই প্রোডাকশন প্রযোজিত এই সিনেমাটিতে একঝাঁক দাপুটে অভিনয়শিল্পী কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, ইন্তেখাব দিনার, জাকিয়া বারী মম, আজমেরী হক বাঁধন, সাবিলা নূর এবং শরীফুল রাজ। এছাড়াও আছেন শ্যামল মাওলা, আরেফিন জিলানী, লাবণ্য চৌধুরী ও মাশাসহ আরও অনেকে।

চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’-এর এই বিশ্বজয় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি সিনেমার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। শক্তিশালী গল্প ও অভিনয় থাকলে বিদেশের মাটিতেও বাংলা সিনেমা যে বাণিজ্যিক সাফল্য পেতে পারে–এই অর্জন তারই প্রমাণ।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় নাম কাটার

(১৮ পাতার পর)

নাম ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখেছে বা লিখছে।’ মুর্শিদাবাদের সহিদুল ইসলাম জানান, তিনি দুবার শুনানিতে উপস্থিত হয়ে সব নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘জানেন, কষ্টের কথা কী? এই মাটি খুঁড়লে আমাদের নাড়িপোঁতা পাওয়া যাবে। আমি একজন মুসলিম...আমরা এখানেই ভোট দেব, আর এখানেই মরব।’ সাবির বলেন, ‘এই তড়িঘড়ির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়। এই অঞ্চল বা এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান নেই, এমন পর্যবেক্ষকদের অন্য রাজ্য থেকে আনা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল এবং মাঝরাতে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।’ সবর ইনস্টিটিউট দুটি গুরুত্বপূর্ণ আসন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের ভোটার তালিকা বিশ্লেষণ করেছে। নন্দীগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ হলেও বাদ পড়া নামের ৯৫ শতাংশই মুসলিম। একইভাবে ভবানীপুরে ২০ শতাংশ মুসলিম থাকলেও বাদ পড়াদের ৪০ শতাংশই মুসলিম। সাবির আহমেদ বলেন, ‘মুসলিমদের নাম সবচেয়ে বেশি ম্যাপ করা হয়েছে। উর্দু বা আরবি শব্দ বাংলা বা ইংরেজিতে অনুবাদের সময় যে ভুল হয়, সেগুলোকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুলের মাধ্যমে “লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি” বা যুক্তিহীন অসংগতি হিসেবে দেখিয়ে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।’

নারী ভোটারদের ওপর ‘অতিরিক্ত বোঝা’ : বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক স্বাতী নারায়ণ আল-জাজিরাকে বলেন, নারী ও দরিদ্র মানুষ ভোটাধিকার হারানোর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নথিপত্রের অভাব থাকে। স্বাতী নারায়ণ বলেন, ‘বিয়ের পর নারীরা বাড়ি পরিবর্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গে ডাকনামের ব্যবহার খুব সাধারণ, যা অনেক সময় দাপ্তরিক নথিতে ঢুকে পড়ে। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের আগে ও পরে ভিন্ন পদবি থাকে। এসব অসংগতির কারণে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।’ ৩১ বছর বয়সী জেসমিনা খাতুন বলেন, তাঁর সব কাগজ ঠিক আছে। বাবা ও দাদার নামও ২০০২ সালের তালিকায় ছিল। কিন্তু একটি ছোট সমস্যা হলোস্কুল সনদে তাঁর বাবার নাম ‘গফর মণ্ডল’। কিন্তু অন্য নথিতে ‘গফফার মণ্ডল’। তাঁর বাবার নাম তালিকায় থাকলেও জেসমিনার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্র যাদব আল-জাজিরাকে বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া নারী ভোটারদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। পুরুষেরা যেখানে বাস করেন, সেখানকার কাগজপত্র দিলেই চলে। কিন্তু নারীদের তাঁদের পৈতৃক ভিটার কাগজ জোগাড় করতে হয়। এ ছাড়া বিয়ের পর প্রথম নাম বদলে ফেলার ভারতীয় রীতিকেও এখন আইনের চোখে ‘অপরাধ’ বা ‘জালিয়াতি’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। যাদব বলেন, ‘সমস্যাটা রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র এমন নথি চাইছে, যা সে কখনো মানুষকে দেয়নি। একজন সাধারণ মানুষ যার হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তাঁর কাছে একই বানানে সব জায়গায় নাম থাকার প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। রাষ্ট্র নিজেই বিভিন্ন জায়গায় মানুষের নাম ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখেছে বা লিখছে।’ মুর্শিদাবাদের সহিদুল ইসলাম জানান, তিনি দুবার শুনানিতে উপস্থিত হয়ে সব নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন, ‘জানেন, কষ্টের কথা কী? এই মাটি খুঁড়লে আমাদের নাড়িপোঁতা পাওয়া যাবে। আমি একজন মুসলিম...আমরা এখানেই ভোট দেব, আর এখানেই মরব।

প্রবাসে বাংলাদেশিদের সংগ্রাম

(৮ পাতার পর)

অভিবাসী ঋণ নিয়ে বা জমি বিক্রি করে বিদেশে যান। ফলে প্রবাস জীবনের প্রথম কয়েক বছর তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে সেই ঋণ পরিশোধ করা।

কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসীরা নিম্ন মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশের মুখোমুখি হন। বিশেষ করে নির্মাণ, গৃহকর্ম বা নিম্ন দক্ষতার কাজে এই ধরনের সমস্যার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই বিষয়ে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় কাজ করছে International Labour Organiæation। নতুন দেশ, নতুন সংস্কৃতি এবং পরিবারের থেকে দূরে থাকার কারণে অনেক অভিবাসী মানসিক চাপ বা একাকিত্ব অনুভব করেন। প্রবাস জীবনের শুরুতে এই মানসিক চ্যালেঞ্জ বেশ প্রবল হতে পারে।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের কর্মসংস্থান : বাংলাদেশি অভিবাসীরা সাধারণত নিম্ন ও মধ্য দক্ষতার বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকেন। মধ্যপ্রাচ্যে; নির্মাণ শ্রমিক, গৃহকর্মী, ড্রাইভার, নিরাপত্তাকর্মী, পরিষেবা কর্মী। ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশে রেস্টুরেন্ট কর্মী, শেফ বা রান্না পেশা, ডেলিভারি ড্রাইভার, দোকান বা ব্যবসা, কেয়ার ও সাপোর্ট সেবা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অভিবাসী নতুন দক্ষতা অর্জন করেন এবং ভালো আয়ের চাকরি বা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন।

অভিযোজন ও টিকে থাকার কৌশল : প্রবাস জীবনের শুরুতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেও ধীরে ধীরে অভিবাসীরা নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন।

সামাজিক নেটওয়ার্ক : বাংলাদেশি কমিউনিটি, মসজিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বন্ধুবান্ধব অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় ভাষা শেখার মাধ্যমে অভিবাসীরা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারেন এবং সমাজে সহজে মিশে যেতে পারেন। অনেক অভিবাসী বিদেশে কাজ করার সময় নতুন দক্ষতা অর্জন করেন যেমন– ইলেকট্রিক কাজ, নির্মাণ প্রযুক্তি, রান্না, ড্রাইভিং এই দক্ষতাগুলো তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার মানসিক প্রভাব : প্রবাস জীবনের একটি বড় দিক হলো পরিবারের থেকে দীর্ঘ সময় দূরে থাকা। অনেক অভিবাসী বছরের পর বছর স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মায়ের থেকে দূরে থাকেন। তবে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ভিডিও কল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইত্যাদি এই দূরত্ব কিছুটা কমিয়ে দেয়। তবুও পরিবারকে মিস করা অভিবাসী জীবনের একটি বাস্তবতা।

স্থায়ী বসবাসের সম্ভাবনা : স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ বিভিন্ন দেশের নীতির ওপর নির্ভর করে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে শ্রমিকরা অস্থায়ী ভিসায় কাজ করেন এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগ সীমিত। অন্যদিকে ইউরোপ বা পশ্চিমা দেশে দীর্ঘ সময় বৈধভাবে বসবাস করলে স্থায়ী বসবাস বা নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ United Kingdom-এ সাধারণত পাঁচ বছর বৈধভাবে বসবাসের পর স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করা যায়।

রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী আবেদন : কিছু বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই প্রক্রিয়াটি জটিল এবং দীর্ঘ সময় নিতে পারে। এ ধরনের শরণার্থী ও আশ্রয় আবেদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে টহরঃবফ ঘধঃরড়হং ঐরময Commissioner for Refugees।

প্রবাসে সামাজিক জীবন ও অবসর : অভিবাসীরা কাজের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও গড়ে তোলেন। তাদের সাধারণ অবসর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে; পর্যটন স্থানে ভ্রমণ, ধর্মীয় উৎসব উদযাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও সামাজিক আড্ডা। এগুলো তাদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

রেমিট্যান্স ও অর্থনৈতিক অবদান : বাংলাদেশি অভিবাসীরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠান যা রেমিট্যান্স নামে পরিচিত। World Bank-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ রেমিট্যান্স গ্রহণকারী দেশ। এই অর্থ সাধারণত ব্যবহৃত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাড়ি নির্মাণ, ব্যবসায় বিনিয়োগ। বাংলাদেশি অভিবাসীদের প্রবাস জীবন সংগ্রাম, ত্যাগ এবং সফলতার এক বাস্তব উদাহরণ। প্রথম দিকে ভাষাগত সমস্যা, আর্থিক চাপ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো চ্যালেঞ্জ থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হন। তাদের পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবন নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যতে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ন্যায্য কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা হলে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুফল আরও বৃদ্ধি পাবে।

লেখক : যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

বর্হিবিশ্বে বিএনপি শক্তিশালী করতে হবে

(শেষ পাতার পর)

করতে হবে। কমিটি গঠনে হাসিনা বিরুধী আন্দোলন সংগ্রামে যারা ভুমিকা পালন করেছে তাদেরকেই কেবল প্রাধান্য দেওয়া হবে । এতদিন বিএনপি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও নির্বাচন নিয়ে ব্যস্থ ছিল বলে অনেকে দেশে কমিটি গঠন সম্ভব হয়নি। এখন সকল দেশে আমরা দল পুনঃগঠনর কাজ শুরু করবো।দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকার বিরোধী সকল ষডযন্ত্র মোকাবেলায় আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। জনাব খোকন গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে নিউইয়র্ক মহামগর (উত্তর) বিএনপির কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় হলভর্তি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে গেষ্ট অব অনার ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, বিএনপি চেয়ারপারসন এর বৈদেশিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিন) এর সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম, নিউইয়র্ক মহামগর (উত্তর) বিএনপির সিনিযার সহ সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন,নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিযার সহ সভাপতি জসীম উদ্দিন ভিপি, বিএনপি নেতা আব্দুর সবুর, ডাঃ আব্দুস সবুর, জাফর তালুকদার ও এবাদ চৌধুরী।সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিযার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, কোর-আন তেলওয়াত করেন আশিকুল হক, শোক প্রস্তাব পেশ করেন শরিফুল খালিশদার, মোনাজাত করেন মোমতাজ আহমদ। বক্তব্য রাখেন ইমরান শাহ রন, মোহাম্মদ সোলেমান ও মঈন উদ্দিন নটু। কর্মীসভায দলকে শক্তিশালী করার সিন্ধান্ত নেওয়া হয়।

সরকারের মধুচন্দ্রিমায় গ্রহণ লাগার শঙ্কা

(৫ পাতার পর)

যাওয়াটা বিগত সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটা না করার ফলেই আজ জুলাই সনদ এবং গণভোট নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। যাকগে, সেটা ভিন্ন আলোচনা।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, জুলাই বিপ্লব এবং ড. ইউনূস সরকারের শাসনামলের প্রধান সুবিধাভোগী ক্ষমতাসীন দল বিএনপি হওয়া সত্ত্বেও টেলিভিশন টকশোতে তাদের সমর্থকরা প্রায়ই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। এই সমালোচকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্য গুপ্ত বাকশালি এবং শাহবাগি গোষ্ঠী। এই ভারতীয় দালাল গোষ্ঠী জুলাই বিপ্লব এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে মন থেকে কখনো মেনে নিতে পারেনি। বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে বিএনপিতে আশ্রয় নিয়ে এরা প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুনছে। এদের বহুরূপী চরিত্র আমি বুঝতে পারি।

কিন্তু শহীদ জিয়ার প্রকৃত অনুসারীদের ইউনূস সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বাকশালি চেতনার অনুপ্রবেশ দ্বারা তারা বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত হচ্ছেন কি না, সে ব্যাপারে ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে তবেই গণমাধ্যমে মন্তব্য করা বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি জাতীয় পত্রিকাতেও এমন ভাষায় ড. ইউনূস এবং অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সমালোচনা করা হচ্ছে, যাতে মনে হতে পারে যে, জুলাই বিপ্লবে হাসিনার সরকার নয়, বরং ইউনূস সরকারের পতন ঘটেছিল। জুলাই বিপ্লবে আমাদের সাহসী ও দেশপ্রেমিক তরুণদের শাহাদাতের বিনিময়ে এ বছর ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের গণতন্ত্রে যে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে, জনগণের একান্ত প্রত্যাশা সেটা যেন স্থায়ী রূপ পায়। সেই আশা পূরণে সর্বাধিক দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের।

আমরা আশা করি, সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। শ্রুতিকটু চাটুকারিতা এবং অপ্রয়োজনীয় অতিপ্রচারের কোনো প্রয়োজন নেই। গণভবনের সব কথিত সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ও সাংবাদিক নামধারী দালালরা চাটুকারিতার নির্লজ্জ চেহারা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। সেই চাটুকারিতা শেখ হাসিনাকে জনপ্রিয়তাও দেয়নি এবং পতন থেকে রক্ষাও করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের সৌভাগ্য যে, এখন পর্যন্ত মূলধারার গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছে। মোটা দাগে সংবাদমাধ্যম সরকারি দলকে সমর্থন করেছে বলা যেতে পারে। সুতরাং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সমালোচনা নিয়ে সরকারের মধ্যকার প্রভাবশালীরা মাঝেমধ্যে যে ক্ষমতার চর্চা করছেন, সেটা অপ্রয়োজনীয় বলেই আমি মনে করি। এসব প্রভাবশালীর অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত। তাদের প্রতি জনগণের ও মিডিয়ার সদিচ্ছা নষ্ট না করার পরামর্শ থাকল। সরকারের নীতিনির্ধারকদের বিবেচনায় থাকা উচিত যে, তাদের, রাষ্ট্রের এবং জনগণের প্রধান শত্রু পতিত ফ্যাসিস্ট শাসক শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ। জনগণ কিন্তু সাধারণভাবে ড. ইউনূস সরকারকে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই মনে করে। বিশেষ করে সেই সরকারের প্রভাবশালী নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল বর্তমান সরকারের অধিকতর প্রভাবশালী মন্ত্রী হওয়ায় জনগণের সেই ধারণা আরো পাকাপোক্ত হয়েছে। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও জুলাই বিপ্লবের পটভূমিতে আওয়ামী লীগের মতো শত্রু হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা বিএনপি, এনসিপি এবং জামায়াতে ইসলামীড় তিন দলকেই জুলাই বিপ্লবের সহযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করে। সুতরাং সরকার যদি নিজেদের স্বার্থে মধুচন্দ্রিমা দীর্ঘায়িত করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক শত্রুমিত্র নির্ধারণ সঠিকভাবে করতে হবে।

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

বেলরুজ-এ ২৪৪ স্ট্রিটে নতুন Eat in kitchen, Bathroom সহ এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে হিলসাইড এভিনিউ এবং গ্রোসারি ও শপিং এর সুবিধা। যোগাযোগ : **646-725-3634**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউ, ১১৭ স্ট্রিট, রিচমন্ডহিল, 'J', 'E' ও 'F' ট্রেন স্টেশ এবং Q10 বাসস্টপের কাছে তৃতীয় তলায় ২ বেড, কিচেন, বাথসহ একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954। বি-৪৪

বাড়ি ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. ,এটিক ১ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, বাথ ও কিচেন, সেমি-বেসমেন্ট ২ বেড রুম ১ বাথ ও কিচেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি। যোগাযোগ ঃ ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩ ও ৬৪৬-৩১৮-৯৮৬৪-পার্কিং পাওয়া যায়। অতি নিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসী, রেষ্টুরেন্ট, কাছেই দুটি মসজিদ। সোলার সিস্টেম আছে । বি-৪৩-৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৩০ ১৬৪ স্ট্রিট, ইয়র্ক কলেজের পাশে ৩ বেডরুম ২ বাথরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও ফ্যামিলি পার্টির জন্য ব্যাকইয়ার্ডে প্রশস্ত স্থান ও সামারে সব্জি চাষের সুবিধা রয়েছে। ভাড়া: ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৬৮৭৫, ৩৪৭-৩৬২-৮৪৬২ এবং ৩৪৭-৫৩৬-৬৫৭২ বি-৪৩-৪৪

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ২০৫ স্ট্রীট কিউ-৭৭ এবং কিউ-৮৩ স্টপের সন্নিকটে একটি সম্পূর্ণ রিনেভেটেড এক বেডরুম সেমিবেসমেন্ট আলাদা প্রবেশপথসহ আগামী মাস থেকে ভাড়া হবে। কল অথবা টেক্সট : **917-514- 0907.**বি-৪৩-৪৪

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বেসমেন্টে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৫৫০ ডলার। যোগাযোগ : 917,686-2870. বি-৪২-৪৪

Apartment for Rent

One bedroom Basement apartment rent nice and clean fully renovation ,Queens Village rent, $1550. Contact number, 917,686-2870.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭০-৩৮ ন্যাটকোর্ট এ তৃতীয় তলা অ্যাপার্টমেন্টের ১ম তলায় ৩ বেডরুম, ১ ফুল বাথ, লিভিং ও কিচেনসহ ১লা এপ্রিল ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 646-875-9063, 347-634-9278 বি-৪১-৪৩

House for rent

Renovated Duplex Two Bedroom, One Living Room, One Kitchen, One Bathroom House For Rent At 174 Street AND 106 Avenue in Jamaica, Close to BUS, PARK, SCHOOL, MOSQUE, ETC, Details **Call-929 350 9509**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ১টি ফুল ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ: 917-686-2870 বি-৪১-৪৩

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

বাসার কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

বাসায় রান্নাসহ অন্যান্য কাজে সহায়তা করার জন্য
একজন মহিলা কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: **347-536-6572 I 347-362-8462**
বি-৪৩-৪৪

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান।
ফোন: ৯১৭-৩৬৫-১৪০১ বি-৩৮-৪০

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

উডসাইড (৪৮-৩৫, ৪৬ ষ্ট্রিট) ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য একটি রুম ভাড়া হবে। মহিলা অথবা ছাত্রী হতে হবে। ৭ ট্রেন স্টেশনের পাশে। ফোন: 347-536-6169, 347-653-6415
বি-৪৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি এবং 'এফ' ট্রেন স্টেশনের কাছে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলাদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954
বি-৪৪

রুমমেট আবশ্যক

NY Queens এর Far Rockaway ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে একজন রুমমেট প্রয়োজন। খুবই নিরিবিলি পরিবেশ পার্কিং এর কোন সমস্যা নেই এবং A Train বাসার কাছে। | 1-917-545-9877 text করুন। বি-৪৫-৪৭

Building For Sale

১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: **$985,000**

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront, 3 Units, Asking Price: $985K

Contact- Phone: **718-298-5885**
Email: lewislionel@aol.com বি-৪৪-৪৮

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. 3 bed 1 bath living, dining behind York College, $2600,
2. Basement 2 bed 1bath, 169th St & Mefield Rd,
3. 3 bed 2 bath 164th & 107th Ave,
4. Woodside 3 bed 1.5 bath, living dining, 65 St Subway Satation,
5. 2 bed 1 bath living, 105-51 Remington St,
6. 3 bed 2 bath dining 168 St & JMC,
7. 2 bed 1 bath living, dining 206th St & Hillside Ave,
8. 3 bed 2 bath living, dining Parsons Blvd & 85th Ave,
9. 3 bed 1 bath living, 2nd flr
10. 3 bed 1 bath living, dining 158 St & 115 Ave,
11. Briarwood 1 bed 1 bath living, dining, 3rd flr, $2200
12. 3 bed 1 bath living, dining $3500 including
    3 bed 1 bath living, dining $3400 including
13. 3 bed 1 bath living, dining, Sutphin Blvd & 108 Ave
14. 3 bed 1 bath living, 177th St & 93rd Ave, 1st flr
15. 3 bed 1 bath Bachelor or Students, F train Parsons
16. 4 bed 1 bath Balcony, living dining, 139th St 87th Ave
17. 2 bed 1 bath A Train to Grand Ave, tenant pay utility
18. 2 bed 1 bath living, dining, big apartment, 193-01 Linden Blvd
19. Apartments: 2 bed 1 bath 1st flr
    3 bed 2 bath 2nd flr
    1 bed 1 bath 1st flr
    Corona/Flushing short walk from 7 Train
20. 3 bed 1 bath living, 1st flr 200th St & Hillside Ave, 1st flr
21. Duplex 3 bed 1 bath living dining 153 St & 110 Ave
22. 2 bed 1 bath 241-87th Ave, 2nd flr
23. 3 bed 2 bath Parsons Blvd & 85th Ave, Central A/C & heat
24. 2 bed 1 bath living, 2nd flr
25. East Elmhurst 2 bed 1 bath, living dining, 2nd flr $2500, 100-02 23rd Ave
26. Jackson Heights, 3 bed 1 bath living dining, 71St & 34th Ave
27. 2 bed 1 bath 104-03 196th St
28. 3 bed 1 bath living, dining, 71st St & 34th Ave
29. 3 bed 2 bath 1st flr, close to Sutphin Blvd
30. 2 bed 2 bath 1st flr (section 8)
31. Duplex, 3 bed 3 bath living dining, 2nd flr, Remington St.
32. 2 bed 1 bath living, dining,
    4 bed 2 bath living dining
33. 1 bed 1 bath, husband-wife priority, 196th St & Hillside Ave
34. Astoria 2 bed 1 bath, living dining 21-28 25th St, Apt# 2B
35. Jackson Heights 2 bed 1 bath living, 73rd St & 37th St
36. 4 bed 2 bath, $3200 Utility included, close to 69 Station subway
37. 3 bed 1 bath $2500, Utility included, close to 69 Station subway
38. 3 bed 1 bath living dining, Sutphin blvd & 108th Ave
39. East Elmhurst 1 bed 1 bath living dining, 24-10 78th St
40. 3 bed 1 bath dining 168th St & Hillside Ave
41. Richmond Hill, 1 bed 1 bath living
42. 3bd, 1bath, living, Dining, 1st floor. 200th Street & Hollis Ave.
    1bd, 1bath, living 173 rd St. & 90th Ave.
43. Jackson Heights 3bd, 1bath, living, Dining, 71st Street & 34th Avenue.
44. 1bd, 1bath, 196th Street Hillside Ave. Husband & wife
45. 3bd, 1bath, living, 2nd floor. 177-51, 105th Ave. 2600 plus bills.
46. 3bd, 1bath, Dining 1st floor, $2700 plus bills, 161-44, 86th Ave.
    2bd, 1bath, living, Dining, 2nd floor, 84-19, 150th St. $2600 plus cooking gas+utility.
47. 3bd, 1 bath living 169th St. & Hillside Ave. $2700 + Bills.
    Studio Apartment 105-41, 189th St. $1400 including.—-
48. Basement 1bd, 1bath 183-27, Jamaica Ave. 2 women or husband & wife $1300.
49. Basement 2bd, 1 bath, living, 168th St. & 84th Ave.
50. 2bd, 1bath, 164th St & Highland Ave. 2 people.
51. 3bd, 1.5 bath, 3rd floor, 169th St. & 89th Ave.
52. From May, 4bd, 2bath, living, Dining, close Hillside Ave.
53. 1bd, 1bath, 173rd St. Close F train.
54. 3bd, 1bath, living, 177th St. & 93rd Ave.
55. 3bd, 2 bath, living, Dining, 2nd floor, 185th St. & 90th Ave.
56. 3bd, 1bath, living 2nd floor. $2600 plus bill.
57. 1bd, 1bath, living, 1st floor. Queens Village.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 01781095167

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ২৮ বছর বয়সী ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। পাত্র সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফর্সা ও সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন, যার বয়স হবে ২৪ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত পাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ২১৫-৭৯১-১২৯১
বি-৪৫-৪৭

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।
■ HEALTHFIRST ■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED
মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন (718)310-0413
Lic. Insurance Agent
nymedicare@aol.com

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ **215-791-1291**

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন ঃ **631-552-9502**

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com
বি-২৪-২৭

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোন: 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

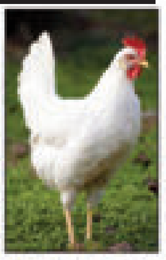

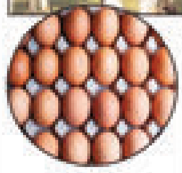

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্‌ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্‌ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

Hillside Multi Services Inc.
হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

উডসাইড কাজী অফিস
নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস
* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্ট ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ বিবাহ এনগেজমেন্টস সুইট সিক্সটিন বেবি শাওয়ার ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace
Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

PRIME HEALTH NYC
FAMILY HEALTH & WELLNESS
Total Family Health
Vitamin Infusion
Regenerative Therapy
Anti-Aging & Wellness Clinic
PROVIDE HIGH QUALITY CARE AND BEST OFFICE EXPERIENCES
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES
JAMAICA OFFICE
167-10 highland Ave, Jamaica, NY 11432
(929) 998-3971, (929) 998-3972
(929) 998-3995
BRONX OFFICE
1444 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462
(516) 960-3030, (516) 960-3020
(516) 960-3028
www.primehealthnyc.com
Email: primehealthnyc@hotmail.com

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন
স্টার কেয়ার ফার্মেসী
Star Care Pharmacy
175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432
Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com
STAR CARE PHARMAC
আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি
EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY
আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।
আমাদের সেবা সমূহঃ
ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
এটিএম বুথ
ওটিসি নেটওয়ার্ক
পাসপোর্ট ফটো
ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
মেট্রোকার্ড।
একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি
SAME DAY FREE DELIVERY
OUR SERVICES
Free Copay Assistance
Free Special packaging for adherence & Compliance
Free App & online refill reminder
Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
Flu shots & immunizations
ATM
OTC Network
Passport Photos
DMV Vision test
Metrocards
We accept Most Insurance plans!
Ask your doctor to E-Script your prescription
আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন
Tel : 718-262-8789
Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com
Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
23 April 2026
বৃহস্পতিবার
২৩ এপ্রিল ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

নিউইয়র্কে শিশুযত্ন কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো ওবামা ও মামদানির সাক্ষাৎ

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ব্রুকসের একটি শিশুযত্ন কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁদের প্রথম সামনাসামনি দেখা। এদিন দুজন একান্তে সংক্ষিপ্ত বৈঠকও করেছেন। ওবামা ও মামদানি শিশুযত্ন কেন্দ্রটির ভেতরে শিশু ও (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাংলাদেশ ডে প্যারেড ১৭ মে রোববার

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে আসন্ন বাংলাদেশ ডে প্যারেডকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ছে। আগামী ১৭ মে অনুষ্ঠিতব্য এই বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যেসব নিয়ম ভঙ্গে শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল হতে পারে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। মার্কিন দূতাবাসের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ চলছে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটির আগামী নির্বাচন অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে ভোটার সংগ্রহ অভিযান জোরদার করা হয়েছে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য প্রার্থীদের বাছাই প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। সোসাইটির কর্মকর্তারা বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২'র

প্রথম ভাইস গভর্নর শাহ নেওয়াজ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিরাকিউসে অনুষ্ঠিত লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল-এর ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর বার্ষিক কনভেনশনে প্রথম ভাইস গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সাপ্তাহিক আজকাল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মিসবাহউজ্জামান ও লিপু'র সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সেপ্টেম্বরে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভায় আগামী (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

নিউইয়র্কে 'রাক্ষস'র প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশের আলোচিত অ্যাকশন-থ্রিলার চলচ্চিত্র রাক্ষস-এর প্রিমিয়ার সম্প্রতি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শকদের উপস্থিতিতে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের সভা

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের এক বিশেষ সভা গত ২০ এপ্রিল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বাংলা বর্ষবরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নতুন বছরের আবহে কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এন বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদযাপন করা করেছে। এ উপলক্ষে গত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বর্হিবিশ্বে বিএনপি শক্তিশালী করতে হবে

আনোয়ার হোসেন

নিউইয়র্ক : বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন বলেছেন সকল দ্বিধা বিভক্তি ভুলে বিএনপির বর্হিবিশ্বে শক্তিশালী করতে হবে। জননেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে কাজ (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম: (পর্ব-৮) : ঠাটারি বাজারের দাদার বাড়িটা ছিল প্রকৃতপক্ষে আমাদের আরেকটা বাড়ি, স্থায়ী একটা আশ্রয়স্থল। আমার আব্বা পিতা-মাতা হারিয়ে কিশোর বয়সে ঢাকায় চলে আসেন। শিশু মিয়া দাদার আশ্রয়েই কৈশোরোত্তীর্ণ কাল থেকে ক্রমশ তার যৌবন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

আসেফ বারী লায়ন্স মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০'র পদক অর্জন

নিউইয়র্ক : গত ১৫ এপ্রিল ২০২৬ নিউইয়র্কের অদূরে ডাউনটাউন সিরাক্যুজ ম্যারিয়ট হোটেলে লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট এম ডি ২০'র বার্ষিক কনভেনশনে "কাউন্সিল অব গভর্নরস" কমিটি ১১টি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ২০ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

'বনলতা এক্সপ্রেস' চতুর্থ সপ্তাহে

নিউইয়র্ক: উত্তর আমেরিকার সিনেমা বাজারে একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করছে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র 'বনলতা এক্সপ্রেস'। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকদের মাতিয়ে মুক্তির মাত্র ১৭ দিনেই সিনেমাটি এমন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে, যা এর আগে কোনো বাংলাদেশি চলচ্চিত্র অর্জন করতে পারেনি। প্রবাসী দর্শকদের আগ্রহে ছবিটি ইতোমধ্যে চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করেছে। উৎসবমুখর প্রদর্শনীতে সাফল্যের পর ছবিটি এখন বাণিজ্যিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হলে প্রদর্শিত হচ্ছে।পরিচালক তানিম নূর (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

টাওয়ার হ্যামলেটসে মেয়র পদে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার প্রার্থী

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি-অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে মেয়র পদে লড়ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার প্রার্থী। এই প্রার্থীরা হলেন অ্যাসপায়ার পার্টির বর্তমান মেয়র লুৎফুর (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

কংগ্রেসে লড়ছেন বাংলাদেশি আমেরিকান স্টেট সিনেটর সাদ্দাম

বাংলাদেশ ডেস্ক : নোয়াখালীর সন্তান এবং ২০২৪ সাল থেকে ভার্জিনিয়া স্টেটের সিনেটর (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

শামসুল হককে বিজয়ী করার আহবান

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের রাজনীতিতে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব জোরদারের প্রত্যাশায় ডেমোক্রেট প্রার্থী শামসুল হকের পক্ষে সমর্থন জোরালো হচ্ছে। আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনকে সামনে রেখে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ক্লাসিফাইড Classified ক্লাসিফাইড
আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়।
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579
Help Wanted

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্রাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্রাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পূরণের নিশ্চয়তা
ফ্রি পিকআপ ও ডেলিভারী
ফ্রি কনসালটেশন
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড় প্রতিদিন
ফ্রি ব্লাড প্রেসার, সুগার ও ওজন চেকআপ
হালাল ভিটামিন
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23 Per Hour Given to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
118-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file
169 St. Station (At Hamrah 2nd Fl)

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com